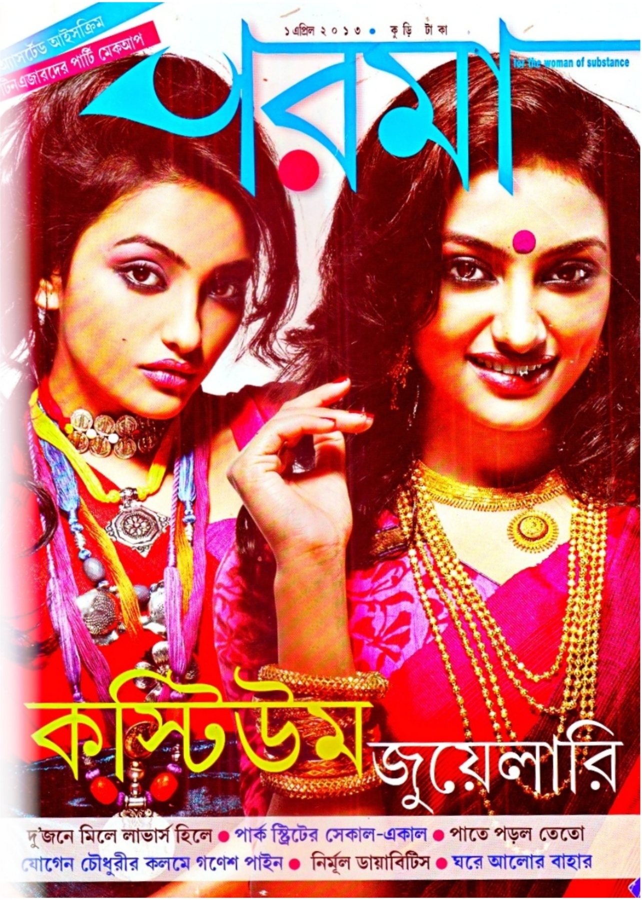

১এপ্রিল ২০১৩ • কুড়ি টাকা
for the woman of substance
অ্যাসর্টেড আইসক্রিম
টিনএজারদের পার্টি মেকআপ
কস্টিউম জুয়েলারি
দু'জনে মিলে লাভার্স হিলে • পার্ক স্ট্রিটের সেকাল-একাল • পাতে পড়ল তেতো
যোগেন চৌধুরীর কলমে গণেশ পাইন • নির্মূল ডায়াবিটিস • ঘরে আলোর বাহার



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জী

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


চৈত্র সেল চৈত্র সেল চৈত্র সেল চৈত্র সেল চৈত্র সেল
50%* ছাড়
১লা থেকে ১৪ই এপ্রিল ২০১৩
মুক্তোর গয়নায় 25% অবধি ছাড়!
কস্টিউম গয়নায় 20% অবধি ছাড়!
রুপোর গয়নায় 10% অবধি ছাড়!
nnoni®
contemporary jewellery
বহরমপুর - ৩১৬/এ/১/২ নেতাজী রোড বহরমপুর, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩,
ফোন : ০৩৪৮২-২৫৮৪১৪, ৯২৩০৭ ০৯১২৯
বেলেঘাটা - ২৩৬৩ ৯৮৫২ | বেহালা - ২৪৮৮ ৯৯৮২ | গড়িয়া মহামায়াতলা - ২৪৩৫ ২৯১৮ | বাটানগর - ২৪৯২ ৪১১১ | বাঘাযতীন - ২৪২৯ ৭৭০৯
মধ্যমগ্রাম - ২৫২৬ ৭৬২২ | চন্দননগর - ২৬৮৩ ০১৪২ | হাওড়া - ২৬৬৭ ১০৫৫ | নাগেরবাজার - ২৫৬০ ০৪৪৬ | বিডন স্ট্রীট - ২৫৩০ ৭৯০৮
হাতীবাগান - ২৫৫৫ ১৯১৯ | ভবানীপুর - ২৪৫৪ ৩৭৬০ | গোলপার্ক - ২৪৬০ ৫৩৬৪ | হলদিয়া - (০৩২২৪) ২৭২১২০ | শ্রীরামপুর - ২৬৫২ ৯৫৯৩
গড়িয়াহাট - ২৪৬০ ৫৪৮৪ | সল্টলেক - ২৩৫৯ ২১১৬ | দুর্গাপুর - (০৩৪৩) ২৫৮৮০২৪
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই। দোকান খোলা প্রতিদিন সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত।
* সিলেক্টেড গয়নার ওপর। অফার আইটেমে ডিসকাউন্ট নেই। অফার স্টক থাকা পর্যন্ত সীমিত। শুধুমাত্র একটি বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুটি অফারের একত্রীকরন সম্ভব নয়। ভ্যাট অতিরিক্ত।
Silver | Pearl | Costume
An Anjali Jewellers Initiative | customercare@nnoni.in | www.nnoni.in
Mayurakshi/629/13


SARADHA
লাটাগুড়ির গরুমারা অভয়ারণ্যে
সমস্ত আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ
বিলাসবহুল কটেজ রিসর্ট
লাটাগুড়ির স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যে
অরণ্যের নির্জন দিনরাত্রি
SARADHA
Garden Resort & Hotel
LATAGURI
ডবল বেড কটেজ ও পরিবারের সকলের থাকার উপযোগী সবরকম সুবিধাযুক্ত পৃথক কটেজ
জঙ্গল সাফারি ◆ প্রত্যেক ঘরে এসি, টিভি ও রেফ্রিজারেটর ◆ ঠান্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থা ◆ ফোয়ারা ও আলোর প্রদর্শনী ◆ ছোটদের খেলার জায়গা ◆ মিউজিক গার্ডেন
ওটিসি মেডিসিন ◆ ড্রাইভার কটেজ ◆ ২৪ x ৭ রুম সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস ও জেনারেটর সার্ভিস ◆ কার পার্কিং ◆ পিক-আপ ও ড্রপের ব্যবস্থা (অনুরোধে)
WIDER RANGE RESORT
A UNIT OF SARADHA GROUP
বড়দিঘি রোড, লাটাগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫২১৯ (নেওড়া নদীর পাশে)
বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন
09233388743, 09002624340

সম্পাদকের কথা



"গয়না দেখে পিসিমারূপী মৌসুমী আর লোভ সামলাতে না পেরে পরেই ফেলল পাকা চুল আর সাদা থান পরা অবস্থাতেই! শ্রাবন্তীও দেখি বাক্স খুলে বসে গয়নাগুলো বার বার নেড়ে-চেড়ে দেখছে! তারপর সিনে যখন পরতেই হল, তার আনন্দ দ্যাখে কে!"

'... গয়নার আসল-নকল যায় না চেনা
বোধহয় ওসব কেমিকেলি
এত গয়না বেটি কোথায় পেলি?'

মেনকা বলছেন এক-গা গয়না পরে বাপের বাড়িতে সদ্য পা দেওয়া উমাকে। সুতরাং মায়ের কথা মানতে হলে মা দুগ্গাও কিন্তু কস্টিউম জুয়েলারি পরতেন। অবশ্য রামকুমারদার গাওয়া এই গান যখন লেখা হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই 'কস্টিউম জুয়েলারি' কথাটার চল ছিল না! কেমিকেলিই বলত বোধহয় তখন, কিংবা প্লেটেড (গোল্ড প্লেটেড অর্থে)।

আজকাল দেখছি কস্টিউম জুয়েলারির খুব কদর। একদিন মলের কোনও একটা দোকানের শো কেসে খুব সুন্দর মিনে করা সেট দেখে দাম জিগ্যেস করে চমকে উঠেছিলাম! এত সস্তা! দামটা জানার পর জিগ্যেস করে জানলাম সেটটা কস্টিউম জুয়েলারি— এমনকী গোল্ড প্লেটেডও নয়। কিন্তু কার সাধ্যি বোঝে! সত্যিই 'গয়নার আসল-নকল যায় না চেনা'! আর হবে না-ই বা কেন? ছিনতাই হয়ে যাবার ভয়ে আজকাল আসল গয়না কেউ ব্যাংক থেকে বার করাতেই চায় না। অথচ বিয়েবাড়ি, মুখে-ভাত জাতীয় সামাজিকতা তো লেগেই আছে। অগত্যা!

নিজের বিয়েতেও অনেক কনেই কিছু কিছু কস্টিউম জুয়েলারি পরে থাকে, বিশেষ করে যেসব গয়না বিয়ের দিন কিংবা বউভাতের পর আর পরা যায় না— যেমন সিঁথি-পাটি, রতনচূড়, কোমরের গোট কিংবা বিছে এইসব, যা আজকের যুগে একমাত্র বিয়ের কনেকেই মানায়। আমাদের 'গয়নার বাক্স' ছবিতে বাক্স ভরে তোলার মতো প্রচুর গয়না বানিয়ে দিয়েছিলেন অনন্যা— মানে অঞ্জলি জুয়েলার্সের অনন্যা চৌধুরি। একেবারে পুরনো সব ডিজাইন ধরে ধরে। পিসিমার গয়না তো! সেই গয়না দেখে পিসিমারূপী মৌসুমী আর লোভ সামলাতে না পেরে পরেই ফেলল পাকা চুল আর সাদা থান পরা অবস্থাতেই! শ্রাবন্তীও দেখি বাক্স খুলে বসে গয়নাগুলো বার বার নেড়ে-চেড়ে দেখছে! তারপর সিনে যখন পরতেই হল, তার আনন্দ দ্যাখে কে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খালি নিজের সুন্দর মুখখানা আয়নায় দেখছে আর জিগ্যেস করছে 'এগুলো আসল, রিনাদি?'

তবে কস্টিউম জুয়েলারি কি শুধুই সোনার মতো দেখতে অন্য কিছু? বা রুপোর মতো চেহারার দস্তার গয়না? নকল সোনা-রুপো? তা তো আছেই, কিন্তু কস্টিউম জুয়েলারি আরও অনেক রকমের হয়। আমার মা বেশ আধুনিকা ছিলেন তখনকার দিনের পক্ষে, তাঁকে দেখেছি পার্টি-টার্টিতে সেমি প্রেশিয়াস স্টোনের নানা অভিনব ধরনের গয়না পরেই যেতে। আর আজকাল তো কত রকমের ইন্টারেস্টিং ডিজাইন বেরিয়ে গেছে। আমি নিজে বড় একটা সোনার গয়না পরি না বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া। রুপো পরি অবশ্যই, খুব বেশিই পরি। কিন্তু সোনা-রুপো ছাড়া আরও অনেক রকমের গয়না আমি পরি, পরতে ভালবাসি। কিনিও। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কেনা কস্টিউম জুয়েলারি আমার ব্যক্তিগত গয়নার বাক্স ভরে তুলেছে। অনেক সময় আমার পরা গয়না দেখে অনেকে প্রশ্ন করেছে 'এইসব গয়না তুমি কোথায় পাও বলো তো?' প্রায়ই উত্তর দিতে হয় 'ফুটপাথ থেকে'। সত্যিই! আমাদের দেশের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গয়না কেনাটা আমার পক্ষে হয়তো একটু মুশকিল, কিন্তু বুয়েনস এয়ারস-এর ফুটপাথ থেকে কেনা পুঁথির হার আমার অমূল্য সংগ্রহের মধ্যে একটি, যদিও তার দাম সামান্যই! আমাদের শহরের ফুটপাথেও অনেক সুন্দর সুন্দর গয়না পাওয়া যায়— পুঁথির, কাঠের, পাথরের, মাটির। দেখার চোখ থাকলেই হল। আর সেইসঙ্গে চাই এটুকু বোঝার ক্ষমতা যে কোন পোশাকের সঙ্গে কোন গয়না মানাবে।

আমাদের এই সংখ্যায় দেওয়া হল কস্টিউম জুয়েলারির সব রকম খবরাখবর। সেই সঙ্গে কনে-সাজানোর জন্য কস্টিউম জুয়েলারি কেমনভাবে কাজে লাগানো যায়, সে-কথাও বাদ যায়নি। সোনার দাম যা আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে, এবার বোধহয় প্রায় সকলেই কস্টিউম জুয়েলারি পরতে শুরু করবে। বেচারা চোরদেরই হয়েছে মুশকিল! ছিনতাই করেও কোনও সুখ নেই আর! দিব্যি সুন্দর সোনার মটর মালা দেখে পুলিশের চোখ এড়িয়ে যদি বা ছিনিয়ে নেওয়া গেল, বেচতে গিয়ে ধরা পড়ল নকল! পণ্ডশ্রম! চোরদের এক টুকরো ছোট্ট অ্যাডভাইস: এবার থেকে আপনারাও বউদের কস্টিউম জুয়েলারি কিনে দিন, ঠকবেন না!

সূচিপত্র



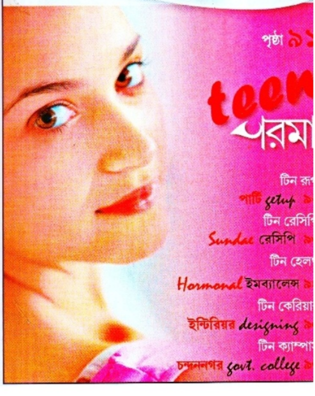
প্রচ্ছদ মডেল টুয়া ছবি আশিস সাহা গয়না ননী

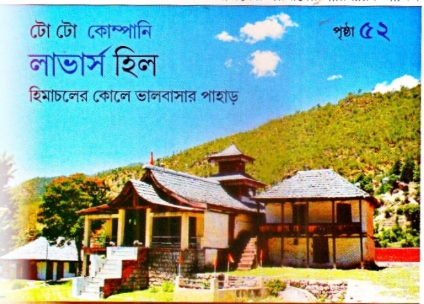
পৃষ্ঠা ২৮ আহারে বাহারে

তেতো কাহিনি

গরমে তেতোর সুস্বাদু রেসিপি













পরমা

১ এপ্রিল ২০১৩ • ১৮ চৈত্র ১৪১৯

বর্ষ ১ সংখ্যা ১৬

সম্পাদকীয় দফতর

ফোন: ০৩৩- ৪০১৫৭০৫০

ই-মেল: paroma@paroma.in

ফেসবুক (কমিউনিটি ও পেজ): Paroma-

SARADHA

সারদা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের একটি প্রয়াস

PRINTED AND PUBLISHED BY TARUN GHOSH ON BEHALF OF SUDIPTA SEN, PRINTED AT SWAPNA PRINTING WORKS (P) LTD. 52, RAJA RAMMOHAN SARANI, KOLKATA 700009, PUBLISHED AT A/5 SURVEY PARK, POST SANTOSHPUR, DIST - SOUTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL. RNI WBBEN/2012/46232

OWNER: SUDIPTA SEN

EDITOR: APARNA SEN

1 April 2013, Vol 1 Issue 16



চাই মানব সমাজ

পড়লাম ১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা। মনে পড়ল পরমার ১ জানুয়ারি '১৩ সংখ্যার সম্পাদকের কথা। খুব সুন্দর বিষয় বিন্যাস। সত্যিই যত দিন যাচ্ছে ততই আমরা এতটাই অমানবিক হচ্ছি যে আগামী দিনে হয়তো মানুষের নাম শুনলে পশু পাখিরাও ঘৃণা করবে। এখন একটা-দুটো নয়, প্রতিদিন ১০-১২টা নৃশংস ধর্ষণের খবর উঠে আসছে। ধর্ষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে যখন কানে আসে 'পুরুষশাসিত সমাজ' বা সম্পাদকের কলমে 'কেবল মাত্র শরীরে পুরুষ হওয়ার... অধিকারের আওতায় পড়ে না'— এই শব্দগুলি খুবই কষ্ট দেয়। কারণ প্রকৃত 'পুরুষ' কোনওদিন নারীর অবমাননা করে না। যারা নারী নির্যাতন করছে তারা লিঙ্গ বিশেষে হয়তো পুরুষ কিন্তু পৌরুষ সত্তা এদের নেই। সেই সঙ্গে সংযোজন করি ১৫ ফেব্রুয়ারির সংখ্যার সম্পাদকীয়। যেখানে ধর্ষককে সম্পাদক প্রশ্ন করেছেন, কেন ওরা ধর্ষণ করে কিংবা ওদের মানবিক সত্তার উন্মোচন ঘটিয়ে জানতে চেয়েছেন গভীর উপলব্ধির কথা। অনেক কারণের কথা বলা হয়েছে, বলেছেন অনেক বিশেষজ্ঞরাও। কিন্তু আজ এত নারী নির্যাতন হওয়ার পিছনের এই কারণকে কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন? বিষয়টা শুনতে আপত্তিকর হলেও কিছু মহিলার উগ্র পোশাক-প্রসাধন এর জন্য দায়ী নয় কি! কিছুদিন আগে ২০-২২ বছরের প্যান্ট গেঞ্জি পরা এক তরুণীকে দেখলাম, গেঞ্জির বুকের বাঁ দিকে লেখা 'কিস মি'। টাইট গেঞ্জিতে এটা কতটা উত্তেজক, মহিলারা একটু ভেবে দেখুন। পোশাক নিয়ে বিতর্ক কম হয় না। আসল ঘটনা হচ্ছে যার অধীনে সমাজ সুস্থ হয় তার নাম স্বাধীনতা। ধর্ষণ কোনও পুরুষ বা নারীর সমস্যা নয়। আসলে সবাইকেই সংযত হতে হবে। বিজ্ঞাপন, পর্ন সিনেমা, এগুলোতেও সীমারেখার প্রয়োজন। আজ কী এমন ঘটল যে চড়চড় করে পুরুষের বিকৃত যৌন কামনা বেড়ে গেল? যার জের প্রতিনিয়ত ধর্ষণ? নারীসমাজ, পুরুষসমাজ শব্দগুলো আমাদের মতো তরুণদের খুবই কষ্ট দেয়। আমরা চাই মানব সমাজ।

বাপাদিত্য পাণ্ডে
আড়রা, পুরুলিয়া-৭২৩১২১

সম্পাদকের অনন্য সম্পাদনা

পরমার ১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটিতে সম্পাদকের কথাগুলি বড্ড নিজের মতো মনে হল। যে যতই যাই বলুক, আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এখনও বাড়ির ছেলেদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব চলে। আর মেয়েটি হল 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' গোছের। তবুও এই পুরুষ আজ অবুঝ! কালে কালে যেন 'প্যাম্পার্ড ব্র্যাট' হয়ে উঠেছে এরা। নয়তো একটার পর একটা ধর্ষণ দেখে আসছি আমরা? দিদি যেমন বলেছেন, 'দুধের সরটুকুনি মায়েরা তুলে রাখে ছেলেটির জন্য' তেমনই আমারও বলতে ইচ্ছে হল... মাছের মুড়ো, পায়েসের বাটি কিন্তু পুত্র সন্তানের জন্যই তোলা থাকে যুগের পর যুগ ধরে। গ্রামেগঞ্জে এখনও কন্যাসন্তানটিকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় আর পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দান করা হয়। তবুও সেই পুরুষ আজ ধর্ষকের ভূমিকায়। কত বিশ্বাসে, কত উপচারে, কত নিষ্ঠায় মেয়েরা এখনও ব্রত পালন করে পুত্রের মঙ্গলকামনায়, কিন্তু সেই পুত্র আজও ধর্ষক হয়! বঙ্গনারী ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায় বসে বুক বাঁধে প্রতিনিয়ত... স্বামী-সন্তানের মঙ্গলকামনায় তুলসীতলায় নিয়মিত দীপ জ্বেলে দেয়। জয় মঙ্গলচণ্ডীর 'গজ' গিলে ফেলে সংসারের 'ভাল'র আশায়! তবুও স্বামী-সন্তান ধর্ষক হয়ে কারাগারে বাস করে। ভগিনীরা বছরের পর ভাইয়ের জন্য চুয়া-চন্দনের তিলক এঁকে ভাইকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনে ভাইদুজের দিন কিম্বা ভাইফোঁটায়, তবুও আজ ভাই হয়তো হয়ে উঠেছে গণধর্ষণের এক আসামী।

এ-বছর বইমেলাতে সশীরের হাজির হতে পারিনি কিন্তু পরমার পাতায় গুগলডোমের এক ভুবন আকাশের নীচে কত গুণিজনের সমাবেশ হয়েছিল, সেই আলোচনা চক্রের পুরোটার আস্বাদ পেলাম। এবারে আসি কয়েকটি মনখারাপের কথায়। পরমা বেশ কয়েকটি সংখ্যায় পরিণত যেমন হয়েছে, তেমনি বেড়েছে তার রূপ। কিন্তু ছবি কমিয়ে একটু কনটেন্ট বাড়লে বুঝি আরও ভাল হবে।

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
খড়গপুর

জন্মদিনে শুভেচ্ছা

বিলেটেড হ্যাপি বার্থডে 'পরমা', তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি। এক বছরে তুমি কিছুটা শৈশব পেরিয়ে এগিয়ে চলেছ পূর্ণতার পথে। পরমা, এক বছরে তুমি উপহার দিয়েছ অনেক, জানিয়েছ পরমা হয়ে ওঠার কথা, বাড়িয়ে দিয়েছ তোমার সহযোগিতার হাত। নারীর বিভিন্ন জানা অজানা তথ্যকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করায় উপকৃত হয়েছে আমার মতো অনেকে। তা ছাড়া 'পরমা'র 'মা' পর্বেই তুমি জানিয়েছ সত্যিই মায়েদের অন্তরের অন্তর্নিহিত কথা। এরপর এসেছে পরমার পুজো সংখ্যা যেখানে তুমি দিয়েছ প্রচণ্ড জনস্রোতের মধ্যেও ঠাকুর দেখার একটা দারুণ সুযোগ। এসেছে প্রখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক অজানা কথা যা আমরা পাঠকরা জেনেছি ওঁর মৃত্যুর পরে 'পরমা'র হাত ধরে। এভাবেই এসেছে এক বছরের জন্মদিনের সময়টি। যেখানে 'পরমা' এসেছে সম্পূর্ণ 'নারী' রূপে। প্রকাশিত হয়েছে নারীদের বিভিন্ন দিকের লড়াই, অত্যাচার, প্রতিবাদ, প্রতিশোধ এবং সর্বোপরি 'আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার'-এর কথা। এই সাহস আজকের প্রথমাদের জুগিয়েছে এই 'পরমা'ই। তাই আজ তার এই উত্তরণের পথে আমি সমস্ত পাঠকদের হয়ে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভকামনা। 'পরমা' যেন এভাবেই আমাদের পাশে থেকে সহযোগিতা করে চিরদিন।

তুহিনা
খড়দহ, কলকাতা-১১৮

ভুল সংশোধন

১৫ মার্চ সংখ্যায় ৪৬ পৃষ্ঠায় এন পি জুয়েলার্সের গয়নার সেটটির দাম হবে ১,৩২,০০০ টাকা। ওই একই সংখ্যায় ফ্যাশনে হেয়ারস্টাইলিং করেছেন হেনা। পুরুষ মডেলের নাম দেবজিৎ। ভুলবশত ছাপা হয়েছে শুভজিৎ। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে দুঃখিত।

কেমন লাগছে পরমা? জানান আপনার পছন্দ-অপছন্দ, খোলাখুলি। চিঠি পাঠান এই ঠিকানায়:
'পরমা', নলেজ হাব, ডি এন ২৩, কলেজ মোড়, সেক্টর ফাইভ, কলকাতা-৯১
অথবা মেল করুন আমাদের paroma@paroma.in এ


D'Elite™
DIAMOND COLLECTION
ADD A SPARKLE
TO YOUR LIFE
P. C. CHANDRA®
JEWELLERS
A jewel of jewels



পাথর, সুতো ও দস্তার গয়নাটি পাবেন সিনামোন অ্যান্ড স্পাইসেস
-এ। নীচের সোনার মতো দেখতে নেকলেসটি ননীর।



কস্টিউম জুয়েলারি





ক্রাশড কটন স্কার্টটার সঙ্গে কোন গয়না যাবে ভাবছেন? কাঠ ও রেশমের চুড়ি। সাদা ফর্মাল শার্টের সঙ্গে চাই লেয়ারড নেকপিস। সন্ধের চান্দেরির সঙ্গে মানাবে কুন্দন-ঝাড়বাতি দুল। আজকের মেয়েদের হরেক সাজের জন্য চাই চটকদার গয়নার সাহচর্য। তারই হদিশ দিলেন সাবর্ণী দাস

সে এক সময় ছিল যখন সোনার নোলক দুলিয়ে, সোনার বাউটি ঝমঝমিয়ে বাংলার বধূ জল আনতে যেত। গলায় মোটা বিছে, কানে ভারী পাশা না পরলে গিন্নিমার দাপটটাই জাহির হত না। কিন্তু হা হতোস্মি! সে 'সোনার' যুগ গত। মেয়েরা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে দেউড়ি পেরিয়ে আজ অফিস কাছারির অঙ্গনে। সারাদিন তারা ভিন্নরূপে ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ। কখনও রান্নাঘরে তো কখনও কনফারেন্স রুমে। দুপুরে ছেলের এগজ়্যামের জন্য পড়ানো তো সন্ধেবেলা পার্টি। কাজের এই বিভিন্ন সময়ে চাই সাজেরও পরিবর্তন। ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। বন্ধুদের আড্ডায় চাই নেহাতই ক্যাজুয়াল পোশাক— যেমন পাতিয়ালা আর শর্ট কুর্তি। আনুষঙ্গিকী হিসেবে রেশম সুতোর চুড়ি চাই-ই চাই। আর শপিং-এর জন্য জিনস টি-শার্টই কমফর্টেবল। বেশি গয়না পরলে ভাল দেখাবে না। গলায় একটা লেয়ার্ড নেকপিস আর সেই সঙ্গে একটা ঘড়ি, ব্যস। কিন্তু সন্ধের পার্টিতে জরির কোটা শাড়ির সঙ্গে সোনার গয়নাই মানানসই হবে। কিংবা বন্ধুর বিয়েতে যে-নতুন কাঞ্জিভরমটা কেনা হয়েছে তার সঙ্গেও সোনা ছাড়া অন্য কিছু মানাবেই না। কিন্তু এই কলিকালে সোনা পরাটা একেবারেই নিরাপদ নয়— তাহলে কী করণীয়? দুশ্চিন্তার তেমন কোনও কারণ নেই। বাজারে ছড়িয়ে আছে নানারকমের

মডেল টুয়া
ছবি আশিস সাহা
ফোন ৯৮৩০০৬৭০৫৬
মেকআপ অনিরুদ্ধ চাকলাদার
ফোন ৯৮৩০০৩৯৬৯৯
শাড়ি উইভার্স স্টুডিও
ফোন ২৪৪০৮৯২৬
ব্লাউজ় অনুশ্রী ও সোনালি
ফোন ৯৯০৩৯৫৫৩০০
গয়না ডেন্টি ড্রপস
ফোন ৯৪৩৩১৬২৩৯৮



গয়না— না, সোনার নয়, তবে সোনার মতোই তাদের আভিজাত্য। পাতলা সোনার চাদরে (বা সোনালি রঙের) মোড়া এই গয়নাগুলো দেখলে সত্যিই ভিরমি লাগার জোগাড় হয়। পাশাপাশি রাখলে কোনটা আসল, কোনটা নকল তা নিয়ে রীতিমতো ক্যুইজ হতে পারে। আর শুধুই সোনার গয়নার বিকল্প নয়, আছে জড়োয়া, কুন্দন, মুক্তো সেটিং ইত্যাদির গয়নাও। যা পরলে জহুরির চোখেও ধন্দ লেগে যেতে পারে। মূল কথাটাই তো বলা হল না— দাম! শুনলে অতি বড় বাজারবিদুষীও চমকে উঠবেন। জলের দরে পেয়ে যাবেন পছন্দসই রকমারি ডিজ়াইনের গয়না। কেবল বেছে নেওয়ার অপেক্ষা।

কিন্তু এ তো গেল কেবল কালেভদ্রে সাজার গপ্পো। রোজ তো আর বেনারসি, পাটোলা পরা হচ্ছে না। চুড়িদার কামিজ, স্কার্ট টপ পরেই দিন গুজরান করা, ফলে চাই দস্তার কানের দুল, রেশমি সুতোয় মোড়া চুড়ি, রং করা টিনের ঝোলা দুল, রঙিন পাথরের সেট, সুতোয় জড়ানো মোটা হার, ক্যামেল বোনের রিস্টলেট... লিস্ট শেষ হবে না। গয়নারও শেষ নেই। রোজই বেরচ্ছে নতুন ডিজ়াইন, নতুন আঙ্গিক। শুধু পছন্দমাফিক জোগাড় করে নিলেই কেল্লা ফতে!

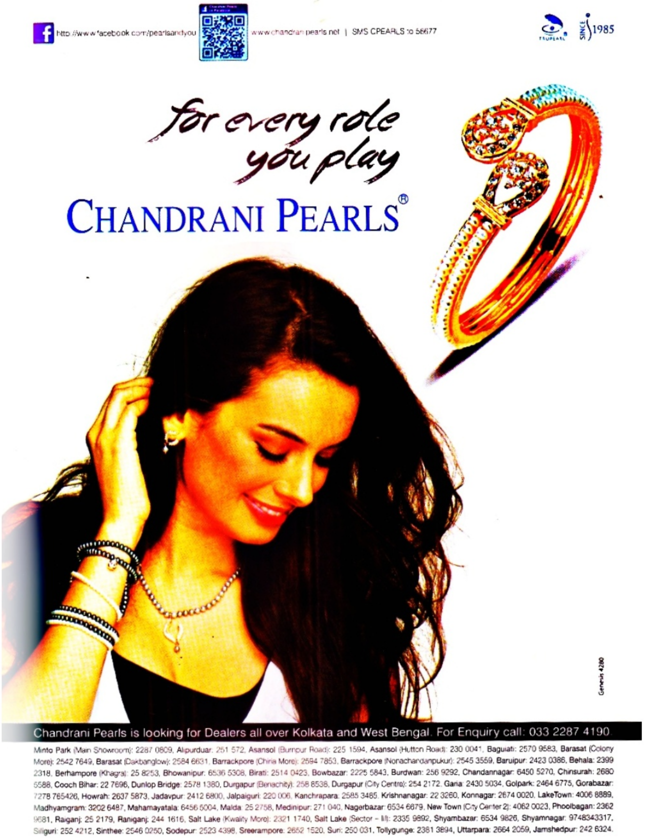






রবাড়ি যাযাবর গোষ্ঠীর গয়না। তামা, দস্তা আর পিতলের মিশ্রণে তৈরি হাতের এই কাফটি। মাছের মোটিফ দেওয়া হারটি অবশ্য এখানেই তৈরি। পাবেন সিনামোন অ্যান্ড স্পাইসেস-এ। উপরের নেকলেসটি ননীর।

নানা রঙের সুতোয় গাঁথা আকর্ষক লকেটগুলো পাবেন ডেন্টি ড্রপস-এ।


http://www.facebook.com/pearlsandyou
www.chandranipearls.net | SMS CPEARLS to 56677
SINCE 1985
for every role you play
CHANDRANI PEARLS®
Genesis 4280
Chandrani Pearls is looking for Dealers all over Kolkata and West Bengal. For Enquiry call: 033 2287 4190
Minto Park (Main Showroom): 2287 0809, Alipurduar: 251 572, Asansol (Burnpur Road): 225 1594, Asansol (Hutton Road): 230 0041, Baguiati: 2570 9583, Barasat (Colony More): 2542 7649, Barasat (Dakbanglow): 2584 6631, Barrackpore (Chiria More): 2594 7853, Barrackpore (Nonachandanpukur): 2545 3559, Baruipur: 2423 0386, Behala: 2399 2318, Berhampore (Khagra): 25 8253, Bhowanipur: 6536 5308, Birati: 2514 0423, Bowbazar: 2225 5843, Burdwan: 256 9292, Chandannagar: 6450 5270, Chinsurah: 2680 5588, Cooch Bihar: 22 7696, Dunlop Bridge: 2578 1380, Durgapur (Benachity): 258 8538, Durgapur (City Centre): 254 2172, Garia: 2430 5034, Golpark: 2464 6775, Gorabazar: 7278 765426, Howrah: 2637 5873, Jadavpur: 2412 6800, Jalpaiguri: 220 006, Kanchrapara: 2585 3485, Krishnanagar: 22 3260, Konnagar: 2674 0020, LakeTown: 4006 8889, Madhyamgram: 3202 6487, Mahamayatala: 6456 5004, Malda: 25 2758, Medinipur: 271 040, Nagerbazar: 6534 6679, New Town (City Center 2): 4062 0023, Phoolbagan: 2362 9681, Raiganj: 25 2179, Raniganj: 244 1616, Salt Lake (Kwality More): 2321 1740, Salt Lake (Sector - III): 2335 9892, Shyambazar: 6534 9826, Shyamnagar: 9748343317, Siliguri: 252 4212, Sinthee: 2546 0250, Sodepur: 2523 4398, Sreerampore: 2652 1520, Suri: 250 031, Tollygunge: 2381 3894, Uttarpara: 2664 2059, Jamshedpur: 242 6324.



বিয়ের সন্ধে বা মেহেন্দি, কুন্দন গয়না অনেকেরই পয়লা পসন্দ। সাধ্যের মধ্যে ইমিটেশন কুন্দন গয়না ও পাশের নেকপিসটিও পেয়ে যাবেন ননীর যে-কোনও শো-রুমে।
মডেল অঙ্কিতা

মলে পাবেন মেলা গয়না

ফ্যাশনের লেটেস্ট অ্যাড্রেস শহরের মলগুলোর আনাচ-কানাচ। জুতো, পোশাক, মেকআপ-এর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আছে গয়নাও। রঙে, আকারে, ডিজ়াইনে চোখ ধাঁধানো এই গয়নাগুলো আপনার স্টাইল স্টেটমেন্টে নিঃসন্দেহে যোগ করবে বাড়তি কোশেন্ট। ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচ করে বেশ কয়েকটি কিনে ফেলতে পারলেই স্টাইলিংয়ে বাজিমাত।

সিটি সেন্টার ২

ঠিকানা রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা-১৫৭

ঢোকার মুখেই সাজানো গয়নার পসরা। চতুর্দিকে ঝুলছে নানা রঙের, নানা আকারের গয়না। এর মধ্যে হাড়, বিডস, অক্সিডাইজ়ড, কাঠ, হোয়াইট মেটাল, সুতো সব মিলেমিশে একাকার। কোলাপুরি হার ও কানের সেট ২০০-৪০০ টাকা। মেটালের হাঁসুলি ২০০-৪০০ টাকা। বিডসের হাঁসুলি ১৭৫-২০০ টাকা। আছে পিতলের গয়নাও। রিস্টলেট পড়বে ২০-১২০ টাকার মধ্যে। পায়ের তোড়া ৪০-৪৫০ টাকা। রাজস্থানী ভারী কাজের তোড়ার দাম একটু বেশি। স্টিলের আংটি আছে দু'টি রেঞ্জে। ৫০ ও ৬০ টাকা। পরতে পারেন ছেলেরাও। বিডসের হার ও কানের দুলের সেটের দাম ১৫০ টাকা থেকে শুরু। শেপ ও রঙের উপর নির্ভর করে দাম বাড়ে-কমে। কাঠ, হাড় বা অক্সিডাইজ়ড-এর বড় লকেটের হারের দাম শুরু মোটামুটি ২০০ টাকা থেকে। আবার শুধু কানের দুল পেতে পারেন ৫০ টাকাতেই। জমকালো হোক বা হালকা, মেটালের গয়নার চাহিদাই বেশি বলে জানা গেল।

ফ্যাব ইন্ডিয়া

ঠিকানা ১৬ হিন্দুস্তান রোড, কলকাতা-২৯
ফোন ২৪৬৫৬৯৫৫
সাউথ সিটি মল
প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৬৮
সিটি সেন্টার ১ ও ২ তেও শাখা আছে।





এখানে তিনটি রেঞ্জের গয়নার কালেকশন আছে। আমনা, অনসূয়া ও অনন্যা। আমনা রেঞ্জটি কমবয়সীদের জন্য এবং বেশ পকেটসই। কাঠ, সেরামিক, মেটাল দিয়ে তৈরি ফ্যাশনেবল দেখতে আমনা রেঞ্জের গয়নাগুলো। কানের দুল, গলার হার, ব্যাঙ্গেলস সবই আছে। ছোট্ট কানের দুলের দাম শুরু ৬০ টাকা থেকে। সেটের দাম ৪৩০ টাকা। অনসূয়া রেঞ্জে সেমিপ্রেশাস, সিলভার মেটিরিয়ালের গয়না আছে। দাম শুরু ৭০০ টাকা থেকে। অনন্যা রেঞ্জটি মিক্সড মেটিরিয়ালের। মানে সুতো ও কাঠ বা সিলভারের সঙ্গে সেমিপ্রেশাস স্টোনের কম্বিনেশন। এই রেঞ্জের দাম একটু বেশি, প্রায় ৭০০ টাকা থেকে শুরু। চাহিদা বেশি কাঠ এবং সেরামিকের গয়নার।

প্যান্টালুনস

ঠিকানা **কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৫৪**
ফোন **২৩৬৪৯৩৩১**
৪৯/১ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-১৯
ফোন **২৪৬১৮৩০৭**
২২ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-১৬
ফোন **২৪৭৬৫৩০৭**

এখানে আরথান, সারা, ট্রাইবাল জোন, গার্লস অ্যান্ড কার্লজ় নামে রেঞ্জে মেটাল, বিডস, কাঠের গয়না আছে। ছোট কানের দুলের দাম শুরু ১৫০ টাকা থেকে। বিডসের হার ৪০০ টাকা থেকে শুরু। হোয়াইট মেটালের পেনডেন্ট বা কানের দুলের দাম বেশ কম। কাঠের গয়নার দাম শুরু ৩০০ টাকা থেকে। এছাড়া স্টোন সেটিং কানের দুল বা হারও আছে। স্টোন সেটিং বড় ঝোলা কানের দুলের দাম শুরু ৬০০ টাকা থেকে। মেটালের একগাছা চুড়ি পড়তে পারে ৮০ টাকার মতো। মেটালের রিস্টলেট, ব্যাঙ্গেলস বা বালার দাম শুরু ৫০ টাকা থেকে। আছে বিভিন্ন ডিজ়াইন ও শেপের গয়না। সিঙ্গল স্টোন সেটিং আংটির পাশাপাশি আছে বড় সাইজ়ের আংটিও। দাম শুরু ২০০ টাকা থেকে। বেশি চলে মেটালের গয়নাই।

স্পেনসার্স

ঠিকানা **১৪৫ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯**
ফোন **৪৪০২৫২১৪**
এছাড়া সিটি সেন্টার ১ ও ২, সাউথ সিটি মল, অ্যাক্সিস মলে শাখা আছে।

কাঁচ থেকে কাঠ, মেটাল থেকে স্টোন, যে-কোনও ধরনের কস্টিউম জুয়েলারি পাবেন স্পেনসার্সে। আছে লেটেস্ট ডিজ়াইনের জাঙ্ক জুয়েলারি। সোনার বদলে যদি চান সিটি গোল্ড, সেটাও পেয়ে যাবেন। দাম শুরু ৩৯৯ টাকা থেকে। জাঙ্কের ছোট দুলের দাম শুরু ১৯ টাকা থেকে। এছাড়াও পাবেন বিভিন্ন মূল্যের হার বা ব্যাঙ্গেল বা পুরো সেট। এছাড়াও বিভিন্ন মূল্যে পাবেন কাঠের বালা, স্টোন বসানো গয়না।



হাড়ের তৈরি এই গয়না সিনামোন অ্যান্ড স্পাইসেস-এ। মুক্তো দেওয়া দুলটি পাবেন ডেন্টি ড্রপস-এ।



শিলাজিৎ
গায়ক

আমার গয়না পরা শুরু অনেকদিন আগে। '৮৪-'৮৫ সালে তুলসীর মালা পরতাম। তারপর নিজের মতো করে একদম অন্যরকম গয়না পরতে শুরু করলাম। তারের হার, একটার পর একটা সেফটিপিন জুড়ে তৈরি হার যেমন ছিল সেরকমই ছিল চাঁদির গয়নাও। আমার বন্ধুরা আমাকে গয়না দিত। শান্তিনিকেতন থেকেও গয়না নিয়ে আসতাম। মিহির বলে একটি ছেলে ডোকরার গয়না বানাত। ওকে দিয়ে নিজের মতো করে কিছু গয়না করিয়েছিলাম। কানের দুল, বালা, আংটি, হাতের কড়া সবই পরেছি। কোন গয়না পরব সেটা বাছার জন্য পোশাকের থেকেও আমার কাছে বেশি ইমপর্ট্যান্ট হল মুড। সবার মাঝে আলাদা করে চোখে পড়ার জন্যই গয়না পরা। সাঁওতালরা যেরকম একপায়ে হাঁসুলি পরে, সেরকমও পরেছি। ওটা আমার খুব পছন্দের একটা গয়না।



হাতিবাগানের কাঠের চুড়ির কালেকশন অন্য সব বাজারকে হার মানায়। দাম ১৫ টাকা থেকে শুরু।

হাটে বাজারে ফুটপাতে রাস্তায়

শহরের প্রায় সর্বত্র জাঙ্ক জুয়েলারির বিপুল সম্ভার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে রাস্তায়, ফুটপাতের দোকানে। অপেক্ষা কেবল বেছে নেওয়ার।

গড়িয়াহাট

গড়িয়াহাটার মোড়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বড় দোকান যদিও বা দিনদুপুরে ফাঁকা পেতে পারেন, ফুটপাতে গিজগিজে ভিড়। ব্যাগ, শো পিস, মেহেন্দিওয়ালাদের সামনের জটলাকে যে-কোনও সময় টেক্কা দেবে গয়নার পসারিরা। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে শপারু গিন্নি, সকলেই গয়না-শিকারি। বছরের যে-কোনও সময়, একেবারে কম থেকে হাই-বাজেট জাঙ্ক জুয়েলারির বিরাট কালেকশন প্রত্যেকের কাছেই। সিটি গোল্ড বা পাথর বসানো ঝলমলে গয়নাকে এখন অনায়াসে টেক্কা দিচ্ছে সিলভার ফিনিশিং-এর গয়না। জার্মান সিলভারের গয়নার পাশে ফেলে দেখলে, যে-কেউ গুলিয়ে ফেলবেন নিঃসন্দেহে। ছিমছাম সিলভার চেন থেকে ভারী গয়না, দাম শুরু ১৫০ টাকা থেকেই।



চূড় চান কিংবা বাউটি, পছন্দসই হাতের গয়না পেয়ে যাবেন ননীতে।

কানের দুল ও গলার হারের সেট ২০০ টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন গড়িয়াহাটের জাঙ্ক জুয়েলারি বিক্রেতাদের কাছে। আছে নানা ধরনের ব্যাঙ্গেল। কাঠের রঙ-বেরঙের চুড়িতে হাত ভরাতে খরচ নিতান্তই কম। প্রতি পিস ১৫ থেকে ২০ টাকা। গড়িয়াহাটে এখন বিশেষ আকর্ষণ মেটাল ফ্রেমিং করা, সুতোর কাজের দুল। পাবেন নানা রঙে, নানা ডিজ়াইনে। দাম ৬৫ টাকা থেকে। নানারকমের দুল কিনতে পারেন ৩৫ টাকা থেকে। তবে সকলেই জানেন, ফুটপাথে তাঁরাই সেরা শপার, যাঁরা দরাদরিটা কষিয়ে করতে পারেন। তাই বেস্ট প্রাইসে, বেস্ট জাঙ্ক জুয়েলারিটি বেছে নেওয়ার জন্য বেস্ট অফ লাক!

হাতিবাগান

হাতিবাগান সিটিমার্টের আশপাশে একটু চোখ রাখলেই সারি সারি গয়নায় আপনার চোখ ধাঁধাতে বাধ্য। গড়িয়াহাট আর হাতিবাগান, জাঙ্ক জুয়েলারি মার্কেটে ক্লোজ় কম্পিটিটর। তাই কালেকশন আর দাম মোটামুটি পাল্লা দিয়েই। তবে হাতিবাগান বাজারে নজর কাড়বে কিছু ফাঙ্কি জুয়েলারি। কালো প্লাস্টিক বিডসে গাঁথা ছিলছিলে মালা। সঙ্গে কখনও প্রজাপতির পাখা, কখনও তালা-চাবি, কখনও বা রঙিন গগলস্। প্লাস্টিকের এই লকেটগুলো খুব আকর্ষণীয়। টিন-এজারদের মধ্যে একেবারে হটকেক। দাম মাত্র ২০ টাকা। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাতিবাগান মার্কেটে আছে নানা ধরনের নকশা করা চওড়া কাঠের বালা। রঙ ও ডিজ়াইনের বৈচিত্রে অনন্য। দাম ২০ থেকে ৩০ টাকা। এছাড়া স্টোন সেটিং করা নানা ধরনের দুল ৫০ টাকা দাম থেকে পেয়ে যাবেন।



জুন মালিয়া
অভিনেত্রী

কোথাও বেড়াতে গেলে সেখান থেকে গয়না কিনে আনি। কলকাতায় আমি খুব কম শপিং করি, গয়নাও কম কিনি। ননীর রুপোর গয়না বেশ কিছু কিনেছি, পরতে ভাল লাগে। আর দার্জিলিঙের গয়না আমার খুব পছন্দ। ওখানকার গয়নাগুলো এক্সক্লুসিভ। গয়না পরার সময় মাথায় রাখি কীসের সঙ্গে পরছি। শাড়ির সঙ্গে একরকম, স্কার্ট বা কেপরির সঙ্গে আরেকরকম। আবার ভারী কাজকরা শাড়ি পরলে তার সঙ্গে গলায় কিছু না পরে হয়তো শুধু কানের দুল পরলাম। কোনটা পরলে দেখতে ভাল লাগছে, তা দিয়েও বিচার করি। সিলভারের উপরে গোল্ডওয়াশের গয়না আমার সবথেকে পছন্দের। দার্জিলিং থেকে একবার খুব সুন্দর কোরাল আর গোল্ডওয়াশের একটা অ্যান্টিক সেট কালেক্ট করেছিলাম, ওটা আমার ফেভারিট।



SREMON JEWELLERS
বৈচিত্র্যের অঙ্গনে, ঐতিহ্যের বন্ধনে
208, B. B. Ganguly Street (Near Goenka College), Bowbazar, Kolkata - 700012. Phone: 033 6444 4232/ 2219 1233/ 1237



ধর্মতলা

এসপ্ল্যানেড জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জাঙ্ক জুয়েলারির পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা। তবে জাঙ্কের স্বর্গরাজ্য হগ মার্কেটের সামনের ফুটপাত। জুতো আর জুয়েলারির দোকান পাল্লা করে করে আছে এখানে। সিমপার্ক মলের উলটো দিকের রাস্তাতেও পাবেন মনপসন্দ জুয়েলারি। পাথর বসানো জুয়েলারির কালেকশনই বেশি। ১০০ টাকার মধ্যেই নানা রঙের পাথর বসানো দুল পাবেন। ১৫০ টাকায় পাবেন, এডি বসানো সিলভার ইয়ার-রিং। তামার মতো দেখতে কয়েনের গয়না, কোমরের বিছে পাবেন ৩০০ টাকার মধ্যে।

নন্দন চত্বর

মেলা হলে তো কথাই নেই! যে-কোনও সময়ই একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর সামনে পয়সা সাজিয়ে বসেন দু-এক জন। নন্দন চত্বরের বিখ্যাত টেরাকোটার গয়না তো আছেই, পাবেন সিলভার গয়নার নানারকম। মালা শুরু ৮০ টাকা থেকে। মেটাল বালা পাবেন ৫০ টাকা দাম থেকে। ডোকরার গয়নার হরেক রকমও পাবেন এদের ডালায়। দাম ৫০ টাকা থেকে।



ঈলিনা বণিক
চিত্রকর

আমার সাজগোজ, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সোনার গয়না ঠিক মানায় না বলেই আমার মনে হয়। সেখান থেকেই হয়তো জাঙ্ক জুয়েলারির প্রতি আকর্ষণ। যখন যেখানে এই ধরনের গয়না চোখে লাগে, কিনে ফেলি। গড়িয়াহাটের ফুট, স্বভূমি, নিউমার্কেট, দক্ষিণাপণের সাইলেন্স, আইসিসিআর-এর কমলা, ফ্যাব ইন্ডিয়া, মুম্বইয়ের কোলাবা মার্কেট, লোকাল ট্রেন, দিল্লি, এমনকী লন্ডনে টেমসের ধারে ইন্ডিয়ান জাঙ্ক জুয়েলারি নিয়ে বসা লোকটির কাছ থেকেও গয়না কিনি। নতুন কিছু চোখে পড়লে কিনে ফেলি। কপারের উপরে স্টিল ফিনিশের গ্যালভানাইজ়ড গয়নার একটা সেট আছে, যেটা আমার সবথেকে পছন্দের। বিদেশি ডিজ়াইনের জাঙ্ক জুয়েলারি বেশ ভাল লাগে। একবার ভ্যাটিকান সিটির ফুটপাতে নীল ল্যাপিজ় ল্যাজুলির একটি মালা খুব পছন্দ হয়েছিল। ভাবলাম, আগে লাইব্রেরি ঘুরে আসি, তারপর কিনব। কিন্তু ফিরে এসে আর পেলাম না। মন খারাপ হয়েছিল।

সোনার গয়নার বিকল্প

সোনায় হাত দিলেই লাগে ছ্যাঁকা! তা হলে কি সোনা নিষিদ্ধ? কক্ষনও না। সোনা রঙে, ডিজ়াইনের বিপুল সম্ভার পাবেন জলের দরে।

শিক জুয়েলারি

ঠিকানা **১৬০বি সি আর অ্যাভিনিউ, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-০৭**
ফোন ৩২৯৯৩৭৪৫
নিউ মার্কেট, কলকাতা-৮৭
ফোন ২২৫২১৪৫৪
মানি স্কোয়্যার মল, মানিকতলা রোড, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৫৪

কস্টিউম, সেমিপ্রেশাস, কুন্দন সবরকমের ফ্যাশন জুয়েলারির সম্ভার আছে। নানা রঙের সেমিপ্রেশাস স্টোনের হার ও কানের সেট আছে ১৩৫০-৬০০০ টাকা পর্যন্ত। মার্বেল স্টোনের হারের দাম ৭০০ টাকা। অ্যালয়ের কানের দুল পড়বে ৫৬০ টাকা, হার ৮৫০ টাকা এবং আর্মলেট পড়বে ৭৫০ টাকা। এছাড়া আছে খুব সুন্দর দেখতে স্টার্লিং সিলভারের গয়না। যেগুলো পরা যেতে পারে ওয়েস্টার্ন থেকে ইন্ডিয়ান সব ধরনের ড্রেসের সঙ্গেই। স্টার্লিং সিলভারের কানের দুলের দাম শুরু ৮১০ টাকা থেকে। হারের দাম পড়বে ১৩০০ টাকা মতো। আছে কলকি বা কুন্দন সেটও। কলকির স্টোন সেটিং হারের দাম পড়বে ৮৫০ টাকা। এছাড়া আছে কিউবিক জ়ারকন। একটু দামি হলেও টেকসই বেশি এবং রিসেল ভ্যালুও আছে। সিলভার বেসের গয়নার চাহিদাই বেশি।

ওরনি

ঠিকানা **মানি স্কোয়্যার মল, মানিকতলা রোড, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৫৪**
ফোন ২২৪৩২৫২৮

ভিক্টোরিয়ান বা কুন্দন, অ্যালয় মেটিরিয়ালের গয়না এখানে পাবেন। অ্যালয়ের সেট, পেনডেন্ট শুরু ১০০০ টাকা থেকে। কানের দুল ৫০০ টাকা থেকে শুরু। এছাড়া স্টোন সেটিং রাজস্থানী কাজের পোলকি বা কুন্দন সেট আছে। দাম শুরু ১৫০০ টাকা থেকে। এরকমই বড় ঝোলা কানের দুলের দাম শুরু ১০০০ টাকা থেকে।

সাক্ষী

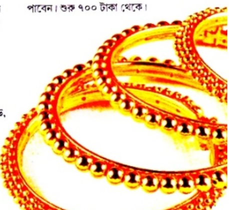
ঠিকানা **মেট্রো শপিং সেন্টার, হো চি মিন সরণি, কলকাতা-৭১**
ফোন ৪০০৩৫৪৩১

এছাড়া সিটি সেন্টার ১ ও ২, মানি স্কোয়্যার মল, সাউথ সিটি মলেও শাখা আছে।
সিলভার মানে রুপোর গয়না পছন্দ হলে এদের সম্ভার আপনাকে টানবেই। এখানে রুপো, রুপো ও তামা, শুধু তামা, স্টার্লিং সিলভারের উপর মিনে করা নানা রঙের ও ডিজ়াইনের গয়না পাবেন। রুপোর গয়না শুরু হচ্ছে ১৫০০ টাকা থেকে। রুপো ও তামার মিশ্রণে তৈরি গয়নার দাম শুরু হচ্ছে ১৫০০ থেকে। তামার কানের দুল শুরু হচ্ছে ৫০০ টাকা থেকে। স্টার্লিং সিলভারের কানের দুলের দাম শুরু হচ্ছে ১২০০ টাকা থেকে, লকেটের দামও ওইরকমই থাকছে।

ননী

ঠিকানা ২৩/৩৭, **গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২৯**
ফোন ২৪৬০৫৩৬৪

এছাড়া বাঘাযতীন, বেলেঘাটা, ভবানীপুর, সল্টলেক, বেহালা, বিডন স্ট্রিট, নাগেরবাজার, বাটানগর, মধ্যমগ্রাম ও অন্যত্রও শাখা আছে।
এখানে কস্টিউম, সিলভার, পার্ল এবং ফ্যাশনেবল জুয়েলারি আছে। গোল্ড প্লেটেড জুয়েলারিতে পাবেন সুন্দর ডিজ়াইন। গোল্ড প্লেটেড সীতাহারের দাম শুরু ১৬০০ টাকা থেকে। চোকার শুরু ১৬০০ থেকে। কুন্দনের সেট শুরু ৬৫০ থেকে। হাতের চুড় শুরু ৭০০ থেকে। এছাড়াও সেমিপ্রেশাস স্টোনের গয়নাও পাবেন। শুরু ৭০০ টাকা থেকে।





মা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ দেওয়া পয়সা লাল সুতোয় গেঁথে তৈরি করা হয়েছে এই চোকার। পাবেন ডেন্টি ড্রপস্-এ

শপার্স স্টপ

ঠিকানা ১০/৩ এলগিন রোড, ফোরাম শপিং মল, কলকাতা-২০
ফোন ২২৮৩০৪৩৪
এছাড়া সিটি সেন্টার ১-এ শাখা আছে।

জ়াভেরি, ইনফিনিটি লাইফস্টাইল, মাহি, কৌশিশ, প্রিটি ওম্যান, লুসেরা ইত্যাদি নামের আলাদা আলাদা কালেকশন আছে। কোনওটি কুন্দন তো কোনওটি গোল্ড প্লেটেড জুয়েলারি। এগুলো সবই সিলভার বেসের উপরে গোল্ড প্লেটেড। কানের দুলের দাম শুরু হচ্ছে ৩৯৯ থেকে এবং সেট ৫০০০ টাকা থেকে। পেনডেন্ট সেট শুরু ১৪৯৯ থেকে। কস্টিউম জুয়েলারি থেকে অ্যালার্জি, র‍্যাশের ভয় থাকলে ইনফিনিটির পিউটার মেটালের কালেকশন ট্রাই করতে পারেন। এটি এমন একটি সঙ্করধাতু যাতে টিন, বিসমাথ, অ্যান্টিমনি, তামা, রুপো এমনকী জ়িঙ্ক নানা অনুপাতে মিশিয়ে হাই ফিনিশ আনা হয়। অনেকদিন পর্যন্ত রং নষ্ট হয় না। ইনফিনিটি কালেকশনে এই মেটালের উপরে ক্রিস্টাল বা আমেরিকান ডায়মন্ড বসিয়ে সুন্দর ফ্যাশনেবল গয়না তৈরি করা হয়। ছোট কানের দুলের দাম শুরু ১০০০ থেকে। আর পেনডেন্ট সেটের দাম শুরু ৩০০০ থেকে। জ়াভেরি কালেকশনে আছে কুন্দন ও ব্রাইডাল সেট। কুন্দনের কানের দুলের দাম শুরু ১৫০০ থেকে। সেট ৩০০০-১৫০০০ পর্যন্ত আছে।

গয়না বুটিক গয়না

ভালবাসেন অফবিট কিছু। আপনার ঠিকানা হতে পারে গয়না বুটিক। ইচ্ছে মতো গয়না তৈরি করে দেবেন এক্সপার্টরা। তাছাড়া বুটিকগুলোর এক্সক্লুসিভ ডিজ়াইন তো আছেই।

আর্কাইভ

ঠিকানা ৩৯, রাজা বসন্তরায় রোড, কলকাতা-২৯
ফোন ২৪৬৫০০৬৬



এখানে বিডসের এক্সক্লুসিভ গয়না পাওয়া যায়। এগুলো সবই হ্যান্ডমেড বিডসের গয়না, সঙ্গে কোনও সময় মেটালও থাকে। বিডসের কানের দুলের দাম ৩৫ টাকা থেকে শুরু। হার ও কানের দুলের সেট পেয়ে যাবেন ৪৫০ টাকার মধ্যে। বিডসের রিস্টলেটের দাম ৬৫ টাকা থেকে শুরু আর অ্যাঙ্কলেট পাবেন ১০০ টাকার মধ্যে।

সোনা নয়। অথচ দেখতে একেবারে সোনা। দক্ষিণী ডিজ়াইন যাঁদের পছন্দ, তাঁরা কিনতেই পারেন এমন একজোড়া বালা। পাবেন ডেন্টি ড্রপস-এ।

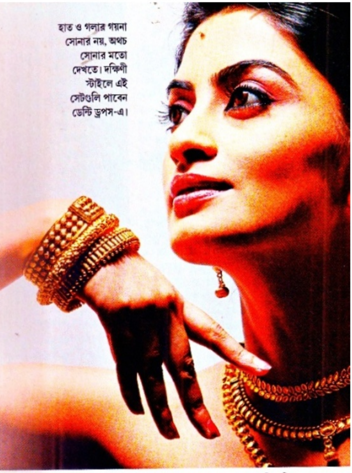


বিয়েবাড়ির সাজে সোনার গয়না অপরিহার্য। কিন্তু সবসময় সোনার গয়না পরে যাওয়াও সম্ভব হয় না। চিন্তা নেই, সোনারও বিকল্প আছে। দেখতে বিলকুল সোনা। বেনারসি শাড়ি উইভার্স স্টুডিও, গয়না ননী, ফোন ২৪৬০৫৩৬৪

ডেন্টি ড্রপস

ঠিকানা ৭৪ গল্‌ফ ক্লাব রোড, সাফ্যায়ার কোর্ট,
ফ্ল্যাট নং-৪জে, কলকাতা ৩৩
ফোন ৯৪৩৩১৬২৩৯৮

ডেন্টি ড্রপসে পাবেন নানা রকমের কস্টিউম ও জাঙ্কের গয়না। যেগুলোর মধ্যে প্রথমেই নজর কাড়বে টেম্পল জুয়েলারি (ফয়েল গোল্ডের বড় বড় মোটিফ। মূলত দেবতাদের মুখের আদলে তৈরি পেনডেন্ট)। এগুলো আপনি পাবেন ১৪০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে। এছাড়া পাবেন তামার উপর হালকা সোনার কাজের দুল ও গলার সেট। যেগুলো দাম ১০০০ থেকে ২৫০০ এর মধ্যে। চাইলে এগুলোর সঙ্গে ম্যাচ করে ব্যাঙ্গেল নিতে পারেন। দাম পড়বে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। বিভিন্ন ধরনের স্টোন বসানো গয়নার দাম শুরু ১০০০ টাকা থেকে।



হাত ও গলার গয়না সোনার নয়, অথচ সোনার মতো দেখতে। দক্ষিণী স্টাইলে এই সেটগুলি পাবেন ডেন্টি ড্রপস-এ।

স্বতন্ত্র

ঠিকানা ৪৭ যতীন দাস রোড, কলকাতা ২৯
ফোন ৯৮৩১৮৪১৮১১

স্বতন্ত্রে পাবেন বিডস, স্টোন, জার্মান সিলভারেব তৈরি লকেট আর ব্যাঙ্গেল। এছাড়া আছে ১.৫০ গ্রাম গোল্ড প্লেটেড দুল, হার ও বালা। আর পাবেন এক্সক্লুসিভ কিছু গাঁথা গয়না। শাড়ি বা কুর্তির সঙ্গে মানানসই বিডস বা স্টোন দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয় এগুলো। সব ধরনের গয়নার দাম ১৫০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে।

সিনামোন অ্যান্ড স্পাইসেস

ঠিকানা ১৪ডি/২ই নাকতলা রোড, নীলকণ্ঠ অ্যাপার্টমেন্ট,
ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা ৪৭
ফোন ৯৮৩০৩৬৫১৩০, ৯৮৩০৬৪৭০৩৯

মূল আকর্ষণ হারিয়ে যাওয়া ট্রাইবাল গয়না। রুপো আর নানারকম ধাতু মিশিয়ে তৈরি করা হয় এগুলো। পাবেন দুল, হার ও হাতের নানা জিনিস। মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে ট্রাই করতেই পারেন। এছাড়া আছে বিডস, হাড়, কাঠের গয়না। এদের ইতালিয়ান মোরানো ও সেমি-প্রেশাস মেটালের তৈরি গয়নাগুলোও বেশ নজরকাড়া। গয়নার দাম শুরু ৫০ টাকা থেকে, পাবেন ৫০০০ টাকা পর্যন্ত। খুব তাড়াতাড়িই সিনামোন অ্যান্ড স্পাইসেস আনতে চলেছে স্টোনের তৈরি নানারকম জুয়েলারি।

তথ্য নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
সোমা মিশ্র, মোনালিসা গিরি ও পিয়ালি দাস
ছবি শান্তনু সরকার, আশিস সাহা
মেকআপ সোহরাব আলি
ফোন ৯৮৩০১২৫৩৮২



হাতের গয়নায় আছে অভিনবত্ব। কখনও তা বাঁশের, কখনও-বা পুঁতির। ঠিকানা, সিনামোন অ্যান্ড স্পাইসেস।

ভাবছেন সোনা? না। গোল্ড ডাস্টেড ফার্মিং-এর গয়নার সেটটি পাবেন ননীতে।

এটাও কিন্তু সোনা নয়। সোনার মতো দেখতে গয়নাটি পাবেন ডেন্টি ড্রপস-এ।

দস্তার এই অভিনব ঝুমকোটি পাবেন সিনামোন অ্যান্ড স্পাইসেস-এ।

মুক্তোর সারি দিয়ে ঘেরা সবুজ টিয়ার-ড্রপ পাথরের নেকলেসটি ডেন্টি ড্রপস-এর



DIYA'S COLLECTION
EXCLUSIVE BOUTIQUE

ডিজ়াইনার: সুদীপা মুখার্জি
২৬/২ পি. কে. রায়চৌধুরি লেন, বি গার্ডেন, হাওড়া-৩,
ফোন: ৯৮৩০১৭৪৩৪৮

এখানে পাবেন বিভিন্ন রকম শাড়ি সিল্ক, মলমল, তাঁতের উপর হ্যান্ড প্রিন্ট, সুপার নেট ইত্যাদির উপর নিজস্ব ডিজ়াইনে এক্সক্লুসিভ বুটিকের কাজের শাড়ি। ডিজ়াইনার কুর্তি চুড়িদার সেট ও ব্যাগ পাওয়া যায়। চৈত্র সেল ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত।



Manisha's Creation

মনীষা'স ক্রিয়েশন

ডিজ়াইনার: মনীষা কর্মকার
Ganapati Enclave
Bl-B, Flat No. 2A, 39, S. N. Pal Road, Kol-57
Phone : 9143026993/9163379391

৩, ৪, ৫ এপ্রিল রথতলা নজরুল মঞ্চে প্রদর্শনী বেলা ১২টা - রাত্রি ৭টা। থাকছে আকর্ষণীয় ছাড়। এছাড়াও আছে বিভিন্ন হ্যান্ডওয়ার্ক ও ডিজ়াইনার শাড়ি কুর্তি, সালোয়ার ও অরনামেন্টস-এর অনন্য কালেকশন। একই সঙ্গে রিটেল ক্রেতা ও ব্যবসা করতে আগ্রহী বুটিক ব্যবসায়ী সকলের জন্যই সুবব্যস্থা আছে। অর্ডার নিয়েও কাজ করা হয়।

মডেল চন্দ্রিমা, ডোনা, পৌলমী



Irani Mitra
Fashion Designer
9830591838

ইরানি মিত্র

ডিজাইনার: ইরানি মিত্র
Mail:iranissnehasakti@gmail.com
website:www.iranimitra.in
4, Pankajini Chatterjee Road,
kolkata-700 033
Phone: 9830591838

কিন্নর বুটিক

১০৭, বি. কে. স্ট্রিট, উত্তরপাড়া, হুগলি
ফোন: ২৬৬৩ ৬২৫৯/
৯৮৩০৩৬৪২৫৫
ডিজাইনার: কৌশিক ব্যানার্জি

আমাদের নিজস্ব ওয়ার্কশপে নববর্ষ উপলক্ষে পাবেন সমস্ত রকমের এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের বুটিকের শাড়ি। এখানে ব্লক, ফেব্রিক, বাটিক, অ্যাপ্লিক, মিক্স এন ম্যাচ, কাঁথা, পারশি, গুজরাটি, কাশ্মীরি, আড়ি ও কটের কাজের শাড়ি, পাঞ্জাবি টপ ও সালোয়ার পিস পাওয়া যায়। এছাড়া কোষা সিল্ক, ভাগলপুরি, মটকা, পশমিনা, জুট, সুপারনেট সিল্ক কোটার অফুরন্ত সম্ভার। হোলসেলার ও ছোট বড় ব্যবসায়ীরা সত্বর যোগাযোগ করুন। (বিপুল ছাড়)। ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সব কেনাকাটার ৫%-১৫% ছাড়।





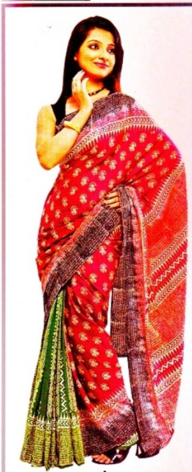
Kraazia
the designer studio

ক্রাজিয়া

২/৫/২, হিন্দুস্থান রোড (গড়িয়াহাট)
মুরলীধর গার্লস' স্কুলের পাশে।
কলকাতা-৭০০০২৯, ফোন:
৯৮৩০৬৭৬০৮৯/৯৮৩০৪৩৫৯৭১

এখানে পাবেন হ্যান্ডলুম, বাইলুম, ট্র্যাডিশন্যাল, ওপাড়া, তসর, সিল্কে ব্লক প্রিন্ট, বাটিক, জর্জেট, শিফন, ঘিচা এবং নেটের উপর হাফ অ্যান্ড হাফ শাড়ি। এছাড়া এখানে ডিজাইনার ব্লাউজ ও সালোয়ার স্যুট বানানোর সুবিধা, আছে সবকিছুর উপর ২০% পর্যন্ত ছাড় চলছে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত।

মডেল চন্দ্রিমা, ডোনা, অরিত্রি



Shreejoyi

শ্রীজয়ী বুটিক

ডিজ়াইনার: জয়িতা বসু (IA, 81, Sector-3) Saltlake 9831060635 সুজয় পাল বারাসত- ৯৮৩১১৬৩৮১১, উপরের শাড়িটির দাম: ৬২৫ টাকা

এই গ্রীষ্মে শ্রীজয়ীর সৃষ্টি Wrenkled ও Starch free বাখতা সিল্ক, অন্ধ্র সিল্ক কলকমকরী, সিল্কচান্দেরী, হালকা রঙের বিষ্ণুপুরী সিল্ক, মলমলের সিল্ক প্রিন্ট, তাঁতের উপর অ্যাপ্লিক কাঁথা, গুজরাটি স্টিচ। এছাড়াও পাবেন কটনের আকষর্ণীয় কুর্তি সালোয়ার সেট ও কস্টিউম জুয়েলারি। ডিসকাউন্ট ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত।

saajo

সাজো

ডিজ়াইনার: মনামী মজুমদার। ৬/১৭ শহীদ নগর ৬ (যাদবপুর থানা থেকে বাইপাস কানেক্টরের উপর) কলকাতা-৭৮, ফোন:৯৮৩১৪০৪৬০৬/৩২২১৩৩৬৫ মডেল পরেছেন জুট নয়েলের উপর বেনারসি, উপাড়া বর্ডার বসানো মিক্স এবং ম্যাচ ব্লাউজ় পিস। শাড়িটির দাম: ৩৫০০ টাকা। আকর্ষণীয় ব্লাউজ় পাওয়া যায়। র‍্যাপার, স্কার্ট, কুর্তি ও পাঞ্জাবিও পাওয়া যায়।





দরবারি

DARBARI

P-249, Purnadas Road, Kol-29 (Between Triangular Park & Golpark) Phone: 40086878/ 9163392915/9163386401

দরবারির বিশেষত্ব হাতের কাজ। ব্লক প্রিন্ট ও নানান ধরনের বুনন এবং ডিজ়াইনার ব্লাউজ়। এখানে প্রাদেশিক সুতি, তসর, ঘিচা, মটকা, সিল্ক, ক্রেপ, জর্জেট ও সিফন-এর মহিলা ও পুরুষদের পোশাকের সম্ভার। হোলসেলার ও বুটিক ব্যবসায়ীরা যোগাযোগ করুন। Franchise ও নেওয়া যেতে পারে।



আছেন

সে এক অদ্ভুত জীবন। সন্ন্যাস-ব্রত থেকে সরকারি চাকরি হয়ে সারা-সময়ের লেখালেখি। এর মধ্যে কত ওঠাপড়া, কত দেখাশোনা। আর সেইসব অভিজ্ঞতাকেই ফুটিয়ে তোলা একের পর এক গদ্যে। অপর্ণা সেনের মুখোমুখি আরও একবার স্মৃতিভ্রমণে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অপর্ণা: আপনি একসময় কর্মসূত্রে বাইরে ছিলেন না?

সঞ্জীব: হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ মিশনে শিক্ষকতা করার জন্য।

অপর্ণা: সেটা কবে?

সঞ্জীব: ১৯৫৫, আমার প্রথম চাকরি। চাকরি মানে, আমি তখন ঠিক করে ফেলেছি সন্ন্যাসী হয়ে যাব!

অপর্ণা: ও মা, কেন?

সঞ্জীব: ওই যে, বেশ কিছু দর্শনের বই আমি পড়েছিলাম। সেগুলো পড়তে পড়তেই স্পেনসারস, কান্ট, ডেকার্ত, এইসমস্ত দার্শনিকদের সম্পর্কে জানলাম আর পুরো মোহিত হয়ে গেলাম। আমি তখন এক জায়গায় পড়লাম প্লেটো বলছেন, 'ম্যান ইজ় আ বাইপেড উইদআউট ফেদারস'। এটা আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। তখন আমার মানুষ সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে হল। আমার জীবনের প্রথম লেখা 'মানুষ'। এটা ১৯৪৫-এ কলেজ থেকে বেরিয়ে লিখেছিলাম। ওই বইগুলো পাওয়ারও একটা গল্প আছে। আমাদের পাড়ায় স্টেটসম্যানের একজন বড়কর্তা থাকতেন। তিনি আমাকে বইগুলো এনে দিতেন। লেখ টা তো লিখে ফেললাম, কিন্তু পাঠাব কোথায়! সেই প্রবন্ধটা আমি 'উদ্বোধন'-এ পাঠালাম। এই কাগজটা স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক তখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। লেখাটা পাঠানোর পরে ডাকে আমার জন্য একটা পোস্টকার্ড এল। সেই পোস্টকার্ডে লেখা ছিল, 'আপনি যদি একদিন এসে সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে খুব ভাল হয়, ইতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ'। তখন ফেব্রুয়ারি মাস, আমি গঙ্গায় স্নান করে ধোপদুরস্ত হয়ে দেখা করতে গেলাম। 'উদ্বোধন'-এর অফিসের নীচে যে বুক কাউন্টার আছে, প্রথমে সেখানে গেলাম। দেখলাম একজন মহারাজ বসে আছেন যাঁর বুকের ছাতি ছাপান্ন ইঞ্চি, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, বিশাল চেহারা। গিয়ে ভয়ে ভয়ে তাঁকে কার্ডটা দেখালাম, বসতে বললেন। হঠাৎ দেখি উপর থেকে তরতর করে একজন সন্ন্যাসী নেমে



সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আসছেন। চোখে গোল চশমা, উজ্জ্বল চেহারা, গায়ে গেরুয়া। এসেই বললেন, কোথায় তিনি? আমি ইতিমধ্যে প্রণাম করার জন্য নিচু হয়েছি। উঠে দাঁড়াতেই আমার দু'কাঁধে হাত রেখে হা হা করে হাসতে লাগলেন। আমি তখন বললাম, 'আমি কি এতই খারাপ লিখেছি যে চিঠি দিয়ে ডেকে এনে হাসছেন!' বললেন, আমার লেখা দেখে ওঁর মনে হয়েছিল কোনও অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সরকারি কর্মচারী, যাঁর চোখে ছানি, তিনি লেখাটা লিখেছেন। অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি তো কোয়াইট ইয়ং!' তারপরে আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন। এই আমার ওয়র্ল্ড অফ রামকৃষ্ণে প্রবেশ।

অপর্ণা: তারপরে কী হল?

সঞ্জীব: ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। উনি বেশিরভাগ দিনই বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। একদিন ওঁকে বললাম, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চাই। উনি আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'তোমার কোনও পিছুটান নেই তাই সন্ন্যাসী হতে বাধাও নেই।' আরও বললেন, আমি যদি সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই তাহলে বাবা খুব কষ্ট পাবেন, আর বাবার প্রতি আমার কিছু দায়িত্বও আছে। তাই আমি যেন বাবাকে বলি, আমি দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে শিক্ষকতা করতে যাচ্ছি। বাবাকে বললাম। বাবা বললেন, 'তুমি যদি ঠিক মনে করো তাহলে করবে।' বাবা আজীবনই আমাকে এইরকম বলতেন। তারপর আমি চলে গেলাম। দেওঘর বিদ্যাপীঠ, একপাশে ত্রিকূট পাহাড় অন্যপাশে নন্দন হিলস। ওখানে আমার খুব ভাল বন্ধু হলেন একজন আইরিশ মহারাজ। দীর্ঘকাল ওখানে শিক্ষকতা করেছি। বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম, ব্রহ্মচারী হয়ে থাকব। ওখানে আমাকে একটা সাধন কুটির দেওয়া হল। গোলাপ বাগানে একটা বড় গাছ ছিল, সেই গাছের ডালে একটা শাওয়ার লাগানো থাকত, তার তলায় একটা পাথর পাতা। সেটা ছিল আমার স্নানের জায়গা। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ওখানে গোলাপ ফুল দেখতে দেখতে স্নান করতাম। চিঠি লেখার পরে একদিন গভীর রাতে হঠাৎ আমার দরজায় ঠকঠক! দরজা খুলে দেখি মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি নিয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। খুব চেনা চেনা লাগছে। হঠাৎ তিনি বললেন, 'আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্ন করতে এলাম।' অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, বাবার কণ্ঠস্বর। তিনি জানতে চাইলেন, 'পিতা এবং ঈশ্বরের মধ্যে দূরত্ব কতটা?' বলেই আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে একদম গেটের বাইরে। আমি পিছন পিছন দৌড়চ্ছি আর উনি একটা টাঙ্গা চড়ে সোজা জসিডি স্টেশন। তাজ্জব ব্যাপার! আমি অবাক হয়ে গেলাম বাবা কোথা থেকে এলেন। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজি তখন অধ্যক্ষ। সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে ডায়মন্ড রিং, মুখে ৫৫৫ সিগারেট, হাতে সোনার ঘড়ি— এই রকম তাঁর ব্যাপার। আমি সকালে তাঁকে বললাম এইরকম ঘটনা। জানতে চাইলাম কী

করব। কারণ, তার দু'দিন পরেই আমার ব্রহ্মচারী হওয়ার কথা।

অপর্ণা: আপনার বাবা ওই রাতে পাগড়ি বেঁধে চলে এসেছিলেন?

সঞ্জীব: হ্যাঁ, কারণ তখন শীতকাল। যাই হোক, পরদিন সকালে আমি হিরণ্ময়ানন্দজির কাছে জানতে চাইলাম, কী করব। উনি বললেন, 'ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করো।' এইবার একটা ঘটনা ঘটল, ভারী মজার। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের আশ্রমের ক্ষৌরকার এলেন। তাঁর নাম নরসুন্দর। তিনি দাঁড়ি কামাতে কামাতে আমার গালের একটা ব্রণ ক্ষুর দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। রাতের মধ্যে গোটা মুখ ফুলে ঢোল। তখন অ্যান্টিবায়োটিক আসেনি। ধীরেন মহারাজ সাহস না পেয়ে আমাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। সেই প্রচণ্ড যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় বাবার কাছে ফিরে এলাম। প্রায় একমাস ধরে যমে মানুষে টানাটানি চলল এবং তার পরে আর ফিরে যেতে পারলাম না। এর মধ্যে ক্যালকাটা কেমিক্যাল থেকে চাকরির অফার পেলাম।



অপর্ণা: আমাকে আগে একটা কথা বলুন, বাবাকে কখনও জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি সত্যিই সেদিন রাতে এসেছিলেন কিনা?

সঞ্জীব: হ্যাঁ, এসেছিলেন তো। বাবার পক্ষে সবই সম্ভব। আমার বাবা পায়ে কেডস আর মালকোচা দেওয়া ধুতি পরে তরতর করে পাহাড়ে উঠে যেতেন। আমি এখনও বাবার কথা ভাবি। আসলে অনেক প্রশ্নই আমার ওঁকে করা হয়ে ওঠেনি। অনেক কিছু জানার ছিল। যেমন, কেন আমার মায়ের কোনও ছবি নেই। আমার জ্যাঠাইমার কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি ছিল। তিনি রেঙ্গুনের মেয়ে ছিলেন। আমার মা চলে যাওয়ার পরে আমার যা কিছু পাওয়া জ্যাঠাইমার কাছে। আর রেঙ্গুনের মেয়ে, বুঝতেই পারছেন, খুব স্ট্রেট ফরোয়ার্ড। আমার একটু একটু মনে আছে, মা আর জ্যাঠাইমা দু'জনকেই খুব সুন্দর দেখতে। দু'জনের খুব ভাব ছিল।

অপর্ণা: আপনার লেখা ওই প্রবন্ধটার শেষমেশ কী হল?

সঞ্জীব: সেটা মহারাজের খুব পছন্দ হয়েছিল। তিনি ছাপাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে আমাকে বললেন প্রবন্ধটা লেখার জন্য যে উদ্ধৃতিগুলো আমি ব্যবহার করেছি সেগুলো কোথা থেকে নিয়েছি তার একটা ফুটনোট তৈরি করতে। আমি খুব মুশকিলে পড়লাম কারণ আমি সেগুলো ভুলে গিয়েছি। তখন লেখাটা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের কাছে গেলাম, কিন্তু ওঁকে জিগ্যেস করে বুঝলাম, উনি ঠিক জানেন না। এর মধ্যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজি আমাকে দীক্ষা দিয়ে আমেরিকায় চলে গেলেন। সেই প্রবন্ধ আর ছাপা হল না।

অপর্ণা: তারপর? লেখালেখি শুরু হল?

সঞ্জীব: হল তো। ইতিমধ্যে আমরা কলেজ থেকে বেরিয়ে পাঁচ-ছ'জন মিলে সাহিত্যের একটা দল করেছি। শনিবার করে আমাদের ওই পোড়ো বাড়ির একতলায় সাহিত্যসভা বসত। সে ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলত। প্রথমে একটু ঝালমুড়ি খাওয়া হত, তারপরে চা। সেই চা আসত পাশের বাড়ির বউদির কাছ থেকে। তার বদলে তিনি আমাদের গল্প শুনতেন। সেই আসরে তুষার রায়ও আসতেন। এই দল থেকে একজন একটা কাগজ করে ফেললেন। সেটাতে আমার একটা দুটো লেখা বেরল। স্বামী বিবেকানন্দ ও ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় আত্মোন্নতি বিধায়িনী সমিতি ও সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বরানগরে। মুনসি জমিদারদের আস্তাবলের দোতলায়। সেখানে পিপলস লাইব্রেরি নামে একটা লাইব্রেরি হয়েছিল। পরে সেটা আস্তাবল থেকে অন্য একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা ওই লাইব্রেরির দায়িত্বে এলাম। ওখান থেকে একটা কাগজ প্রকাশিত হতে শুরু করল। সেই কাগজেও একটু একটু লিখতে লাগলাম। এবার হল কী, আমাদের পাড়ার খগেনদা, বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনে একটা বড় পোস্টে কাজ করতেন। তিনি হঠাৎ 'বাণীরূপা' বলে একটা সিনেমার কাগজ করবেন বলে ঠিক করলেন। খগেনদা বললেন আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। আমি ক্যালকাটা কেমিক্যালে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি কাজ করে চলে যেতাম 'বাণীরূপা'য়। ওই কাগজের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা আমাকেই লিখতে হত। টালিগঞ্জে গিয়ে ইন্টারভিউ নিতাম, সিনেমার খবর লিখতাম, গল্পও লিখতাম। ওখানে আমি 'পরিতোষের সিনেমা' বলে একটা গল্প লিখলাম। আমাদের চিফ কেমিস্টকে আমি কখনও ভুলব না। তাঁর নাম ছিল রবি বসু, আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি সেই গল্পটা ওঁকে পড়তে দিলাম। পরের দিন ল্যাবরেটরিতে এসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'লেখাটা ছেড়ো না।' কিন্তু বড় কাগজের সঙ্গে তো যোগাযোগ হচ্ছে না! এরপর একটা সময় মনে হল চাকরিটা আর ভাল লাগছে না। তখন আমি একটা সরকারি চাকরি পেলাম। কটেজ অ্যান্ড স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্বপূর্ণ পদ। নকশাল আমল শুরু হল,বরানগর উত্তাল। সেইসময় এক রাতের একটা ঘটনা, যে-ঘটনায় আমার জীবন চলে যাচ্ছিল, সেটা নিয়ে একটা গল্প লিখলাম। তখন ভবানী মুখোপাধ্যায় 'অমৃত' পত্রিকায় সেটা ছেপে দিলেন। পরের গল্পটাও



ছাপা হল, কিন্তু তৃতীয় গল্পটা পড়ে উনি বললেন, 'এটা সব থেকে ভাল হয়েছে, এটা আর এখানে দিও না।' উনি বিমল করকে বলে দিচ্ছেন, গল্পটা যেন আমি 'দেশ'-এ নিয়ে যাই। গেলাম। চিঠিটা দিলাম, পড়লেন গল্পটাও, তারপর টুসকি বাজিয়ে চা আনতে বললেন। সবটাই ইশারায় হচ্ছে। চা খাওয়া হয়ে গেল, ওদিকে আমি তো বোকার মতো বসে আছি। শেষে জানতে চাইলাম চলে যাব কিনা। তখন প্রথমবার জিজ্ঞাসা করলেন আমি কী করি। বললাম। ফোন নম্বর রেখে চলে যেতে বললেন। সেখান থেকে বেরিয়ে অফিসে এসে বসতে না বসতেই ফোন বাজতে শুরু করল, ওপারে বিমল কর। বললেন আমি তখনই একবার দেখা করতে পারব কিনা। আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটলাম। একটা লোকের লেখা ছাপা হবে, সে তো সেটা শুনে আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারে, তাই না? সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে উপরে উঠে জানতে চাইলাম আমার গল্পটার কী হবে। উনি বললেন গল্পের কথা থাক। একটা গল্প ছেপে কী হবে? উনি চাইছেন আমি 'দেশ' পত্রিকায় একটা ধারাবাহিক লিখি। নামও দিয়েদিলেন, 'জীবিকার সন্ধান পশ্চিমবঙ্গ'। আমি বিভিন্ন জেলা ঘুরেছি, সেটা বলেছিলাম, তাই ওইটা লিখতে বললেন। আমার মনে হল এটা খুব ড্রাই একটা লেখা হবে, তাই তার মধ্যে জেলার ইতিহাস ও সাহিত্য ঢুকিয়ে সেটাকে সরস করতে শুরু করলাম। একটা দুটো লেখা বেরনোর পরে খুব জমে গেল। প্রচুর চিঠি আসতে শুরু করল। এক বছর সেটা চলল, ততদিনে বিমল কর আমার বিমলদা হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি মাঝেমধ্যেই ওঁর কাছে জানতে চাই আমার গল্পটার কী হল! উনি প্রতিবারই বলেন, 'মদন তো ইলাস্ট্রেশন করে দিয়ে গেছে' (হাসি)। এইভাবে চলতে চলতে একদিন জানতে চাইলাম সেটা কবে ছাপা হবে। তখন আমাকে চুপিচুপি বললেন, 'প্রথম গল্পটা আমরা ছাপি না রে'। আমার আশাভঙ্গ হল না। দেশ-এ আরেকটা গল্প দিলাম, 'চকমকি'। সেই গল্পটা বেরনোর পরে গজেনবাবু, বিমল মিত্র সবাই 'দেশ'-এ চিঠি পাঠালেন। এরপরে 'তৃতীয় পিতা' এবং তারপরে 'শ্বেতপাথরের টেবিল'। এরপরে সরকারি চাকরি ছেড়ে আমি আনন্দবাজারে যুক্ত হলাম। তখন সবাই অবাক আমার চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে। বাবা একমাত্র বলেছিলেন, আমার যেখানে জব স্যাটিসফেকশন, সেটাই যেন করি। আমাকে কাজে একবার আন্দামান পাঠানো হয়েছিল। সেখানে একটা জাহাজে ভেসে ভেসে আমি অনেক দ্বীপে ঘুরে বেড়িয়েছি আর সেগুলো নিয়ে লিখেছি। ওই জাহাজে ঝড়ে পড়েছি, ডুবে যেতে যেতে বেঁচেছি। সেই সব নিয়েই আমার বই 'ভারতের শেষ ভূখণ্ড', সেটার জন্য ছবি তুলেছিলেন রঘু রাই। তারপরেই পুজোয় আমাকে উপন্যাস লিখতে বলা হল। আমার প্রথম উপন্যাস 'পায়রা'। এইভাবে আমি ঢুকে গেলাম লেখার জগতে।

অপর্ণা: এতরকম লেখা থাকা সত্ত্বেও রম্যরচনা লেখার জন্যই আপনার বেশি নাম, এটা কেন?

সঞ্জীব: আসলে আমাদের পরিবারে অদ্ভুত সেন্স অফ হিউমার আছে। হয়তো সেটার জন্যই।

(শেষ)

ছবি শান্তনু সরকার

তেতো কাহিনি

বাঙালি পাতের প্রথম পদ তেতো। তেতোর মুখে নাকি সবই সুস্বাদু মনে হয়। আবার মুখের রুচি ফেরাতেও তেতোর জুড়ি নেই। রোগ এড়াতে গরমের গোড়াতেই তেতো খেতে পরামর্শ দিতেন ঠাকুমা-দিদিমারা। সেই তেতোর ছ'টি জিভে জল আনা স্বাস্থ্যকর পদ।

স্টাফড করলা

সময়: ৩০ মিনিট

পরিমাণ: ৪ জনের জন্য



খাদ্যগুণ	
টোটাল ক্যালরি:	১০২৪
মাথাপিছু	
ক্যালরি :	২৫৬
কার্বোহাইড্রেট:	৮০.৩ গ্রাম
প্রোটিন:	১১৩ গ্রাম
ফ্যাট:	১২০.৪ গ্রাম

যা চাই

করলা: ৪টে, সেদ্ধ আলু: ২টো (মাঝারি মাপের), রিফাইনড তেল: ১০০ মিলি, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো: ১/৪ চা চামচ, আদাবাটা: ১/৪ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, টোম্যাটো পিউরি: ২ চা চামচ, হলুদগুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, নুন ও চিনি: স্বাদমতো।

যা করতে হবে

করলার আগা ও গোড়ার দিক থেকে অল্প করে কেটে নিন। একটা চা চামচের তলার অংশ দিয়ে করলার ভিতরের শাঁস ও বীজ বার করে দিন। করলার সারা গায়ে নুন ছড়িয়ে নিন। কড়ায় তেল গরম করে নরম হওয়া পর্যন্ত করলাগুলো অল্প আঁচে ভেজে নিন। অন্য দিকে সেদ্ধ আলু চটকে নিন। আবার কড়ায় তেল গরম করুন। এতে আদাবাটা দিয়ে বাদামি হওয়া পর্যন্ত কষতে থাকুন। এবার হলুদ, নুন-চিনি, কাশ্মীরি লঙ্কা ও চটকে রাখা সেদ্ধ আলু দিয়ে দিন। ১ মিনিট ধরে ভাজুন। টোম্যাটো পিউরি দিয়ে আভেনের আঁচ বাড়িয়ে দিন। এতে জিরেগুঁড়ো মিশিয়ে আঁচ থেকে নামিয়ে রেখে দিন। পুর ঠান্ডা হলে ভেজে রাখা করলাতে পুরে দিন। পুর ভরা করলাগুলো লম্বালম্বি কিংবা চাকা চাকা করে কেটে নিয়ে রুমালি রুটির সঙ্গে সার্ভ করুন।

তেতোর ডাল



খাদ্যগুণ	
টোটাল ক্যালরি:	৯৮০
মাথাপিছু	
ক্যালরি :	২৪৫
কার্বোহাইড্রেট:	১২৫ গ্রাম
প্রোটিন:	১০০ গ্রাম
ফ্যাট:	৫০ গ্রাম

সময়: ২৫ মিনিট

পরিমাণ: ৪ জনের জন্য

যা চাই

সোনামুগ ডাল: ১০০ গ্রাম, উচ্ছে: ৪টে, হলুদগুঁড়ো: ১ চিমটে, কাঁচালঙ্কা: ১টা, আদাবাটা: ১ চা চামচ, টোম্যাটো: অর্ধেক (কুচনো), জিরে: অল্প, রিফাইনড তেল: ১ চা চামচ, নুন: স্বাদমতো।

যা করতে হবে

উচ্ছে চাকা চাকা করে কেটে নিন। এবার সোনামুগ ডাল ও উচ্ছে একসঙ্গে সেদ্ধ করে নিন। একটি পাত্রে তেল গরম করে জিরে ফোড়ন দিন। ফাটতে শুরু করলে আদাবাটা, হলুদ, টোম্যাটো ও নুন দিয়ে দিন। একটু কষিয়ে নিয়ে এতে উচ্ছে ও সোনামুগ ডাল ঢেলে দিন। কাঁচালঙ্কা দিন। আঁচ বাড়িয়ে অল্প জল ঢেলে ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

শুক্তো

সময়: ৩০ মিনিট **পরিমাণ: ৪ জনের জন্য**

যা চাই

করলা: ১টা (বড়), সজনে ডাঁটা: ৩টে (বড়), পটল: ৪ টুকরো, আলু: ১টা (বড়), ফ্রেঞ্চ বিনস: ১/২ কাপ, বেগুন: ১টা (ছোট), কাঁচকলা: ১টা (না-ও দিতে পারেন), তিল: অল্প, সরষের তেল: ২ টেবিল চামচ , শুকনোলঙ্কা: ২টো, চিনি: ১ চা চামচ, দুধ: ২ চা চামচ, পাঁচফোড়ন: ১/২ চা চামচ, ঘি: ১ টেবিল চামচ, সরষেবাটা: ১ টেবিল চামচ, নুন: স্বাদমতো।

যা করতে হবে

প্রথমে সব সবজি (করলা বাদে) মাঝারি মাপের টুকরো করে নিন। করলা চাকা চাকা করে কাটুন। প্যানে ২-৩ চামচ তেল গরম করুন। এতে করলার টুকরোগুলো ডিপ ফ্রাই করে নিন। করলা তুলে নিয়ে এই তেলে আরও একটু তেল মিশিয়ে গরম করুন। তারপর পাঁচফোড়ন, সরষে ও শুকনোলঙ্কা দিন। ফাটতে শুরু করলে করলা বাদে সব সবজি ঢেলে ৫-৭ মিনিট ভাজুন। এবার নুন-চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করে জল ঢেলে দিন (যাতে সবজিগুলো আধডুবো হয়ে থাকে)। ঢাকা দিয়ে সবজি সেদ্ধ হতে দিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে করলা মেশান। এর সঙ্গেই দুধ ও সরষেবাটাও ঢেলে দিন। ২-৩ মিনিট ফোটার পর উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে দিন। ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন।



খাদ্যগুণ	
টোটাল ক্যালরি:	১১৪৫
মাথাপিছু	
ক্যালরি :	২৮৬.২৫
কার্বোহাইড্রেট:	১০৮ গ্রাম
প্রোটিন:	২.৬ গ্রাম
ফ্যাট:	১৩৭.৪ গ্রাম



পরিবেশনায় রঙ্গন নিয়োগি
ফোন ৯৮৩০১৮৩৩৫৩
উপদেষ্টা রুকমা দাক্ষী
ফোন ৯৮৩০২৮১৬১৮
ছবি শান্তনু সরকার



পাটশাকের শড়শড়ি

সময়: ২৫ মিনিট

পরিমাণ: ৪ জনের জন্য

খাদ্যগুণ	
টোটাল ক্যালরি:	৯২৪
মাথাপিছু	
ক্যালরি :	২৩১
কার্বোহাইড্রেট:	৪.৩ গ্রাম
প্রোটিন:	১.৩ গ্রাম
ফ্যাট:	১০০ গ্রাম

যা চাই

পাট শাক: ৫০০ গ্রাম, সরষের তেল: ৫০ গ্রাম, সাদা সরষেবাটা: ১ টেবিল চামচ, কালো সরষেবাটা: ১ টেবিল চামচ, লাল লঙ্কাগুঁড়ো: ১ চা চামচ, হলুদগুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, মৌরি: অল্প, বড়ি: ৬টা, নুন: স্বাদমতো।

যা করতে হবে

পাট শাক ধুয়ে ভাপিয়ে নিন। কড়ায় তেল গরম করে মৌরি ফোড়ন দিন। ফাটতে শুরু করলে পাট শাক ঢেলে দিন। হলুদ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। এবার লঙ্কাগুঁড়ো ও নুন দিন। দু' রকমের সরষেবাটা জল দিয়ে একসঙ্গে গুলে নিন। এই মিশ্রণ রান্নায় ঢেলে দিন। নেড়েচেড়ে মিনিট দশেক পরে বড়ি ভেজে ভেঙে উপরে ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

চাপড় ঘণ্ট

সময়: ৪৫ মিনিট

পরিমাণ: ৪ জনের জন্য

খাদ্যগুণ	
টোটাল ক্যালরি:	১৯৯৫
মাথাপিছু	
ক্যালরি :	৪৯৮.৭৫
কার্বোহাইড্রেট:	৪০২ গ্রাম
প্রোটিন:	২০৫.৬ গ্রাম
ফ্যাট:	২৭৭.৪ গ্রাম

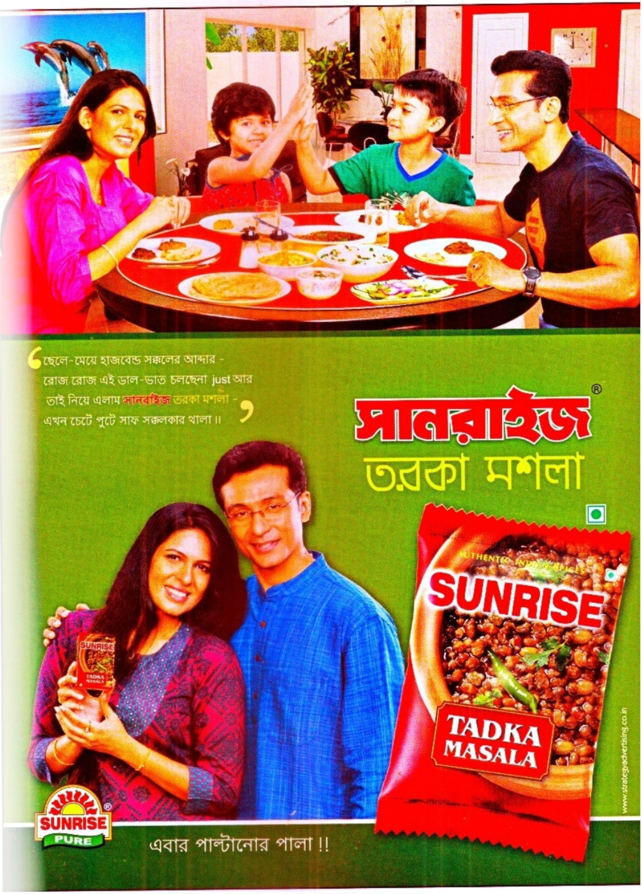
যা চাই

চাপড়ের জন্য— মটর ডাল: ২০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা (মধ্যিখান থেকে চিরে, বীজ বার করে কুচিয়ে নেওয়া): ২টো, তেল: ভাজার জন্য, নুন: স্বাদমতো। ঘণ্টর জন্য—আলু (মাঝারি মাপের): ১৫০ গ্রাম, পটল: ১০০ গ্রাম, ঝিঙে: ১০০ গ্রাম, বেগুন: ২০০ গ্রাম, চাপড়: তৈরি করে রাখা, ছোলার ডাল: ২৫ গ্রাম, ঘি: ২০০ গ্রাম, তেজপাতা: ২টো, শুকনোলঙ্কা: ২টো, পাঁচফোড়ন: অল্প, আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ, করলা: ১৫০ গ্রাম, চিনি ও নুন: স্বাদমতো।



যা করতে হবে

চাপড় বানাতে— মটর ডাল রাতভর ভিজিয়ে রেখে দিন। পরদিন সকালে কাঁচালঙ্কার সঙ্গে বেটে নিন (খুব মিহি হবে না)। এবার নুন মিশিয়ে মিশ্রণটি ফেটিয়ে নিন। এর থেকে ছোট ছোট টিকিয়ার মতো গড়ে প্যানে অল্প তেলে ভেজে নিন। ঘণ্ট বানাতে— সব সবজি ছোট ছোট টুকরো করে নিন। কড়ায় ঘি গরম করুন। ধোঁয়া উঠলে, আঁচ কমিয়ে তেজপাতা, শুকনোলঙ্কা ও পাঁচফোড়ন দিন। ফাটতে শুরু করলে সবজি ঢেলে দিন। ৩ মিনিট সাঁতলে জল ঢেলে দিন। কম আঁচে রান্না হতে দিন। কিছুক্ষণ পর নুন-চিনি দিন। সবজি নরম হলে আদাবাটা দিন। একটু নাড়িয়ে বানিয়ে রাখা চাপড় দিয়ে নামিয়ে নিন।



'ছেলে-মেয়ে হাজবেন্ড সক্কলের আব্দার -
রোজ রোজ এই ডাল-ভাত চলছেনা just আর
তাই নিয়ে এলাম সানরাইজ তরকা মশলা -
এখন চেটে পুটে সাফ সক্কলকার থালা ।।'
সানরাইজ®
তরকা মশলা
AUTHENTIC INDIAN SPICES
SUNRISE
TADKA MASALA
SUNRISE PURE
এবার পাল্টানোর পালা !!
www.strategyadvertising.co.in

নিম বেগুন

সময়: ১০ মিনিট
পরিমাণ: ৪ জনের জন্য

যা চাই

কচি নিমপাতা: ১০০ গ্রাম, বেগুন: ১টা, অলিভ অয়েল: ১ চা চামচ, অরিগ্যানো: ১ চিমটে।

যা করতে হবে

নিমপাতা ধুয়ে নিন। বেগুন ধুয়ে ছোট ছোট চৌকো টুকরো করে নিন। প্যানে তেল গরম করুন। তেল গরম হলে বেগুন দিয়ে ভাজতে থাকুন। অল্প ভাজা ভাজা হলে নিমপাতা দিয়ে দিন। নিমপাতা মুচমুচে হয়ে গেলে অরিগ্যানো দিন। নাড়িয়ে চাড়িয়ে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে পরিবেশন করুন।



খাদ্যগুণ	
টোটাল ক্যালরি:	৫৪৫
মাথাপিছু	
ক্যালরি :	১৩৬.২৫
কার্বোহাইড্রেট:	১৬ গ্রাম
প্রোটিন:	১.৬ গ্রাম
ফ্যাট:	৫১ গ্রাম



নুন-show

মনে আছে রাজা লিয়ারের কনিষ্ঠতম কন্যার কথা? বাবাকে সে নাকি নুনের মতোই ভালবাসে! সত্যি, নুন না থাকলে কী হত বলুন তো? স্বাদের মানেই হয়তো বদলে যেত। এ তো শুধুই হেঁসেলের কথা। এর বাইরেও কিন্তু নুনের অনেক গুণ।

সস্তা এবং সহজে উপলব্ধ 'নুন' দিয়ে করুন বাজিমাত। রইল একগুচ্ছ তারিকা:

- হাত ফসকে গোটা ডিম ঝুড়ি থেকে সোজা মেঝেতে। খাটনির কথা ভেবে কাহিল? রিল্যাক্স: ডিমের উপর বেশ খানিকটা নুন ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর ডাস্ট প্যানের সাহায্যে তুলে নিন। দেখুন কত সহজে ডিম উঠে আসে।
- ডিমের সাদা অংশ ফেটানোর সময় এক চিমটে নুন মিশিয়ে দিলে তা আরও ফেঁপে উঠবে।
- ডিম সেদ্ধ করার সময়ে জলে অল্প নুন মিশিয়ে দিন। অল্প সময়ে সেদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি কোনও ডিম ফেটে গেলে ভিতরের অংশ বার হবে না।
- ফ্রুট বাস্কেটে পড়ে থাকা আপেল দেখতে বিবর্ণ লাগে। তবে নুন-জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে আপেল আবার টাটকা দেখাবে।
- নতুন টুথব্রাশ ব্যবহারের আগে নুন-জলে ডুবিয়ে রাখলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- ফুলদানিতে টাটকা ফুল সাজাচ্ছেন। পাত্রে বেশ খানিকটা নুন-জল ঢেলে দিন। ফুল অনেকদিন সতেজ থাকবে।
- দামি কার্পেটে কালির বোতল উলটে গেছে? কেলেঙ্কারি! সঙ্গে সঙ্গে দু'-এক মুঠো নুন ঢেলে দিন। মুহূর্তে কালি শুষে নেবে নুন।
- ইস্ত্রি করতে গিয়ে জামা পুড়েছে? মনে রাখবেন, শুধু জামা নয়, ইস্ত্রিও নষ্ট হল। ইস্ত্রিতে লেগে থাকা জামার পোড়া অংশ তুলতে ভিজে কাপড়ে নুন লাগিয়ে স্থানটি ঘষে নিন।
- ডাবল বয়লারে রাঁধার সময়ে জলে অল্প নুন মিশিয়ে নিলে, রান্না তাড়াতাড়ি হয়।
- দেওয়ালে গর্ত— সাধারণ সমস্যা। বাড়িতেই ওয়াল পুট্টি বানিয়ে নিন। সমপরিমাণে নুন ও স্টার্চ মিশিয়ে আঁট মিশ্রণ তৈরি করুন ও গর্ত ভরে দিন।
- দিনের শেষে ক্লান্তি কাটাতে উষ্ণ দুধে এক চিমটে নুন মিশিয়ে খান।
- এক চিমটে নুন যোগ করলে আপনার চা বা কফির স্বাদ বাড়বে। ট্রাই করে দেখুন।
- এনামেল করা পাত্রে দাগ পড়লে রাতভর নুন-জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সেই পাত্রে নুন-জল ফোটান। দাগ উধাও!
- সবুজ শাক-সবজি নুন-জলে ধুলে সহজে পরিষ্কার হয়।
- কাটা ফলের রং ধরে রাখতে খোসা ছাড়ানো মাত্র নুন-জলে ডুবিয়ে দিন।
- তেলতেলে প্যান পরিষ্কার করতে টিস্যু পেপার ও নুন দিয়ে ঘষুন।
- জামায় গ্রিজ লাগলে এক ভাগ নুনের সঙ্গে চার ভাগ অ্যালকোহল মিশিয়ে স্থানটি ঘষে নিন।
- রান্নাঘরের সিঙ্ক থেকে দুর্গন্ধ আসছে? ফুটন্ত নুন-জল ঢেলে দিন।
- রুমাল নোংরা হলে সাবান দিয়ে ধোওয়ার আগে নুন-জলে ডুবিয়ে রাখুন।
- বই বা কাপড়ের তাকে নুন ছড়িয়ে দিলে পিঁপড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- মাছের আঁশ ছাড়ানোর আগে নুন-জলে ডুবিয়ে রাখুন। কাজ সহজ হবে।
- পাটিসাপটা বা সরু চাকলি বানাবেন? প্যানে আগে অল্প নুন ঘষে নিন। দেখবেন খাবার জুড়বে না।
- নতুন ক্লথ পিন ব্যবহার করলে, প্রথমে নুন-জলে ফুটিয়ে নিন। অনেক দিন টিকবে।
- হারমোনিয়াম বা পিয়ানোর রিড পরিষ্কার করুন নুন ও লেবুর রসের মিশ্রণ দিয়ে।
- সহজে বাগানের আগাছা দূর করতে তার গোড়ায় নুন ছড়িয়ে দিন।
- পুরনো কাচের বাসন চকচকে করে তুলতে নুন ও ভিনিগারের মিশ্রণে অল্প সময় ডুবিয়ে রাখুন।
- পুরনো স্পাঞ্জকে নতুনের মতো করে তুলতে নুন-জলে ভিজিয়ে রাখুন।
- বেতের আসবাব পরিষ্কার করুন নুন-জল দিয়ে। হলদে হওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।
- যে-কোনও পোশাক নুন-জলে ধুলে, রং ভাল থাকে।
- দুধে নুন দিয়ে এক মিনিট জ্বাল দিলে কেটে যাওয়ার ভয় কম থাকে।
- আভেন পরিষ্কার করার আগে ভিতরে নুন ছড়িয়ে নিন।
- দুধের পাত্র মাজার আগে নুন ছড়িয়ে রেখে দিন। গন্ধ থাকবে না।
- ফ্রিজে দুর্গন্ধ হলে, নুন ও সোডা রেখে দিন বা নুন ও সোডা মেশানো জল দিয়ে মুছে নিন।
- কোনও স্থানে ছত্রাক দানা বাঁধলে, লেবুর রস ও নুনের মিশ্রণ দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।
- জামা কাপড়ে মরচের দাগ পড়লে স্থানটি লেবুর রস ও নুন দিয়ে ঘষে নিন।
- পেঁয়াজ কাটার পর হাতের দুর্গন্ধ দূর করতে হাতে নুন ঘষে নিন।
- রান্নার সময়ে গায়ে তেল ছিটলে সেখানে খানিকটা নুন চেপে রাখুন। ফোসকা পড়বে না।

শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়



পছন্দ একঢাল স্ট্রেট চুল। অথচ কেমিক্যাল স্ট্রেটনিং-এ অনীহা। সুস্থ চুলের সঙ্গে জৌলুসটাও চাই হাতেনাতে? তা হলে উপায় একটাই, কেরাটিন ট্রিটমেন্ট। কেশ বিশেষজ্ঞ আত্রেয়ী মজুমদারের সঙ্গে কথা বলে লিখছেন নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেরাটিন ক্যারিজমা

- হেয়ার কালার করার পর থেকে চুলটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।
- খুবই কোঁকড়ানো চুল। কিন্তু কেমিক্যাল স্ট্রেটনিং করানোরও ইচ্ছে নেই।
- নজরকাড়া লম্বা চুল। কিন্তু জেল্লার বড়ই অভাব।
- নানারকম ঘরোয়া টোটকা দেওয়া সত্ত্বেও চুলে প্রাণ নেই। ডগা ভেঙে পড়ছে।

খুঁজে দেখলে দশজনের মধ্যে ন'জনই এর মধ্যে যে-কোনও একটি সমস্যায় ভুগছেন বা ভোগেন। সমাধান খুঁজতে নানারকম ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করেন। কিংবা মাসান্তে করিয়ে ফেলেন একটা হেয়ার স্পা। কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয় কই? এই প্রতিটি সমস্যারই চটজলদি সমাধান হয়ে যায়, যদি করানো যায় একটা কেরাটিন ট্রিটমেন্ট। এমনটাই বলছেন বিউটি থেরাপিস্টরা। বেশ কিছু নামী বিউটি প্রডাক্ট ব্র্যান্ড এখন বাজারে এনেছে কেরাটিন ট্রিটমেন্ট প্রডাক্ট রেঞ্জ। একটু খরচসাপেক্ষ হলেও সুফলের জন্য ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়েছে এই ট্রিটমেন্ট।

কেরাটিন কী?

কেরাটিন এক ধরনের প্রোটিন, যা আমাদের চুল, নখ, দাঁতে থাকে। কিন্তু উত্তরোত্তর দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি, কেমিক্যাল প্রডাক্টের ব্যবহার, ঘন ঘন ব্লো-ড্রায়ার ও আয়রনের ব্যবহার, চুল থেকে কেরাটিনের মাত্রা কমিয়ে দেয় একটু একটু করে। সেই ক্ষতিপূরণ করতেই এই অত্যাধুনিক ট্রিটমেন্ট।

কীভাবে করা হয়?

কেরাটিন ট্রিটমেন্ট করাতে গেলে আপনাকে হাতে সময় নিয়ে যেতে হবে। মোটামুটি ঘণ্টা দু'-আড়াই তো লাগবেই ট্রিটমেন্ট করাতে। তবে লম্বা চুল হলে ট্রিটমেন্ট করাতে বেশি সময় লাগবে বইকি! এই প্রোটিন চুলের গোড়া থেকে ডগা অবধি অ্যাপ্লাই করার পর সিলিং করা হয়। তাতে কেরাটিন চুলের ভিতরে ভালভাবে প্রবেশ করে।

কেরাটিন করার কতক্ষণ পর চুল ধোয়া যায়?

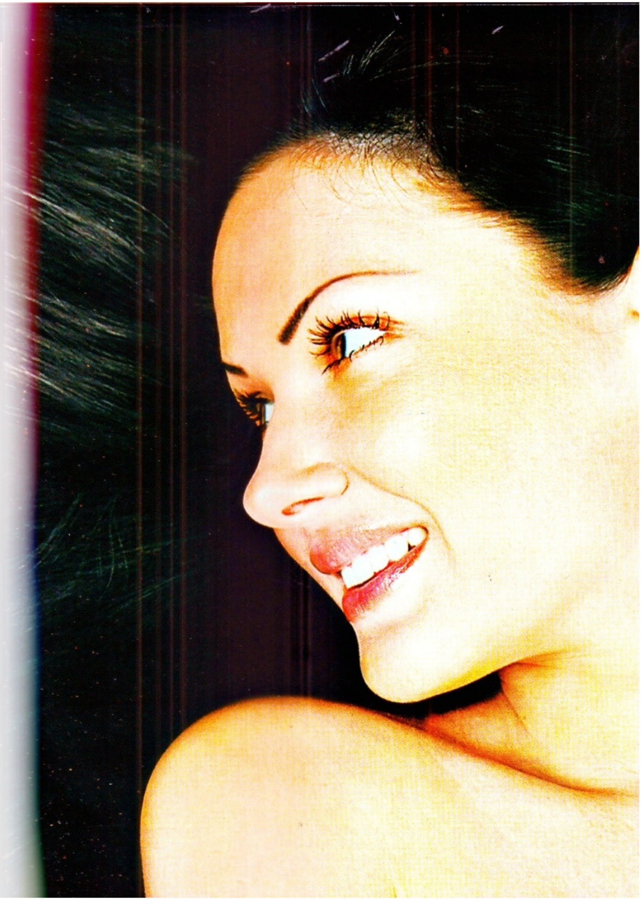
এ-ব্যাপারে তেমন কোনও বিধিনিষেধ নেই। ট্রিটমেন্টের পর প্রোটিন মিশে গেলে চুলে একটা ন্যাচারাল শাইন আসে। সেই উজ্জ্বলতা দু'তিন দিন অনায়াসে থেকে যায়। দিন দুয়েক পর তো চুলে শ্যাম্পু করতেই হবে। কারণ চুলে বেশি ধুলো নোংরা জমতে দেওয়াও চলবে না। তাতে ড্যানড্রাফের সমস্যা বাড়বে। তবে যে-কোনও শ্যাম্পু নয়, থেরাপিস্টের পরামর্শ অনুসারেই কিনতে হবে শ্যাম্পু ও অন্যান্য হেয়ার স্টাইলিং প্রডাক্ট। শ্যাম্পুর সঙ্গে কন্ডিশনিং ও হেয়ার সিরাম ব্যবহার করাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

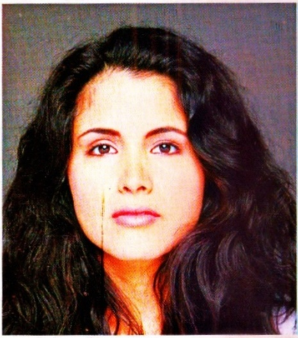
কেরাটিন ট্রিটমেন্টের পর হেয়ারস্টাইলিং করা যায় কি?

কেরাটিন এমন এক প্রোটিন, যা ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করে আপনার চুলকে আরও আকর্ষক করে তুলবে। সাধারণত চুল ব্লো ড্রাই করলে যেমন রুক্ষ দেখায়, কেরাটিন অ্যাপ্লাই করার পর তার থেকে অনেক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেখাবে আপনার চুল। তবে মনে রাখবেন, হিট ড্রাই নয়, বেছে নিন কুল ড্রায়ার। যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন যে-কোনও হিটেড স্টাইলিং প্রডাক্ট। হেয়ার মুজ় বা অন্যান্য কেমিক্যাল প্রডাক্ট না ব্যবহার করাই উচিত। চুলের চরিত্র অনুসারে, থেরাপিস্টের পরামর্শমতো হেয়ার সিরাম ব্যবহার করুন, তারপর যেমন খুশি স্টাইলিং করুন।

কী ধরনের চুলে কেরাটিন ট্রিটমেন্ট করা চলে?

যে-কোনও চুলের জন্যই কেরাটিন ট্রিটমেন্ট আদর্শ। বিশেষত কোঁকড়ানো চুলের জন্য তো কেরাটিনের তুলনাই নেই। কেরাটিন অ্যাপ্লাই করার পর আপনি জট পড়া চুলের কথা ভুলেই যেতে পারেন। কিছু নিয়ম মেনে চললে তিন







থেকে চার মাস আপনি চুল নিয়ে চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন। তবে কত মাস পর আবার কেরাটিন ট্রিটমেন্ট করাবেন, সেটাও জেনে নিন বিশেষজ্ঞর কাছ থেকে।

ট্রিটমেন্টের পর কোন শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন?

ট্রিটমেন্টের পর হেয়ার অ্যানালাইজ়ার মেশিন দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিন। তারপর আপনার চুলের ক্যারেক্টার অনুসারে কী শ্যাম্পু বা কন্ডিশনার প্রয়োজন, তা জেনে নিন। আপনি মাসে একদিন বিউটি স্যালোনে গিয়ে চুলের যত্ন নিতে পারেন, কিন্তু বাকি ২৯ দিন আপনি বাড়িয়ে কীভাবে যত্ন নিচ্ছেন, সেটাই আসল। আপনি যদি ভুল শ্যাম্পু বা হেয়ার প্রডাক্ট ব্যবহার করেন, তাহলে কেরাটিন ট্রিটমেন্টের এফেক্ট নষ্ট হয়ে যেতেই পারে।

কেরাটিন করার পর চুলে কালারিং, স্ট্রেটনিং বা অন্যান্য কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করা যায় কি?

চুল কালার করা বা অন্যান্য কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করার পর যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেরাটিন ব্যবহারে তা অনেকটাই মেরামত হয়ে যায়। যদি কোনও কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করার পরিকল্পনা থাকে, তা হলে কেরাটিন ট্রিটমেন্ট নেওয়ার আগেই করান। ঘন ঘন কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট বা কালারিং করেন যাঁরা, তাঁদের ক্ষেত্রে কেরাটিনের এফেক্ট খুব বেশিদিন স্থায়ী না-ও হতে পারে। তাই যে-কোনও কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট করানোর পরেই কেরাটিন করান।

ডগা ভাঙা চুলে কেরাটিন কীভাবে কাজ করে?

শুধু চুলের ডগা নয়, নানা কারণে মাঝখান থেকেও চুল ভেঙে যেতে পারে। বাইরে থেকে বাড়তি কেরাটিনের জোগান, সেই ক্ষতি পূরণ করে দেয়।

কেরাটিন করার পর চুল কি স্ট্রেট হয়ে যায়?

কেরাটিনে এমন এক অ্যান্টি-কার্ল এফেক্ট থাকে, যাতে ধীরে ধীরে চুলের কার্ল খুলে যায়। খুব বেশি কোঁকড়ানো চুল হলে, সেই কার্ল খুলতে সময় লাগে বেশি। হালকা ওয়েভ থাকলে, সহজেই চুলে স্মুদনিং এফেক্ট আসে। কেমিক্যাল স্ট্রেটনিং-এ যে-ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, কেরাটিন ট্রিটমেন্টে সেই ভয় নেই। উপরন্তু চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কেরাটিন করার পর চুলের যত্ন নেবেন কীভাবে?

খুব কঠিন কিছু ব্যাপার নয়, ব্যবহার করুন সোডিয়াম সালফেটমুক্ত শ্যাম্পু। নামী ব্র্যান্ডের কালার-কেয়ার শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। ট্রিটমেন্টের এফেক্ট অনেকদিন ধরে রাখতে নিয়মিত শ্যাম্পুর সঙ্গে সঙ্গে কন্ডিশনিংও করান।

কোন কোন পার্লারে এই ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন, রইল তার কিছু ঠিকানা—

অত্রি'জ়

৪০ অরবিন্দ সরণি, শোভাবাজার
কলকাতা- ৭০০০০৫
যোগাযোগ- ৯৮৩৬৩৬৬৯৯৯, ২৫৩০ ১২৮৬

কলরস্

৮ হো চি মিন সরণি, ক্যামাক স্ট্রিট,
কলকাতা- ৭০০০৭১
প্যান্টালুনসের বিপরীতে
যোগাযোগ- ২২৮২৬৭৪৪,২২৮২৬৩১৭
৯৮৩০২০৩৪২১, ৯৭৪৮৩৭১৭৪০

ব্রিজেট জোনস্ বিউটি স্যালন

৭৮বি শরৎ বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২৫
যোগাযোগ- ৩২৫১ ২৮২৯

হেড টার্নারস

৩এ গুরুসদয় রোড, বালিগঞ্জ,
কলকাতা- ৭০০০১৯
যোগাযোগ- ২২৮৩৭৩২৩, ৯৩৩১০৪৩০৭৪

ব্রেস্টে

কোয়ালিটি ইমপ্ল্যান্টই শ্রেয়

একটা সময় ছিল যখন প্লাস্টিক সার্জারি বলতে বোঝাত কাটা-ছেঁড়া, পুড়ে যাওয়া, ক্যানসারে আক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনর্গঠন বা নতুনভাবে মেরামত করে যতটা সম্ভব আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কসমেটিক এবং অ্যাস্থেটিক সার্জারি। এর চাহিদাও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে বিশেষত মহিলাদের কাছে।

একজন মহিলা কসমেটিক সার্জনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় মেয়েরা মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে বেশি মুক্ত মনে নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারে। অনেক রকম সমস্যা নিয়েই তাঁরা আসে। যেমন অস্বাভাবিক স্তন বা ব্রেস্টের সমস্যা। মহিলা সার্জন হওয়ায় এই সমস্যাটি নিয়ে মেয়েরা আমার কাছে প্রায়ই আসে। শরীর অনুপাতে ছোট ব্রেস্ট, কারোর বড় বা স্যাগিং ব্রেস্ট।

ব্রেস্ট সার্জারি সাধারণত দুই রকম

- ছোট স্তন বড় করা (**ব্রেস্ট অগমেন্টেশন**)
- বড় স্তন ছোট করা (**ব্রেস্ট রিডাকশন**)

ব্রেস্ট অগমেন্টেশন

এটি এককথায় ছোট ব্রেস্ট বড় করা। দেহের তুলনায় ব্রেস্টের আকার ছোট হলে তখন সাধারণত ব্রেস্ট অগমেন্টেশন করাতে আসেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ছোট স্তন বড় করার সময় শরীরের আকৃতি ও নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করা হয়। রোগীর পছন্দমতো সাইজার আনুজায়ী ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্টের মাপ ঠিক করেন ডাক্তারবাবু। কারও ছোট ইমপ্ল্যান্ট লাগে, কারও বড়। এই ইমপ্ল্যান্ট গুলির দাম বিভিন্ন রকম। আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন থেকে এই ইমপ্ল্যান্ট গুলি আসে। গুণগত মানের জন্য ইমপ্ল্যান্টের দাম হেরফের হয়। তবে সব সময় কোয়ালিটি ইমপ্ল্যান্ট লাগানো উচিত, এতে খরচ বেশি পড়লেও সুবিধা অনেক।

ইমপ্ল্যান্ট-এর বদলে ফ্যাট গ্রাফটিং

এটাও জানা প্রয়োজন, ব্রেস্ট সার্জারির পরে যে ব্রেস্ট তৈরি হয় তা চিরস্থায়ী, প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা তৈরি করে না। তবে অবশ্যই দরকার দক্ষ সার্জনের।



সতর্কতা

প্রথমত : সব সার্জারির মতোই ইনফেকশনের চান্স থাকে।

দ্বিতীয়ত : ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো পোশাক পরতে হবে।

তৃতীয়ত : সাবধানতা - প্রথম দিকে যেন কারও সঙ্গে ধাক্কা না লাগে।

ব্রেস্ট রিডাকশন

এককথায় বড় ব্রেস্ট ছোট করা। প্রেগনেন্সির পরে যেমন বড় ব্রেস্ট কমন, তেমনি অনেক বাচ্চা মেয়েদেরও বড় ব্রেস্ট থাকে, আর এতে মেয়েটিও অনেক সময় মানসিক সমস্যায় ভোগে। এসব ক্ষেত্রে, ভেতরের ফ্যাট বাদ দিয়ে সার্জারি করা উচিত। অবশ্যই এরপর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ প্রয়োজন।

পুরুষদের ক্ষেত্রে বড় ব্রেস্টের সমস্যা

পুরুষদের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই যে বড় ব্রেস্ট দেখা যায়, তাকে গাইনেকোম্যাস্টিয়া (Gynaecomastia) বলে। এ-সব ক্ষেত্রেও কসমেটিক সার্জারি করে স্বাভাবিক আকৃতির ব্রেস্ট আনা সম্ভব।



ডাঃ শীলা রোহাত্গী
এম বি বি এস, এম এস, এম সি এইচ (প্লাস্টিক সার্জারি)
কনসালট্যান্ট প্লাস্টিক ও কসমেটিক সার্জেন
দি ক্যালকাটা অ্যাস্থেটিক সার্জারি ক্লিনিক
দূরভাষ : **98300 40061**
2475 8681 • 4008 7934
(রবিবার এবং ছুটির দিন বাদে
দুপুর ১২টা থেকে সন্ধে ৭টা)



সুবর্ণ A Dream Destinationfor Every Women...

সুবর্ণ

১৬৩ লেক টাউন, ব্লক-বি, শুভলক্ষ্মী অ্যাপার্টমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৮৯, ফোন: ৯৮৩০৪৯০৬০৪/ ৯০৩৮১৯২৭৮৫/৯৮৩৬৫৬২৪৭৬
চান্দেরী বিষ্ণুপুরী সিল্ক ও তাঁতের শাড়ির উপর বাটিক হ্যান্ড পেন্টিং, অ্যালকোহল, পেন্টিং, স্টিচ এবং ব্লক প্রিন্টিং-এর অনবদ্য কালেকশন। এছাড়াও পাবেন বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডলুম শাড়ি। দাম:৫০০-৬০০০ টাকা। পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে উপহারের ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার বন্ধ। অন্যান্য দিন-১১:৩০-৮ টা।

Kaushiki's ®

কৌশিকি

ডিজ়াইনার: কৌশিকী বিশ্বাস
১১ সি, নর্দার্ন অ্যাভিনিউ, পাইকপাড়া, কলকাতা-৩৭
ফোন:
৯৮৩০১২৬৬১১/৯৮৩০০০৮২৬১
মডেলের শাড়িটি তসরের উপর প্রিন্ট
দাম: ৩৬৫০ টাকা
বিশেষ বিশেষ পোশাকের উপর ১০%-৫০% পর্যন্ত ছাড়।
চলবে নববর্ষ পর্যন্ত।
সময়: ১২-৮ টা।
হোলসেলাররা যোগাযোগ করুন।



মডেল চন্দ্রিমা, অরিত্রি, ডোনা



SANGITA'S BOUTIQUE & EXCLUSIVE DESIGN

সঙ্গীতাস বুটিক

ডিজ়াইনার: সঙ্গীতা ভট্টাচার্য, শপ নং:৫৭ বালিগঞ্জ, নিউ মার্কেট, ৩ ফ্লোর, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২৯
ফোন: ৯৮৩০০৬৪৫৬০/৯৯০৩৯৯৮২০৪
Mail:sangitabhttchry@yahoo.co.in.
websibe:www.sangitasboutique.com
হ্যান্ডলুম ঘিচা মটকা সিল্ক তসর সাউথ কটন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ধরনের শাড়ি এবং কুর্তি সালোয়ার স্যুট ও পাতিয়ালার উপর আকর্ষণীয় ডিজ়াইন-এর বিশেষত্ব নিয়ে আমরা সবসময় প্রস্তুত। (হোল সেলারদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা আছে) ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত সমস্ত কেনাকাটার উপর ১০%-২০% ছাড়।



Tithi's

তিথি

ডিজ়াইনার: তিথি বসু দত্ত
বি-১/১২, ডায়মন্ড পার্ক, জোকা
কলকাতা-১০৪
ফোন: ৯৪৩৩৪৯৭১১০/৯৮৮৩৫০
৭১৪৬/৯০৫১২৯২২৮৬

চান্দেরি ঘিচা কাঞ্চি কটন কেরালা কটন কনক্কারি উপাড়া পাটোলা ইত্যাদির বিপুল সম্ভার। উপরের শাড়িটির দাম: ৮৫০০ টাকা।
চৈত্র সেল: প্রতিটি কেনাকাটায় ছাড়। ৫%-২০% অবধি।

১৯ শে এপ্রিল

19 A April

ওয়ার্কশপ: ৩৩/১, সীতানাথ বোস লেন, সালকিয়া, হাওড়া-৬
ফোন:
৯৮৩১২২৮১৪৬/৯৮৩৬২৫২২৫৬

'সামার কালেকশনে' পাবেন ডিজ়াইনার ঘেসের শাড়ি, বেনারসের মটকা, কেরালা কটন, পিপলি, সুপারনেট/ চান্দেরি, মলমল ডাব্বু প্রিন্ট, ও বাগরু প্রিন্ট, কোটায় রিভার্স অ্যাপ্লিক, বাপ্তায় কন্তা পেন্টিং, কটন ঘিচা এম্ব্রয়ডারি প্রভৃতি। এছাড়া বাংলার হ্যান্ডলুম-এর শাড়ি (মসলিম নয়েল লিলেন)।
আগামী ১০ই এপ্রিল বেলঘরিয়ার নজরুল মঞ্চে সমাজসদন হল-এ সামার কালেকশন-এর এক্সজিবিশন ও সেল।





Panache Boutique

পানাশ

Sree Tower-2, Fl No.-A, 2nd Floor, VIP Road, Raghunathpur, kol-59, (Beside Host International),
Phone: 9830049744

এমনভাবে সাজুন যাতে অনেক লোকের মধ্যেও আপনাকে আলাদাভাবে চেনা যায়। এই জন্যই পানাশ এনেছে নজরকাড়া শাড়ির সম্ভার। ডিজ়াইনার কাঞ্জিভরম সিল্ক, কাতান, তসর, টাঙ্গাইল, বালুচরী, সাউথ কটন। ডিজ়াইনার কুর্তী ও টপস। বুধবার থেকে সোমবার ১২-৭ টা। (মঙ্গলবার বন্ধ) ১ বৈশাখ উপলক্ষে বিশেষ ছাড় ২৫% পর্যন্ত।

দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় কোয়ার্টার শতক। কলেজ-সিঁড়ির প্র্যাকটিস প্যাড থেকে দেশ-বিদেশের কনসার্ট, নিছক বন্ধুত্ব থেকে হয়ে-ওঠা চন্দ্রবিন্দু। মহড়ার শেষে ব্রিজের আড্ডা, রাতের বাস স্ট্যান্ডে গাড়ির অপেক্ষা, হুট করে বেড়াতে চলে যাওয়া কোথাও অথবা দোলের দুপুরে ভাং খেয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। চিঠি লিখতে লিখতে এমন কত কী মনে পড়ে যাচ্ছে দুজনেরই। আরও একবার পুরনো অ্যালবামের খেলায় যার যার দান খেলছেন **অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়** ও **উপল সেনগুপ্ত**



ছেঁড়া ঘুড়ি রঙিন বল

উপল,

এমন এমন সব ঘটনার কথা মনে করাচ্ছিস, ফিরতি চিঠি না লিখে উপায় কী! এক-একটা ঘটনা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় অনেকটা, যার যাওয়ার কথা ছিল চন্দননগর, হয়তো সে-ই পাকেচক্রে চাঁদে পাড়ি দিল যোগাযোগের ফেরে। সত্যি চাঁদে পা না দিলেও চন্দ্রবিন্দুতে তো পা দিলাম, তার মূলে কিন্তু কলেজ ফেস্ট। তোর সঙ্গে আলাপ হওয়া। চন্দ্রিলের সঙ্গে। সব একজোট হওয়া। টেনি বা শুভেন্দুর কলকাতা ছেড়ে যাওয়া। সুরজিৎ-অরূপের ব্যান্ডে আসা। সময় ব্যাপারটা ভারী বিচিত্র। কখন যে কাকে কী দিয়ে যায়! যে আশ্চর্য এল ডোরাডো খুঁজতে আমাদের নানান বন্ধুরা পাড়ি দিল ভিনদেশে, অচিন মুলুকে— তা তারা খুঁজে পেল কি না কে জানে! তবে কলকাতাকে পেল না তো বটেই। সে জন্য কম মনখারাপ করে দিন কাটাল না তারা। আমরা, যারা কোনও পরীক্ষাতে লেটার পাইনি, সিকি-আধুলির মতো ঝুলে রইলাম কলকাতার তলানিতে। এখন ভাবি, কী ভাগ্যিস ঝুলে ছিলাম। তবেই তো বাসটার ভিতরে ঢুকে মৌলালির পরই বসার জায়গাও পেলাম। কলেজ ফেস্টের কত হাততালি পেলাম। কত মুগ্ধ দৃষ্টি, কত ছক-নিছকের রূপকথা। এমনকী এল ডোরাডোও। ফেস্ট মানে আমাদের কাছে যেমন কম্পিটিশন ছিল, আবার ছিলও না। কয়েকটা চাকতির জন্য শেষের দিকে অবশ্য কিছু টক্কাও জুটছিল। ভয়ানক কোনও মরণপণ সংগ্রাম ছিল না। যা ছিল তা হল আশ্চর্য এক জীবনের রং



খুঁজে বেড়ানো কলেজ থেকে কলেজে। একটা ইভেন্ট থেকে আরেকটা ইভেন্টের ফাঁকের যে সময়টা, সেই সময় কত মহিলা ফ্যানদের তুই গান শোনাতিস গিটার বাজিয়ে। মঞ্চের চেয়ে কিছু কম গুরুত্ব ছিল ওই পারফরম্যান্সগুলোর? তেমন কেউ এগিয়ে এসে যদি বলত, উপলদা গাও না প্লিজ়— ব্যাস্, আর ঠেকায় কে!

ফেস্ট এটুকুই তো আত্মবিশ্বাস তুলে দিয়েছে আমাদের হাতে। বাদবাকি যেটুকু, সেটুকু চন্দ্রবিন্দু। আমাদের বানানো নতুন আরেকটা ফেস্ট। যার ভিতর অনেক বন্ধুর এনকোর, হাততালি আর প্যাঁক জড়ানো।

চন্দ্রবিন্দুর হয়ে আমার প্রথম অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ছে। শিবপুর বি ই কলেজ। নবীনবরণ। তখন আমাদের 'আর জানি না'-র কাজ চলছে। তুই বললি, চল এই প্রোগ্রামটায় গাইবি। তোর কয়েকটা পপুলার গান। মানে 'সুইটহার্ট' বা 'তানানা'। এর আগে স্টেজে গান তো গেয়েছি। কিন্তু সেগুলো স্কিট বা অ্যাডস স্পুফ করার আড়ালে। শুধু গান গাওয়ার জন্য মঞ্চে উঠব! পারব? নানা দোটানায় শেষমেশ মঞ্চে উঠলাম। শিবপুরে চন্দ্রবিন্দুর একটা আলাদা পপুলারিটি ছিল। তার তালে ঠেকা দিতে কোনও সমস্যা হয়নি। ওটা চন্দ্রবিন্দুর হয়ে প্রথম প্রোগ্রাম সুরজিৎ অরূপেরও। স্টেজে ওঠার সময় কি একবারও ভাবতে পেরেছিলাম এরপর তুই-আমি-চন্দ্রিল-সুরজিৎ-অরূপ— এই চন্দ্রবিন্দু অ্যান্ড কোং-এর পরের আঠারোটা বছর গান ফিরি করে বেড়াবে একসঙ্গে? ৮৯'র চন্দ্রবিন্দু ২০১৪'য় সত্যিই পা ফেলবে তার পঁচিশ বছরে!

অ্যাই, ফেভিকল আমাদের নিয়ে একটা অ্যাড বানাতে পারে না?

অনিন্দ্য

অনিন্দ্য,

কথাটা তুই ঠিকই লিখেছিস। যেভাবে নেই নেই করে ২৪ বছর ব্যান্ড-টা কাটিয়ে দিল, ফেভিকল আমাদের নিয়ে একটা মেগা অ্যাড করতেই পারে। কিন্তু আমাদের এই টিকে যাবার আসল কারণটা কী? বন্ধুত্ব, নতুন ধরনের গান, নাকি পুরোটাই কপাল? এত বছর বাদে এসে আমার মনে হয় বন্ধুত্বটাই সব থেকে বড় ফ্যাক্টর। সেই রাত জেগে আড্ডা, গান কম্পোজ় করা, স্ক্রিট বানানো, কখনও আবার বুদ্ধির গোড়ায় সার দেবার জন্যে ব্রিজ খেলা। সেদিনই আমার দাদা খুব দুঃখ করছিল। 'আজকাল তোরা প্র্যাকটিসের শেষেই তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাস, তাই আর ব্রিজ খেলা হয় না।' আমি বললাম, 'রিহার্সাল শেষ হতে হতেই তো সাড়ে ন'টা বেজে যায়, খেলব কখন।' 'কেন? এগারোটা অব্দি তো দিব্যি খেলা যায়!' দাদার এই উত্তর শুনে আমার পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। তখন তোদের বাড়ি ফেরার কোনও তাড়াই ছিল না। দশটা, এগারোটা, কখনও বারোটা অব্দি আড্ডা চলেছে, তবে দাদা না থাকলে। দাদা থাকলে দশটা বাজলেই, এসে আমাদের আড্ডা ভেঙে দিত। জোর করে তোদের উঠিয়ে দিত। একরকম তাড়িয়ে দেওয়াই বলা যায়। আর এখন দ্যাখ, সেই দাদাই ব্রিজ খেলা হয় না বলে আপশোস করছে।

দাদা থাকলে দশটা বাজলেই, এসে আমাদের আড্ডা ভেঙে দিত। জোর করে তোদের উঠিয়ে দিত। একরকম তাড়িয়ে দেওয়াই বলা যায়। আর এখন দ্যাখ, সেই দাদাই ব্রিজ খেলা হয় না বলে আপশোস করছে



এমন অনেকদিন হয়েছে, তোরা আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস এগারোটা কি সাড়ে এগারোটা। আজ থেকে কুড়ি বছর আগেকার কথা। তখন সল্টলেক ন'টা বাজলে সুনসান। বাসের দেখা মিলত না। প্রত্যেকবার মনে হত আজ নিশ্চিত তোরা বাড়ি ফেরার গাড়ি পাবি না। আমিও মনে মনে তাই চাইতাম। গাড়ি না পেলে তো আবার সারা রাত আড্ডা। চন্দ্রিল বলত, 'অনিন্দ্যর যা কপাল, বাড়ি ফেরার কিছু একটা ঠিক পেয়ে যাব।' আর অদ্ভুতভাবে রোজই কোনও না কোনও চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত, যারা তোদের লিফট দিয়ে দিত। তুই কাগজের অফিসে চাকরি করতিস। তাই চেনা লোকের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। কিছু সময় আবার কোনও ভাড়া গাড়ি ফিরতি পথে তোদের তুলে নিয়েছে। বাস স্ট্যান্ডে গাড়ির অপেক্ষায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত। সেখানেও জোর আড্ডা চলত। মনেই হত না অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

একেই বলে বন্ধুত্ব। আর সেটা না হলে কি একুশ দিনের মাথায় দিল্লি থেকে ফিরে আসতাম? তুই যেমন বললি না, যে যাবার কথা ছিল চন্দননগর, যোগাযোগের ফেরে পাকেচক্রে চলে গেল চাঁদে? আমার ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটেছে। আর্ট কলেজ পাস করে বসে আছি। তেমন কিছু হচ্ছে না জীবনে। বাড়িতেও চাপ বাড়ছে। সেই সময় 'ন্যাসকম'-এর একটা ফেয়ার হল নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। দিল্লিতে গ্রাফিক ডিজ়াইনারের চাকরি জুটে গেল 'বাইনারি সেমেনটিক্স' বলে একটা কোম্পানিতে। তখনকার হিসেবে খুব খারাপ অফার না। আর দিল্লিতে আমার মামার বাড়ি, তাই থাকারও কোনও সমস্যা ছিল না। তবে আমি খুব শীতকাতুরে আর সময়টা ছিল ডিসেম্বর মাস। দিল্লির শীতে আমি একেবারে কাবু হয়ে পড়েছিলাম। তবে এখন বুঝি, শীতটা একটা অজুহাত ছিল। গার্গীর জন্য মনকেমন আর বন্ধুদের মিস করা, এই দুটোই আমাকে ফিরিয়ে এনেছিল। ভাগ্যিস সাহস করে ফেরার ডিসিশনটা নিতে পেরেছিলাম! এখনও তাই শুভেন্দু-টেনি-দেবপ্রিয়দের খুব মিস করি। ওরা যদি সাহস করে কলকাতায় থেকে যেতে পারত! চন্দ্রবিন্দু মানে তো খালি অ্যালবামের গান না। কত কনসার্ট দেশ বিদেশে করেছি। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, আবার নতুন বন্ধুও হয়েছে। আর তার সঙ্গে জুড়ে গেছে অগুনতি সুন্দর স্মৃতি। লন্ডনে প্রথমবার কনসার্ট করতে গিয়ে যখন অমিত-পারমিতার বাড়ি ছিলাম, তখন কত মজাই না করেছি। দুটো ঘরে গাদাগাদি করে আমরা সাতজন। পারমিতার হাতের রান্না তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছি, আবার ভূতের মুখোশ পরে অমিতকে ভয়ও দেখাচ্ছি। রোজই প্ল্যান হত সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব, লন্ডন শহরটা ভাল করে দেখব, কিন্তু রাত জেগে গল্প আর অ্যাডাল্ট ভিডিও দেখে সকালে আর ঘুমই ভাঙত না।

অমিত-পারমিতা এখন কলকাতায়। পরশু এসেছিল, দোল খেলা নিয়ে অনেক প্ল্যান হল। সেই পুরনো একটা দোলের ঘটনাও আলোচনায় বারবার ফিরে ফিরে আসছিল। তখন অমিত কলকাতায় ডাক্তারি করছে। সবাই মিলে প্ল্যান হল আমাদের বাড়িতে দোল খেলা হবে। তুই, রাজেশ, গার্গী, সবাই ছিল। নিশ্চয়ই মনে আছে তোর। দোল মানেই ভাং-এর সরবত। সেই সরবত খেয়ে আমরা রং মাখাতে বেরিয়ে পড়লাম আমাদেরই পাশের পাড়ার এক বন্ধুকে। ততক্ষণে সরবতের এফেক্ট আমাদের অনেকেরই শুরু হয়ে গিয়েছে। অমিত বাড়িতে থেকে গেছিল। ফিরে এসে দেখি ও প্যাসেজের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্যাঙ্কের ঢাকনার ওপর বসে রয়েছে। রামকৃষ্ণ ওর ওপর ভর করেছে। তৃতীয় অবস্থায় চলে গেছে। কিছুতেই আর টেনে নামানো যাচ্ছে না। চোখ বুজে তারস্বরে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে যাচ্ছে। আর গায়ে হাত দিলেই চিৎকার করে উঠছে— 'পুড়ে গেল, পুড়ে গেল!' আমরা নাকি সব ভোগীর দল। ওর পবিত্র দেহ ছুঁলে ও অপবিত্র হয়ে যাবে। আমরা তখন এই নিয়ে যতই হাসাহাসি করি না কেন, পারমিতা করতে পারেনি। বিয়ের আগে আমরা সবাই মিলে একবার শিমুলতলাও বেড়াতে গেছিলাম। এই অমিতও ছিল। সঙ্গে ছিল পরমা, গার্গী, স্যান্ডি, জয়দীপ, সব্যসাচী, চন্দ্রিল আর তুই। দুটো মেয়েকে আমাদের সঙ্গে ছাড়া হবে বলে আমার মা আর স্যান্ডির মা আর বোন জুড়ে গেল আমাদের দলে। কোনও হোটেল বুকিং আগে থেকে করা ছিল না। তুই আর সব্য আগের দিন বেরিয়ে পড়লি। অনেক কষ্টে একটা বাড়ি জোগাড় হয়েছিল। বাড়ির নাম বিন্দুবাসিনী। স্যান্ডির বোন টিনাইকে রাতে ঘরে ফেরার সময় ভয় দেখানো, বাড়ির বাইরে খোলা মাঠে লম্বা উঠে যাওয়া সিঁড়ির স্ট্যান্ড অ্যালোন বাথরুম, সব মিলে জমজমাট সেই ট্যুর। আর সব থেকে মজার অমিতের সেই বিখ্যাত সাইকিয়াট্রি স্পেকুলেশন, যার কিছুই শেষ অব্দি মেলেনি। এরকম অনেক ঘটনাই ভুলতে বসেছিলাম। চিঠি লেখার দৌলতে একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে। তাই তোর কাছ থেকে আরও চিঠি এক্সপেক্ট করছি।

উপল

ছবি শান্তনু সরকার
লোকেশন দেজ পাবলিশিং
(চলবে)

SARADHA

আট মুখে খাঁটি কথা

নয়াদিল্লি

কলকাতা

শিলিগুড়ি

দুর্গাপুর

গুয়াহাটি

শিলচর

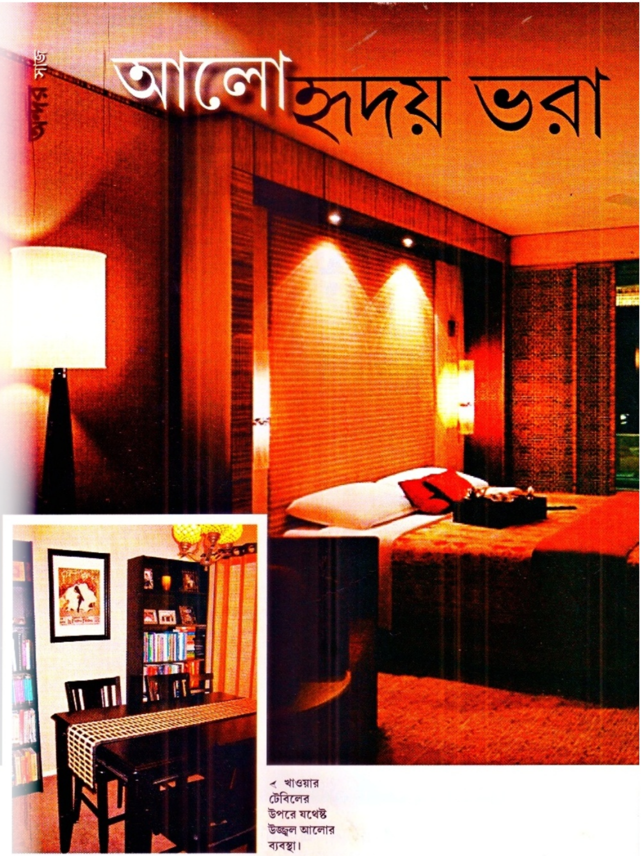
শিবসাগর

আগরতলা

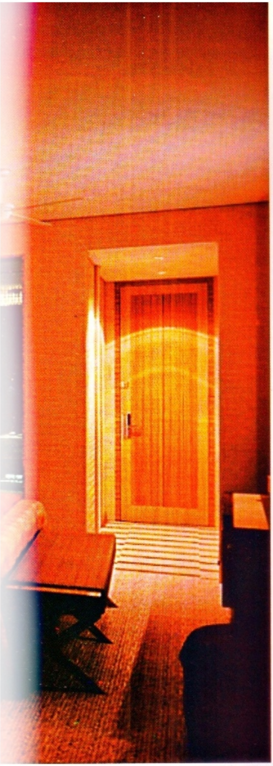


আপনার ভাবনা আপনার ভাষায়

আলো হৃদয় ভরা



◀ খাওয়ার টেবিলের উপরে যথেষ্ট উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা।



বাথরুমের একটা ন্যাড়া বাল্‌ব কিংবা রান্নাঘরে টিমটিমে চল্লিশ ওয়াটের আলো কেবল অসুন্দর নয়, কাজের ক্ষেত্রেও অসুবিধাজনক। কোন ঘর কীভাবে আলোয় সাজাবেন জানাচ্ছেন সাবর্ণী দাস



ক্যান্ডেললাইট ডিনার করার কথা ভাবছেন! তার জন্য চাই মোমবাতি। পড়ার জন্য প্রয়োজন ঝকঝকে আলো কিংবা বইয়ের উপরে পড়বে এমন স্পট, লিভিং এরিয়ার জন্য আদর্শ দেওয়ালবাতি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের টেবিল ল্যাম্প, বেডরুমে বেডসাইড টেবিলে চাই ল্যাম্প এবং বাদ দেওয়া চলবে না বড় আলোও।

আলোর কথা শুরু করলে শেষ করা প্রায় অসম্ভব। অথচ নেহাতই জরুরি এই বস্তুটির প্রয়োজনীয়তা প্রায় অগোচরেই থেকে যায় আমাদের।

শোওয়ার ঘর

সারা দিনের শেষে উজ্জ্বল আলো বিরক্তিকর। অথচ এই ঘরটিতে থাকে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস। তাই শোওয়ার ঘরে চাই দু'ধরনের আলো– দেওয়ালে লাগানো বড় আলো এবং টেবিল বা বেডসাইডের টেবিল ল্যাম্প। ঘরের মাপ ও সাজ বুঝে হতে পারে এই ল্যাম্পগুলির আয়তন। তার আগেও বুঝে নিতে হবে আপনার লাইফস্টাইল। যেমন, আপনার পড়ার জায়গা কি এই শোওয়ার ঘরেই— তাহলে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিংবা এখানে কি ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে কাজ করতে চান? নাকি সেলাই করবেন? এইসব কথা মাথায় রেখে তবেই শোওয়ার ঘরের আলো বাছা দরকার।

কয়েকটি টিপস

- শেড বাছার সময় দেখবেন সেটি যেন বেশি ওপেক না হয়। এতে আলো ছড়াবে কম, শোওয়ার ঘর অন্ধকার দেখাবে।
- সুইচগুলো সহজে খোলা ও বন্ধ করা যায় এমনটা দেখে নেবেন।
- কোনও আলোই যেন মাথার উপরে না থাকে। এতে অসুবিধে হতে পারে।
- জামাকাপড় পরা বা মেক আপের জায়গাটিতে প্রয়োজনীয় আলো আলাদা করে করা দরকার।
- বেডসাইড ল্যাম্প-এর আলো যেন সরাসরি চোখে না পড়ে।
- ঘরে ঢুকেই যেন সুইচবোর্ড পাওয়া যায়।
- পারলে আলমারির মধ্যেও আলোর ব্যবস্থা করতে পারেন।

বসার ঘর

আপনার পরিবার ও তার রুচি প্রতিফলিত হয় এই ঘরে। এই ঘরের রং, সাজসজ্জা, আসবাব মালুম করিয়ে দেয় আপনার পারিবারিক প্রেক্ষাপট। তাই ঘর সাজানোর সময় ভেবে নিন কী রং ব্যবহার করবেন, বসার জায়গাটা কতখানি হবে, টিভি রাখবেন কিনা ইত্যাদি। এই সব বিষয় স্থির করার পরেই আলোর বিষয়টি নিয়ে ভাবুন। শোওয়ার ঘরের মতো এই ঘরেও দেওয়ালের সাধারণ আলো ও সাইড টেবিল বা সাইডবোর্ডের আলোর প্রয়োজন আছে।

তবে এই ঘরের জন্য আর একটি অতিরিক্ত লাইটের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

^ সিলিং-এ স্পট লাইটের সঙ্গে এই বেডরুমটির ছোট্ট করিডরে আছে বিশেষ আলো। বেডসাইডেও সুন্দর ল্যাম্প।



▲ বসার ঘরের আলোর ব্যবস্থা করা দরকার ঘর কেমন সাজানো, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সাইড ল্যাম্প এবং দেওয়ালের স্পট লাইট থাকা দরকার মানানসই ভাবে।



➤ টেবিলের উপরে গাছ রাখলে সঙ্গে রাখুন পছন্দসই টেবিল ল্যাম্প।



সাধারণত বসার ঘরের দেওয়ালে পেন্টিং, ফোটোগ্রাফ, মুখোশ বা নানা ধরনের শিল্পকৃতি রাখা হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই এর উপর ফোকাস করে আলো দেওয়া দরকার।

কয়েকটি টিপস

- ল্যাম্প শেড বসার ঘরের রঙের সঙ্গে মানানসই না করে সাদা বা অফ হোয়াইট করাই ভাল।
- ল্যাম্পবেস যদি কুশন বা পরদার সঙ্গে ম্যাচ করতে পারেন তাহলে দেখতে ভাল লাগবে।
- ঘরে যদি কোনও 'প্রবলেম এরিয়া' যেমন, আলকোভ বা কোনও কোণ বেরোয় তাহলে দু-একটা ফার্নিচার ও ল্যাম্প শেড দিয়ে তা ইন্টারেস্টিং করে তুলতে পারেন।
- টিভি থাকলে তার জন্য যথার্থ আলো যাচ্ছে কিনা তা দেখে নেবেন।
- দেওয়ালের ছবি বেশি থাকলে স্পট বেশি দেবেন।

খাওয়ার জায়গা

খাওয়ার টেবিলের উপর সাধারণত পেনডেন্ট লাইট (গোল একটি হ্যাঙ্গিং আলো) সবাই ব্যবহার করেন। যদিও তার ডিজ়াইন এবং মাপ আলাদা হয়। তার ইদানীং পেন্টাগন আকারও খুব জনপ্রিয়। লম্বা টেবিলে একটা লাইট যথেষ্ট নয় বলে দুটো বা তিনটে লাইটও ব্যবহার হয়। সাইড বোর্ডে টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করতে পারেন। তবে খাওয়ার সময় উপরে বড় আলো জ্বালানো একান্ত প্রয়োজনীয়।

কয়েকটি টিপস

- খাওয়ার টেবিলের উপর যেন উজ্জ্বল আলো থাকে।
- টেবিলের উপর আলো দেওয়ার সুযোগ না থাকলে দেওয়ালে পর্যাপ্ত আলো দেবেন।
- অনেকক্ষেত্রে বসার ঘরের সঙ্গে খাওয়ার ঘর থাকে। দেখবেন দু'টি জায়গার আলোর মধ্যে যেন সাযুজ্য থাকে।
- ডাইনিং টেবিলে যদি অন্য কাজ যেমন পড়াশোনা, কম্পিউটার, সেলাই ইত্যাদি করেন তাহলে দেখে নেবেন তার জন্য যেন পর্যাপ্ত আলো হয়।

আলোর সন্ধানে

শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হাজারো লাইটের দোকান। স্বল্প পরিসরে বেশি ঠিকানা দেওয়া গেল না। এরই মধ্যে বেছে নেওয়া হল তিন প্রান্তের পাঁচটি দোকানের হদিশ।

- **মহল ল্যাম্প শেডস, মিন্টো পার্ক**
  ঠিকানা: ২২৭/২, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-২০ ফোন: ২২৮৭৭০৮৫
- **আইমেক্স কনসর্টিয়াম, এজরা স্ট্রিট**
  ঠিকানা: ১৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-১
  ফোন: ৯০৫১৩১০৩৩৩
- **মারুতি ল্যাম্প শেড, এজরা স্ট্রিট**
  ঠিকানা: ২৬, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা-১
  ফোন: ৩০২১০২৪৩
- **লাইট সেন্টার, বালিগঞ্জ**
  ঠিকানা: ৩৪/২এ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৯ ফোন: ২৪৬১৪৯১৭
- **সুপারলাইট, সল্টলেক**
  ঠিকানা: সিটি সেন্টার ১, শপ নং-সি ০০৫, কলকাতা-৬৪ ফোন: ২৩৫৮২০১৯

করিডর

বাড়িতে যদি কোনও গলি বা করিডর থাকে তাহলে সেই অঞ্চলের আলো করার দিকে আলাদা নজর দেওয়া দরকার। প্রথমে জানা দরকার এই করিডর কী কাজে ব্যবহার হয়। সাধারণত ফ্ল্যাটগুলোতে মূল দরজা থেকে ঘরের ভিতরে যাওয়ার রাস্তাটাই ছোট করিডর হয় এবং এখানে জুতো রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেক্ষেত্রে একটি হ্যাঙ্গিং লাইট বা দেওয়ালের আলো ব্যবহার করলেই চলে। যদি এখানে কোনও পেন্টিং ব্যবহার করেন তাহলে তার উপরে স্পট লাইট দিলে ভাল লাগবে।

➤ ব্যালকনি বা আউটডোর প্ল্যান্টে দিতে পারেন উজ্জ্বল স্পট। সৃষ্টি হবে এক আকর্ষক পরিবেশ।





➤ টেবিল ল্যাম্প বাছার সময় নিউট্রাল শেডের বাছাই ভাল। যে-কোনও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে যাবে।



‹ দেওয়ালে পেন্টিং বা ফোটোগ্রাফ থাকলে স্পট লাইট দেওয়া খুব জরুরি। এতে ছবিটা স্পষ্ট তো হয়ই, আশপাশের অঞ্চলও আলোকিত হয়।



^ হ্যাঙ্গিং ল্যাম্প শেড বাছার সময় নিউট্রাল ধরনের শেড নেওয়া ভাল।

কয়েকটি টিপস

- করিডরের রাস্তাটিতে পর্যাপ্ত আলো দিতে হবে, না হলে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
- দেওয়ালের একদিকে স্পট লাইট থাকলে তার উলটোদিকের দেওয়ালের আলোটি কী হবে ভেবে নেবেন।

পড়ার জায়গা

আজকাল পড়ার আলাদা ঘর পাওয়া চরম বিলাসিতারই নামান্তর। শোওয়ার ঘরের একধারে বা ব্যালকনি ঘিরে নিয়ে করা হয় পড়ার ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে যেখানে পড়াশোনা করবেন সেই জায়গাটিতে আলাদা আলোর ব্যবস্থা করে নিন। রিডিং এরিয়াতে অ্যাঙ্গেলপয়েজ় আদর্শ। তবে আজকাল নানারকমের ডেস্ক ল্যাম্প বেরিয়েছে, ব্যবহার করতে পারেন সেগুলোও।

রান্নাঘর

এই ঘরটির আলো খুব জোরালো হওয়া দরকার। কিন্তু সেকথা সবাই কি মনে রাখেন? অনেক রান্নাঘরে দেখা যায় টিমটিম করে আলো জ্বলছে, এতে কী রান্না করছেন, কতটা মশলা, কতটা নুন তা বোঝা সম্ভব হয় না। রান্নার আভেনের উপরে চিমনি লাগালে এই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে কারণ চিমনি থেকে জোরালো আলো যা সরাসরি রান্নার উপরে পড়ে। তবে এটি ছাড়াও দেওয়ালে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা দরকার। আনাজ কাটা, মাছ বাছা কিংবা বাসন মাজার সময় বা জায়গায় যাতে জোরালো আলো পড়ে সে দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

বাথরুম

একটু বড় মাপের বাথরুম সাধারণত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা থাকে। স্নানের জায়গা, কমোড এবং বেসিন এরিয়া। অনেকে কমোড এরিয়ায় বই পড়তে ভালবাসেন। সেক্ষেত্রে এই দিকে একটি আলো লাগাতে পারেন। বেসিন যেদিকে আছে সেদিকেও চাই জোরালো লাইট। অনেকে মেক আপ করার জন্য এই অঞ্চলটিকে বেছে নেন। ফলে তার জন্যও চাই স্পেশাল লাইট। এছাড়াও বাথরুমের দেওয়ালে দেওয়া দরকার সাধারণ জোরালো একটি আলো।

আধুনিক আলোর ব্যবস্থা

আজকাল ফলস সিলিং করাটা যথেষ্ট ফ্যাশনেবল। ফলস সিলিং করলেই দরকার হয় বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করা, তা সে স্পট দিয়েই হোক কিংবা সিলিঙের ধার বরাবর আলোর ব্যবস্থা করে হোক। সেক্ষেত্রে ঘরের বাকি আলো যেমন দেওয়ালে লাগানো, সিলিং থেকে ঝোলানো কিংবা ল্যাম্পশেডগুলির আলো কত জোরালো হবে তা ব্যালান্স করা দরকার।

আমাদের দেশে সূর্যের আলো থাকে সারাদিনের প্রায় অর্ধেক সময়ে। ফলে দিনের বেলা যেন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করা দরকার। অর্থাৎ জানলা, দরজা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে করা হয় তাহলে যে কোনও ঘরেই যথেষ্ট স্বাভাবিক আলো আসতে পারে।

ঘরে গাছ রাখা অনেকেই পছন্দ করেন। ঘরের কোণে, সাইড বোর্ডের উপর, বইয়ের তাকে দেখা যায় নানা মাপের নানা ধরনের গাছ। এই সব জায়গায় প্রয়োজনীয় আলো দিলে ঘরের মধ্যেও চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।



^ পড়ার জায়গায় অন্যান্য আলো থাকলেও টেবিলে দেওয়া দরকার রিডিং ল্যাম্প।

এপ্রিল cool

শপিং-এ গেলে মাথা গুলিয়ে যায় মাঝেসাঝেই। কী কিনব, কী কিনব না। বাজারে নতুনই বা কী? পরমা দিচ্ছে হাতেগরম খোঁজ। এক ঝলকে শপিং গাইড।

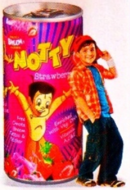
বাজার অনলাইন

সামনেই বিয়েবাড়ির মরশুম। আছে উৎসবের আবহও। সাহেব বিবি অউর গ্যাংস্টার রিটার্নস সিনেমায় সোহা আলি বা মাহি গিলের পোশাক দেখে ওইরকমই সাজার সাধ হয়ে থাকলে নেট খুলে সোজা চলে যান সিবাজারের ওয়েবসাইটে। সিনেমাটির অফিশিয়াল অনলাইন ফ্যাশন পার্টনার সিবাজার। এখানেই পেয়ে যাবেন প্রায় ১৬,০০০ ইন্ডিয়ান এথনিক ডিজাইনের শাড়ি, লেহেঙ্গা এবং শেরওয়ানি। অর্ডার করুন আর বাড়িতে বসে পেয়ে যান মনের মতো পোশাকটি। খোঁজ নিতে চোখ রাখুন cbazaar.com ওয়েবসাইটে।



নটি ফ্রুট ড্রিঙ্ক

ছোটদের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং টেস্টি হেলথ ড্রিঙ্ক আনল গ্রিনওয়েস। ডিএইচএ, ভিটামিন এ, সি, ই এবং ডায়েটারি ফাইবার-এ সমৃদ্ধ এই পানীয়টিতে কোনও সিন্থেটিক ইনগ্রেডিয়েন্টস বা ক্যাফেইন নেই। স্ট্রবেরি এবং ম্যাঙ্গো, দু'টি ফ্লেভারে পাওয়া যাবে। রঙচঙে প্যাকেজিং-এ ছোটদের বিশেষ প্রিয় ছোটা ভীমের ছবি নিঃসন্দেহে মন টানবে খুদেদের। পাবেন রিটেল স্টোরগুলোতে। দাম ৩৫ টাকা।





পিওরইট মার্ভেলা ইউভি

এক লিটার জল থেকে এক কোটি জীবাণু দূর করতে এগারো ওয়াটের ইউভি ল্যাম্প যুক্ত ওয়াটার পিউরিফায়ার বাজারে আনল পিওরইট। অটো শাট-অফ এবং ৪ লিটার স্টোরেজ সম্পন্ন মার্ভেলা ইউভির দাম থাকছে ৭,৯৯৯ টাকা। পাবেন হোম অ্যাপ্লায়েন্স শপে।

হাগিস ওয়ান্ডার প্যান্ট

পুঁচকেদের হাইজিন ও স্বাস্থ্যের কথা ভেবে হাগিস নিয়ে এল ওয়ান্ডার প্যান্ট। সফট ইলাস্টিকের উপরে কটনের সফট লেয়ার দেওয়া এই প্যান্টগুলো নরম ত্বককে ডাইপারের কারণে হওয়া র‍্যাশ, জ্বালা এগুলো থেকে বাঁচাবে। এটির স্পেশ্যাল ব্লু স্পিড ড্রাই ত্বককে রাখে শুকনো। আরামদায়ক এই ডাইপার প্যান্টগুলো পাওয়া যাবে স্মল, মিডিয়াম, লার্জ ও এক্সএল মোট চারটি সাইজে। ৫টির প্যাকেটের দাম থাকছে যথাক্রমে ৫৫, ৬৫, ৭০ ও ৯০ টাকা। ওষুধের দোকান এবং রিটেল স্টোরে পাবেন।



নিভিয়ার টোটাল ফেস ক্লিনআপ

আপনাকে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝকঝকে করে তুলতে নিভিয়া নিয়ে এল টোটাল ফেস ক্লিনআপ। এটি ত্বকের গভীরে গিয়ে ব্ল্যাকহেডস, ব্যাকটেরিয়া এবং যাবতীয় ধুলোময়লা পরিষ্কার করে। ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, সুন্দর। কম সময়ের মধ্যে ত্বক পরিচর্যার এমন হাতিয়ারের দাম থাকছে ৫০ মিলির জন্য ৯৯ টাকা। পাওয়া যাবে রিটেল স্টোরে।



তুঙ্গভদ্রার তীরে

পর্ব: ২৬ কাহিনি: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি: সর্বজিৎ সেন




অচিরেই
একটা সুন্দর গুহা আছে। আপাতত তাতেই থাকবে তোমরা।
!!
গুহা? গুহায় থাকব কেন? আচ্ছা জলপথে বণিকরা আসেনা?
দু'চারদিন আগে তারা এসেছিল। আবার আসবে সেই পরের বছর।
এত ভাল গুহা পাবে না কোথাও। আমাদের পুরনো মোড়ল থাকত এখানে।
আমাদের মোড়ল ঠিকই বলছে গো। গুহায় বেশ আনন্দে থাকবে।
কিন্তু আমার বড় পরিবার। অনেক মানুষ। সবার জায়গা হবে না।
সে মারা যাওয়ার পর থেকে গুহা খালি পড়ে আছে। ভেবেছিলাম আমি থাকব।
তোমরা আমাদের অতিথি। তোমরাই থাক।
গুহায় আগের মোড়লের জিনিসপত্র সব রাখা আছে। তোমাদের স্বামী স্ত্রীর দিব্যি চলে যাবে।
এ-এ-এখানে রাতে? আ-আমরা দু'জন! হা ভগবান!
আহা! মন্দ কী গা?
চিপিটক-মন্দোদরী আখ্যান নয় পরে শোনা যাবে। তবে সেই রাতের শেষে বিজয়নগরে শুরু হয় আরেক সকাল।

(শেষ)

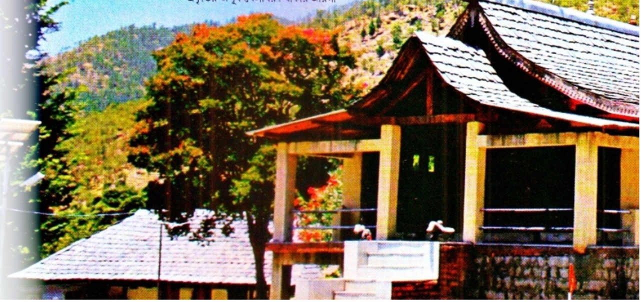
দু'জনে মিলে লাভার্স হিলে

একদিকে আপেল বাগিচা তো অন্যদিকে উপত্যকা জুড়ে পাতার গালিচা। হিমাচলে প্রকৃতির আশ্চর্য মায়াজড়ানো লীলা-নিকেতন লাভার্স হিল। নানা রঙের ভাঙা পাথর দিয়ে নকশা করা গ্রামের ঘরবাড়ি। জড়িয়ে আছে কিছু পৌরাণিক কাহিনিও। লিখছেন

অরুণাভ দাস

প্রেমিকের নামে পাহাড়ের নাম। বনের কোণে সঙ্গোপনে যেন দু'টি মনের সহাবস্থান। কিছু বোঝাপড়া। কিছু প্রেম। বিকেল নামছে লাভার্স হিলে। উপত্যকার কোলের ভিতরে হারিয়ে যাচ্ছে লাল টুকটুকে সূর্য। বনের আড়ালে পাঙ্গনা গ্রাম। আরও দূরে আরেকটা পাহাড়ের মাথায় রোহান্ডা। সেখানেও প্রকৃতির বেশবাসে দিনশেষের রং ধরেছে। ওই পথ দিয়ে স্বপ্নের সুতো ধরে ধরে এসে পড়েছি চিন্ডি গ্রামের লাভার্স হিলে। এখন সবে গরমের শুরু। সিমলা-মানালি কিন্নরে জনপ্লাবন। সেই হিমাচলেই আমরা ভিড়ে ভরা বাস্তবে নয়, জনমানবহীন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে চলেছি প্রকৃতির আশ্চর্য মায়াজড়ানো লীলা-নিকেতনে। এক রাত রোহান্ডায় কাটিয়ে পাঙ্গনা ঘুরে এখন চিন্ডি। এখান থেকেই দেখে নেওয়া হবে দেবভূমি কারসগ উপত্যকা ও আধ্যান শিবের গ্রাম খড়কন। সন্ধে নামছে পাহাড়চূড়ায়। প্রিয় মানুষটি নিবিড় আলিঙ্গনে বলতেই পারে, 'আরেকটু থাকি। শুধু দু'জনের জন্য অন্য কোথাও তো চাঁদ উঠবে না।' পাতার গালিচায় ধপ করে বসে পড়ি। জ্যোৎস্না মাখলে ভালবাসার রংটা কেমন হয়, সেটা দেখার সুযোগ হারানো যাবে না। আপনিও চলে যান পরের ছুটিতে, নিজের চোখে দেখে আসুন। মোহিত হয়ে যেতেও পারেন।

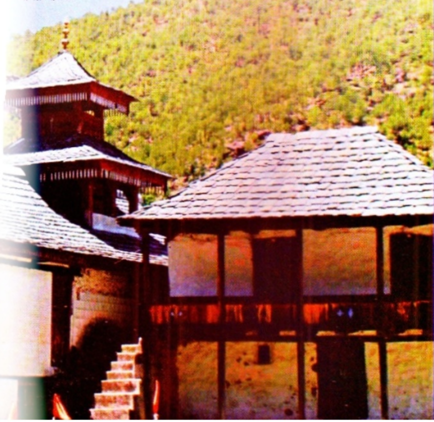
বেড়ানো শুরু রোহান্ডা গ্রাম থেকে। সাত হাজার ফুটেরও বেশি উঁচুতে ছবির মতো গ্রাম। শুধুমাত্র সবুজ রঙের যে কত হাজার পরত হতে পারে, তার ধারণা পেতে রোহান্ডা আদর্শ জায়গা। পাহাড় থেকে পাহাড়ে সাজানো লুডোছক ল্যান্ডস্কেপ। মানুষ ও প্রকৃতির অপূর্ব খেলাঘর। থাকার জায়গা একটাই। আপেল বাগিচার গায়ে। আপেলের সাম্রাজ্যে খুবানি, স্ট্রবেরি, ন্যাসপাতির বাগান ম্রিয়মান নয়, যদিও কোণঠাসা। সম্পন্ন গ্রামের ভিতর দিয়ে পাকদণ্ডি পথ গিয়েছে একেকটা বাগানে। যেদিকে নজর যায়, সেদিকেই হারিয়ে যাওয়ার হাতছানি। আরও দূরে পাহাড়ের বুক-পিঠ জুড়ে চোখ-জুড়নো পাইনবন। ফলবাগানে ঘুরে ঘুরে দিন কেটে যায় আশ্চর্য প্রশান্তিতে। অগাস্ট থেকে অক্টোবর ফল পাকার মরসুম। তখন তো জমজমাট রঙের হাট। শীতে আবার তুষারের সাজ পরে রূপসি রোহান্ডা বৈরাগ্যের প্রতীক। ঘরবাড়ির যে চালগুলো কালচেরঙা স্লেটপাথরের খোপ কাটা, শীতে সেগুলিই ধবধবে সাদা। এপ্রিলের পর থেকে বসবে নানা ফুলের মেলা। জুনের শুরুতে সঞ্জীবনী সবুজের সমারোহ। যত দেখবেন, ততই যেন অচিন গ্রামের প্রেমে পড়ে যাবেন। যা দেখি তাই নতুন লাগে। সেরামিক টাইলস দিয়ে যেমন আধুনিক দেওয়াল-শিল্প তৈরি করা হয়, তেমনই নানা রঙের ভাঙা পাথর বসিয়ে দেওয়ালের গায়ে ফুল-পাতা ও প্রাণিকুলের নকশা ও ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গ্রামের বাড়িগুলিতে। পাথরেই খোদিত রয়েছে প্রত্যেকটা বাড়ি তৈরির সাল-তারিখ। কাঠ ও পাথরে গড়া গ্রামদেবতার মন্দির যেন রোহান্ডার নিজস্ব এই শিল্পধারার সবসেরা নিদর্শন। বড় রাস্তার ধারে রোহান্ডার হনুমান মন্দির অবশ্য অন্য কারণে দর্শনীয়। মন্দিরের পিছনের দেওয়াল হল প্রায় ২০ ফুট খাড়া একটি পাহাড়ের গা। বাকি তিন



লিক পাথরের ব্লক সাজিয়ে নির্মিত। পাহাড়ের পুরো চট্টান জুড়ে নানারকম রং দিয়ে আঁকা হনুমান মূর্তি। তার দুই পায়ের মাঝখানে মন্দিরে ঢোকার ছোট্ট দরজা। মন্দিরের সামনে দিয়ে একটি ছোট নালা বয়ে গিয়েছে। এখান থেকে প্রায় ১ কিমি যাওয়ার পর ডানদিকে তিন-চারশো ফুট নীচে বহু দূর পর্যন্ত ছড়ানো একটি উপত্যকা দেখা যায়। পাহাড়ের ধাপে ধাপে জল ধরে রেখে ধান চাষের প্রাথমিক প্রস্তুতির দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিকেলে ফেরার পথে রাস্তার ধারের খুবানি গাছ থেকে আধপাকা ফল পেড়ে নিতেই পারেন স্মারক হিসাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

পরদিন চিন্ডি। লাভার্স হিলের ঢালে নিরালা স্বপ্নপুরী। রোহান্ডা থেকে টানা গাড়িতে গেলে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগে। সবুজ পাহাড়ের বুক পিঠ বেয়ে বেয়ে উপভোগ্য চলা। যাওয়ার আগে রোহান্ডার আরেকটা আকর্ষণের কথা বলে রাখি। একটা পুরো দিন থাকা সম্ভব হলে ট্রেক করে কামরুনাগ মন্দির ও একটি ছোট কিন্তু মনোরম লেক দেখে আসতে পারবেন। রোহান্ডা থেকে যাতায়াত ১৮ কিমি। নিরাপদ পার্বত্য অরণ্যের ভিতর দিয়ে মোটামুটি সহজ পদযাত্রা। কামরুনাগের উচ্চতা প্রায় ৯৬০০ ফুট। আমাদের হাতে সময় ছিল না বলে পাট চুকিয়ে চিন্ডি চলে গেলাম। মাঝপথে পাঙ্গনাতে আধঘণ্টা থামা। রোহান্ডা থেকে উৎরাই বেয়ে টানা নেমে যাওয়ার পর হাজার দুয়েক ফুট উচ্চতায় একটি বড় গ্রাম ও বাজার। পাশ দিয়ে কুলকুল করে পাঙ্গনা নালা বয়ে গিয়েছে। অতীতে রাজশাসিত রাজ্য পাঙ্গনা এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। সেকালে দুর্গ-প্রাসাদ ও বেশ কয়েকটি মন্দির তৈরি করেছিলেন রাজা। একাধিক মন্দির আজও আছে কাঠখোদাই শিল্পের অসাধারণ নিদর্শন বুকে নিয়ে। বাজারের ভিতরে রাজার দুর্গ-কাম-প্রাসাদ বর্তমানে সংস্কার করে সরকারি অফিস হয়েছে। পুরনোকালের স্মৃতি বহন করছে একটা বিশাল গেট। তার একধারে নজরকাড়া স্থাপত্যের দুর্গামন্দির। রোহান্ডায় যেখানে সারা বছর শীতল আবহাওয়া, সেখানে কম উচ্চতার জন্য পাঙ্গনায় বেলা এগারোটার রোদ্দুর রীতিমতো গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দু'একটা মন্দির দেখে গাড়িতে উঠলাম। গ্রামটা ছেড়ে এগোতেই টানা চড়াই আরম্ভ হল। রাস্তার দু'ধারে বনের বাহার। আধঘণ্টা চলার পরেও দ্বিতীয় কোনও গাড়ি চোখে পড়ল না। অকৃত্রিম প্রকৃতির নেশায় মেতে এগিয়ে চলা। তারপর একটা চওড়া রাস্তায় পড়া গেল। রাস্তাটা সিমলা থেকে মাসোব্রা, নলদেরা, তত্বপানি হয়ে কিন্নরের পথে শতদ্রুর ধারে রামপুর গিয়েছে। আর ৩-৪ কিমি যেতেই চিন্ডি। হোটেলের ঘরে মালপত্র রেখে লাঞ্চ। তারপর সোজা লাভার্স হিলের চূড়ায়। চাঁদ ওঠার আগে প্রেমের পাহাড় ছেড়ে কে আর নামে নীচে।

পরদিন সাত সকালে আবার লাভার্স হিলে গেলাম পাখি দেখতে। বড় বড় গাছগুলোতে নাম-না-জানা পাখির মেলা বসেছে। কিচিরমিচিরে কানের আরাম। সূর্য উঠল পাঙ্গনার বিপরীত দিকের উপত্যকার গভীর থেকে। ওখানকার ঘনবসতি অঞ্চলের ঘরবাড়িকে অনেক দূর ও উপর থেকে



জেনে রাখুন

কীভাবে যাবেন

কালকা মেলে কালকা পৌঁছে টয়ট্রেন বা গাড়িতে সিমলা, সেখান থেকে নলদেরা ও তত্বপানি হয়ে চিন্ডি। গাড়িতে প্রায় ৪ ঘণ্টার রাস্তা। ট্রেনের যাত্রীরা সরাসরি রোহান্ডা যেতে চাইলে কালকা মেলে চণ্ডীগড়ে নেমে গাড়ি নিতে পারেন। আবার মান্ডি থেকেও গাড়িতে ৩ ঘণ্টায় রোহান্ডা পৌঁছনো যায়।

কোথায় থাকবেন

রোহান্ডায় একমাত্র থাকার জায়গা বিনায়ক অর্চার্ড রিট্রিট। দৈনিক ভাড়া ৪০০০-৫০০০ টাকা। যোগাযোগ (০১৯০৭)২৭৪০৩৬। চিন্ডিতে হিমাচলপ্রদেশ ট্যুরিজমের হোটেল মমলেশ্বর আছে। দৈনিক ভাড়া ১১০০-১৮০০ টাকা এবং স্যুট ২১০০ টাকা।

বুকিং

এইচপি ট্যুরিজমের কলকাতায় বুকিং অফিসের ফোন (০৩৩)২২১২৬৩৬১, ২২১২৭৪৭০।

কখন যাবেন

মে থেকে অক্টোবর মাস আদর্শ সময়। শীতকালে রোহান্ডায় তুষারপাত হয়। গরমকালেও সন্ধের পর ভালই ঠান্ডা পড়ে।

শপিং

উল ও শীতের পোশাক কিনতে পারেন কারসগের বাজার থেকে। মরশুমে গেলে সর্বত্র টাটকা ফল মিলবে কম দামে।

নিরাপত্তা

নিরাপত্তা ভাল। কোনও অসুবিধে নেই।

ব্যাঙ্ক

স্টেট ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক সহ বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টার আছে কারসগ শহরে।

মেডিক্যাল

ওষুধের দোকান আছে।

ফোন

রোহান্ডা ও চিন্ডিতে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।

থোকা থোকা ফুলের মতো লাগছে। ওখানেই ছোট শহর কারসগ। ব্রেকফাস্টের পরে ঘুরপথে কারসগের পথে যাত্রা। মাঝখানে গাড়ি থামিয়ে মনোরম পরিবেশে চিন্ডির প্রাচীন দুর্গামন্দির ও রাস্তার ধারে হনুমান মন্দির দেখে নেওয়া হল। হাত ভরতি করে হালুয়া প্রসাদ নিয়ে এক দৌড়ে কারসগ। খুবই ঘিঞ্জি জায়গা। উপত্যকার গভীরে ভিড়ে ভরা বাজারে ট্রাফিক জ্যাম। অনেক কসরত করে পৌঁছনো গেল শহরের একধারে প্রাচীনকালের মমলেশ্বর শিবমন্দিরে। বাইরে ও ভিতরে দু'টি পাকা উঠোন। মন্দিরের ঢেউখেলানো চূড়ায় স্লেট পাথরের ছাউনি। ভিতরে যেতেই পুরোহিতজি হাসি মুখে স্বাগত জানালেন। প্রথমে একটি অতি পুরোনো ঢোল দেখালেন যা অন্তত ৪ ফুট লম্বা। বহুকাল আগে নাকি উৎসব উপলক্ষে বাজানো হত। এরপর একটি পেটিকা খুলে গমের দানার ফসিল দেখালেন। দানাটির ওজন প্রায় ১০০ গ্রাম। অকল্পনীয় ব্যাপার। পুরোহিতজি জানালেন, মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব নাকি মমলেশ্বর শিবকে প্রণাম করতে এসেছিলেন। আমরা দেবদর্শন





সারতেই তিনি নকুলদানা প্রসাদ খেতে দিলেন। তারপর কামাক্ষী দেবী মন্দির যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

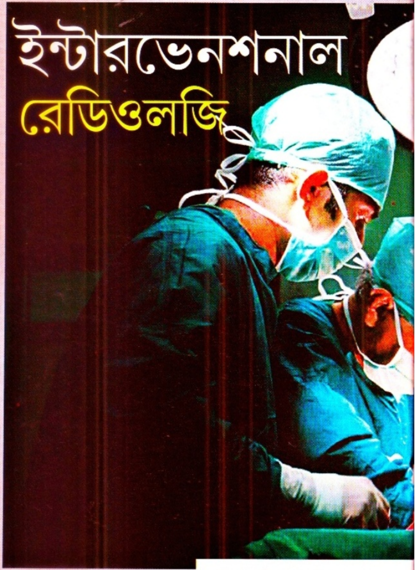
মমলেশ্বর মন্দির থেকে প্রায় ৩-৪ কিমি দূরে কামাক্ষী মন্দির। উপত্যকার একদম শেষ প্রান্তে, সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশে। স্থানীয়রা ৫১ পীঠের অন্যতম মনে করেন মন্দিরটিকে। অসমের কামাখ্যা নাকি আসল নয়, এটাই আসল পীঠ। বিষয়টি বিতর্ক সাপেক্ষ এবং স্পর্শকাতর। তবে এইরকম বিচিত্র গঠনের মন্দির হিমাচল প্রদেশে দ্বিতীয় কোথাও নেই। পুরো মন্দিরেই কাঠের খোদাইয়ে অসংখ্য শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নানা পৌরাণিক কাহিনি ও দেবদেবীর মূর্তিকলা সাজানো রয়েছে অসংখ্য প্যানেলে। বাইরের মতো মন্দিরের ভিতরটাও সমান দর্শনীয়। একপাশে দোতলা ধর্মশালা।

ফেরার সময় কারসগের বাজারে আর ভিড় সহ্য করতে হল না। সোজা পৌঁছে গেলাম খড়কন গ্রামে। মূল রাস্তায় উঠে রামপুরমুখী ৫ কিমি যাওয়ার পর, বাঁদিকে কাঁচা রাস্তায় ২ কিমি গেলে হাজার পাঁচেক ফুট উচ্চতায় গ্রাম। এখানে ঝোরার জলকে কাজে লাগিয়ে চারদিকে ধানচাষের তোড়জোড় চলছে। খোপকাটা উপত্যকায় কোথাও জলের আয়না, কোথাও বীজতলার বাহারি আলপনা। তার উপরের ধাপে আবার বলদ দিয়ে হাল চষা চলছে। পাহাড়শ্রেণির আরও উপরে গ্রাম। কাঠ ও পাথরে তৈরি ঘরবাড়ির পাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফুল সবজির বাগান। চোখজুড়নো প্রকৃতি নীল আকাশের নীচে। গাড়ি রেখে হেঁটেই পৌঁছে গেলাম আধ্যান শিবমন্দিরে। মাঠের মধ্যে পুরনো দিনের দেবালয়। অভিনব গঠনরীতি। কিন্তু এখানেও মূল দ্রষ্টব্য প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য। এমন ভাল লাগে যে, দূরে বরফের পাহাড় না দেখা গেলেও মন খারাপ হয় না। সবুজের সমারোহ সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। আরও মজার ব্যাপার হল এই অঞ্চলে পর্যটক বলতে শুধু আমরাই। এ যেন আমাদেরই সাম্রাজ্য। খড়কন গ্রামের পাহাড়ঘেরা মাঠ যেন আমাদের সিংহাসন। বসে বসে দুপুরটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেল হতে দিলাম। তারপর গাড়িতে দৌড় চিন্ডির দিকে। লাভার্স হিলে উঠে আজও সূর্যাস্ত দেখতে হবে। তারপর ভালবেসে জ্যোৎস্না মাখামাখি।

ছবি লেখক


SARADHA
সেখানে কৃষ্ণচূড়া লালে লাল,
সেখানে বন্ধু হবে কিছু সাঁওতাল...
সমস্ত রকম আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ গ্রাম বাংলায় থাকার স্বাদ
কোপাই নদীর তীরে, শান্তিনিকেতনে...
২৪ X ৭ রুম সার্ভিস ও হাউস কিপিং
ন্যাচারাল জুস বার
মাল্টি কুইজিন রেস্তোরাঁ
প্রত্যেক ঘরে রেফ্রিজেরেটর
বাউল গান (বিশেষ অনুরোধে)
ওটিসি মেডিসিন
২৪ X ৭ অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
সম্পূর্ণ এ.সি রুম
পার্কিং-এর সুব্যবস্থা
পিক আপ ও ড্রপ-এর ব্যবস্থা
SARADHA
Garden Resort & Hotel
KOPAI
SHERWOOD HOTELS & RESORTS PVT. LTD.
A UNIT OF SARADHA GROUP
Resort Site
Bolpur - Suri Road, Village - Kendradangal
P.O. - Sattore, Shantiniketan
Bolpur -731236, W.B.
Booking Office
Durgapur Zonal Office, Saradha Group
City Residency Building, 3rd Floor
City Centre, Durgapur - 713216, W.B.
বুকিং চলছে
09233512355 03463228240
09851090280 03463228270

ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি



কাটা-ছেঁড়া, রক্তক্ষরণ ও যন্ত্রণার দিন শেষ। অঙ্গহানি ছাড়াই নানা জটিল রোগের নিরাময় সম্ভব রোগীকে অক্ষত রেখেই। গল্পের মতো শোনালেও একেবারে সত্যিই। কীভাবে? বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি 'ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি'র দৌলতে। পরমা প্রতিনিধি **শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়**-এর কাছে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন অভিনব এই চিকিৎসা পদ্ধতির পথিকৃৎ ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট



ডাঃ শুভ্র রায়চৌধুরি
FRCS, FRCR, FCIRSE, EBIR
যোগাযোগ imagingandintervention@gmail.com
ফর্টিস হাসপাতাল, আনন্দপুর

সহজ ভাষায় একে বলে 'পিন হোল' বা 'স্পট ড্রেসিং' সার্জারি। শরীরে ছোট্ট একটি ছিদ্রের মাধ্যমে এই সার্জারি করা হয়। ফলে সেলাইয়ের দরকার পড়ে না। কোনও দাগও থাকে না। এই অপারেশনের সাহায্যে শরীরের অনেক সমস্যা সহজেই সারানো যায়। ছোট ছিদ্র দিয়ে একটি সূঁচ বা ক্যাথেটার কিংবা ইলেকট্রোড শরীরে প্রবেশ করানো হয়। ফলে ব্যথা-যন্ত্রণা এবং শারীরিক ধকল এড়ানোর পাশাপাশি রোগী দ্রুত স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে পারেন। এই চিকিৎসা এ-দেশে সাম্প্রতিক এবং নতুন, যদিও বিদেশে এর চল অনেকদিনের। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন, বিপন্মুক্ত এবং নির্ঝঞ্ঝাট এই চিকিৎসা পদ্ধতির কথা অনেকেই জানেন না।

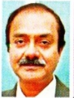
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

টিউমার, অ্যাবসেস থেকে শুরু করে পিঠ ব্যথা, রক্তক্ষরণ ও ক্যানসার— অনেক সমস্যার চিকিৎসাই সম্ভব আই আর (ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি)-এর দৌলতে। স্নায়ু, শিরা, হাড়, লিভার, কিডনি ইত্যাদি— মানব শরীরের নানা ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আই আর প্রকৃত অর্থে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সূচক।

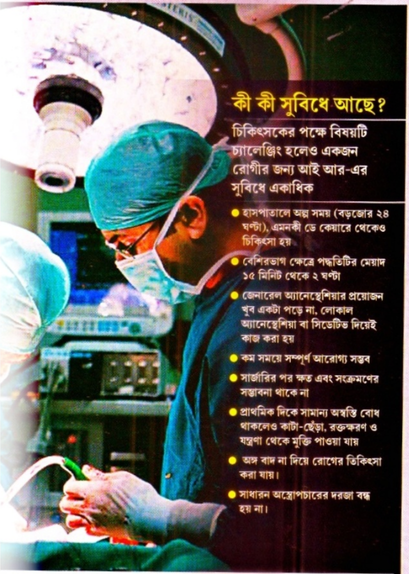
আই আর-এর ব্যবহারের ভাগ

এম্বলাইজেশন— অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা কোনও টিউমার (বিশেষত ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড) সারাতে এবার অপারেশন বা শরীরের অঙ্গ বাদ দেওয়ার কথা ভুলে যান।

কোনওভাবেই বশে রাখা যায় না 'সাইলেন্ট কিলার' ডায়াবিটিসকে। অথচ অপারেশনের মাধ্যমে শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়িয়ে ডায়াবিটিসের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে সোমা মিশ্রকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ডায়াবেটিক অপারেশন বিশেষজ্ঞ



ডাঃ সুরেন্দ্র উগালে
MS (BOM), FALS
যোগাযোগ ৯৮৩০০৪২০২৫
বেলভিউ হাসপাতাল



কী কী সুবিধে আছে?

চিকিৎসকের পক্ষে বিষয়টি চ্যালেঞ্জিং হলেও একজন রোগীর জন্য আই আর-এর সুবিধে একাধিক

- হাসপাতালে অল্প সময় (বড়জোর ২৪ ঘণ্টা), এমনকী ডে কেয়ারে থেকেও চিকিৎসা হয়
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পদ্ধতিটির মেয়াদ ১৫ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টা
- জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়ার প্রয়োজন খুব একটা পড়ে না, লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া বা সিডেটিভ দিয়েই কাজ করা হয়
- কম সময়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য সম্ভব
- সার্জারির পর ক্ষত এবং সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না
- প্রাথমিক দিকে সামান্য অস্বস্তি বোধ থাকলেও কাটা-ছেঁড়া, রক্তক্ষরণ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়
- অঙ্গ বাদ না দিয়ে রোগের তিকিৎসা করা যায়।
- সাধারন অস্ত্রোপচারের দরজা বন্ধ হয় না।

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে সার্জারি

আমাদের দেশে ৬ কোটিরও বেশি মানুষ আক্রান্ত টাইপ টু ডায়াবিটিসে। ওষুধ খেলেও ইনসুলিনের মাত্রাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরকম অবস্থায় একমাত্র সমাধান হতে পারে ডায়াবেটিক সার্জারি, যা আদতে ব্যারিয়াট্রিক সার্জারির অন্যরূপ। টাইপ টু ডায়াবিটিস কিন্তু জিনগত। ভারতে এই ধরনের ডায়াবিটিসে আক্রান্তের সংখ্যাই বেশি।

কী এবং কেন?

ডায়াবিটিসে আক্রান্ত বেশিরভাগ রোগীর মধ্যেই ওবিস হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়। বাড়তে থাকা ওজন ডেকে আনে হৃদরোগ, হাই ব্লাডপ্রেশার, কিডনি ফেলিওর-এর মতো সমস্যা। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় উন্নত মানের ওষুধ খাওয়ার পরেও বছরের পর বছর ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো থেকেই যায়। মূল ধমনী আক্রান্ত হলে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ়, স্ট্রোক, রক্তবাহী শিরা সংক্রান্ত নানা জটিলতা দেখা যায়। ছোট ধমনী আক্রান্তের ফলে রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চোখের নানা সমস্যা হতে পারে। এছাড়া আছে নার্ভের সমস্যা। বিশেষ করে পায়ের নার্ভ। প্রয়োজনে অঙ্গচ্ছেদ পর্যন্ত করতে হয়।

নির্দিষ্ট স্থানের সংলগ্ন শিরাগুলোতে এক বিশেষ ধরনের জেল প্রবেশ করিয়ে স্থানটিতে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে টিউমারটি ক্রমশ শুকিয়ে মৃত হয়ে যায় এবং আকারও হ্রাস পায়। রোগী ক্রমশ উপলব্ধি করেন যে তাঁর কষ্ট কমে আসছে। কয়েক মাসের মধ্যেই শরীর ফিরে পায় তার স্বাভাবিক ছন্দ। অনেকাংশে সন্তানধারণের ক্ষমতাও বাড়ে। প্রস্টেট বড় হলেও এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা যায়। বেশ কিছু ক্যানসারের ক্ষেত্রেও এই চিকিৎসা প্রযোজ্য। টিউমার ছোট হলে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। বড় টিউমারের ক্ষেত্রে লক্ষণ লাঘব করা যায় কিংবা অস্ত্রোপচারের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। রক্তবমি, কাশির সঙ্গে রক্তক্ষরণেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি— ব্লাড প্রেশার, কিডনি, স্ট্রোক বা রক্ত সঞ্চালনের সমস্যার ফলে শিরা-উপশিরা সরু বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে বেলুন থেরাপির সাহায্যে রক্ত চলাচলের পথ প্রশস্ত করে তোলা হয়। স্টেন্ট বসানোতেও এই পদ্ধতি কার্যকর হয়। হার্ট বাদে শরীরের অন্যান্য জায়গার শিরার চিকিৎসা করানো হয়।

ভার্টিব্রোপ্লাস্টি— বয়সকালের সাধারণ সমস্যা অস্টিওপোরসিস কিংবা মারাত্মক ব্যাধি ক্যানসারের চাপে অনেক সময়েই মেরুদণ্ডে 'কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার' দেখা দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ক্যাথেটারের সাহায্যে স্থানটিতে বিশেষ ধরনের সিমেন্ট ভরে দেওয়া হয়, যা সহজেই শুকিয়ে যায়। ফলে রোগী যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেয়ে স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন।

অ্যাবলেশন—টিউমারের মধ্যে একটি বিশেষ ইলেকট্রোড স্ক্যানের তত্ত্বাবধানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এতে ছোট টিউমার সম্পূর্ণ নির্মূল হয় এবং বড় টিউমারের চিকিৎসা করা যায়।

ভেনাস অ্যাকসেস— নানা ধরনের সমস্যায় স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদি নানাবিধ ক্যাথেটার প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে তা সহজেই সম্ভব হয়। হাসপাতালে ভরতি হওয়ার দরকার পড়ে না, আউট পেশেন্ট হিসেবেই কাজটি করা হয়। ডায়ালিসিস, ইন্ট্রাভেনাস ওষুধ, কেমোথেরাপি বা অ্যান্টি ক্যানসার ওষুধ এবং বারেবারে রক্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুব উপযোগী।

বায়োপসি এবং আর্টারিওগ্রাম— কোনও নির্দিষ্ট স্থান থেকে সামান্য টিস্যু তুলে আনতেও এতদিন কাটা-ছেঁড়া (ছোটখাটো অপারেশন) করতে হত। কিন্তু এখন, বায়োপসি সম্ভব মাত্র ছোট্ট একটি ছিদ্রের মাধ্যমে। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাত, পা, গলা, মাথা, বুক ও পেটের সমস্ত শিরা-উপশিরার স্পষ্ট মানচিত্র পেতে এই পদ্ধতি ব্যবহার্য। এর থেকে পাওয়া ছবির উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যবস্থা

ডায়াবিটিসের চিকিৎসা বলতে তো সেই ওষুধ আর ইনসুলিন। তাতেও সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তবে সাম্প্রতিককালে ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে মেটাবলিক সার্জারি নামে এক অত্যাধুনিক সার্জারি। ব্রাজিলের একজন সার্জেন প্রথম ডায়াবিটিসের ট্রিটমেন্ট হিসেবে এই সার্জারি করেন এবং সফল হন। অপারেশনের নাম আইডিয়াল ইনটারপজিশন উইথ স্লিভ গ্যাসট্রেকটমি। একই পদ্ধতিতে এই অপারেশন শুরু হয় হায়দরাবাদে, পরে কলকাতায়। এই সার্জারিটি করা হত ওয়েট লস সার্জারি হিসেবে। কয়েক বছরের সমীক্ষায় দেখা গেল, এটি ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করছে। এ ছাড়া ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টেরল, লিপিড সংক্রান্ত নানা অস্বাভাবিকতাও আর থাকছে না। প্রায় ৯০ শতাংশের ক্ষেত্রে হাই ব্লাডপ্রেশার স্বাভাবিক হয়ে যায়। নিয়মিত ওষুধও খেতে হয় না।

কীভাবে করা হয়?

ডায়াবেটিক সার্জারি ল্যাপরোস্কপিক অপারেশন। ৪-৫ ঘণ্টার এই অপারেশনের প্রথম ধাপে ৬টি ছোট ছোট ল্যাপরোস্কপিক ছিদ্র করে ক্ষুদ্রান্ত্রের নীচ থেকে প্রায় ১৭০ সেমি অংশ কেটে খাদ্যনালীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের এই অংশটিতে থাকা কিছু বিশেষ কোষ 'জিএলপি ওয়ান' হরমোন তৈরি করে। যা রক্তে শর্করার পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এই হরমোন বিটাকোষগুলোকে উত্তেজিত করে ইনসুলিন নিঃসরণেও সাহায্য করে থাকে। হজম হওয়ার সময় এই হরমোন খাবারে মিশে ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে নিয়ন্ত্রণে থাকে ডায়াবিটিস।

অপারেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর খাওয়া-দাওয়া ও ওজন নিয়ন্ত্রণে আনতে পাকস্থলীর একটা অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়। এই অংশ থেকে 'ভেলেন' হরমোন ক্ষরিত হয়। এটি খিদে বাড়াতে সক্ষম, যা ইনসুলিনের ঠিক উলটো কাজ করে থাকে। ফলে অংশটি বাদ দিলে খিদে তো কমেই, বেড়ে যায় ইনসুলিনের নিঃসরণ মাত্রাও। পাকস্থলীর ঠিক কতটা অংশ কেটে বাদ দেওয়া হবে তা পুরোপুরি নির্ভর করে ওই ব্যক্তির ওজনের উপর।

কারা করতে পারেন

২০ থেকে ৭০ বছর বয়সের ডায়াবেটিকরা এই অপারেশন করাতে পারেন। মনে রাখতে হবে ডায়াবিটিস ধরা পড়ার প্রাথমিক অবস্থায় এই অপারেশন করা যায় না। ওষুধ, ইনসুলিনে কাজ না হলেই ভাবা যেতে পারে এই অপারেশনের কথা। তবে শরীরে জটিল সমস্যা (হার্ট, কিডনি বা নার্ভ সংক্রান্ত) দেখা দেওয়ার যত কম সময়ের মধ্যে অপারেশন করা যায়, পরবর্তী সময়ে কমপ্লিকেশন ততই কম হবে।

অপারেশনের পরে

৪-৫ ঘণ্টায় এই অপারেশন (ল্যাপরোস্কপিক) সম্ভব। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কিছু নেই। অপারেশনের পরে দিন পাঁচেক থাকতে হয় হাসপাতালে। ৮-১০ দিন পর থেকেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্ভব। এমনকী অফিসেও। মাসখানেক পর থেকে হালকা এক্সসরসাইজও শুরু করা যেতে পারে। অন্যান্য ল্যাপরোস্কপিক (গলব্লাডার, হার্নিয়া) অপারেশনের মতোই বাকি নিয়ম।

খরচ

কলকাতায় এই অপারেশনের খরচ আনুমানিক ৫ লাখ এবং হায়দরাবাদে ৪ লাখ টাকা।

করা সম্ভব।

অন্যান্য— ফুসফুসে জল জমলে, অন্ত্র ও কোলন-এর সমস্যায়, কিডনিতে স্টোন হলে, প্রস্টেট, ভ্যারিকোজ় ভেন এবং অ্যানরিজ়ম-এও ইন্টারভেনশনাল সার্জারি খুবই কার্যকরী। এছাড়াও হাইপারটেনশন-এর মতো সমস্যাকেও নিজের আয়ত্তে আনতে চলেছে আই আর।

কীভাবে হয় এই সার্জারি?

আল্ট্রা সোনোগ্রাফি এবং সিটি স্ক্যানের তত্ত্বাবধানে এই প্রক্রিয়া সম্ভব হয়। এককেটি রোগ বা পরীক্ষার ক্ষেত্রে পদ্ধতির রকমফের হতে পারে। ছোট ছিদ্র করে বিশেষ ক্যাথার ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় পৌঁছে যায়। সেখানে পৌঁছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এক একটা থেরাপি করা হয়। আশপাশের জায়গার উপর এফেক্ট কম পড়ে এবং তারা নিরাপদে থাকে। পদ্ধতির প্রথম ৬-৮ ঘণ্টা সামান্য ব্যথা বা অস্বস্তি থাকার দরুণ পরিচর্যার খাতিরে অনেক সময়ে রোগীকে ২৪ ঘণ্টা হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। সাফল্যের নিরিখে সাধারণ অস্ত্রোপচারের থেকে কয়েক গুণ এগিয়ে থাকা এই পদ্ধতিটি পোস্ট পার্টম হেমারেজের মতো প্রাণঘাতী সমস্যায়ও জীবনরক্ষা করতে সহায়ক। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা এর পরিপূরক এবং পুরনো চিকিৎসার বিষয়ে সব সিদ্ধান্তই নেবে চিকিৎসক টিম।



পলিক্লিনিক

আধুনিক জীবনে বেড়ে চলেছে নানা সমস্যা। বেড়েছে নানা ধরনের জটিল অসুখ। এর থেকে মুক্তি পেতে চাই ঠিক ঠিক চিকিৎসকের পরামর্শ। পরমার পলিক্লিনিকে উপস্থিত থাকবেন বিভিন্ন বিষয়ের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ। আপনাদের জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যে। লিখে জানান আপনার সমস্যা।

জানাবেন এই ঠিকানায়

সম্পাদক, পলিক্লিনিক, হেলথ সেন্টার, 'পরমা', নলেজ হাব, ডি এন ২৩, কলেজ মোড়, সেক্টর ফাইভ, কলকাতা-৯১ অথবা মেল করুন আমাদের paroma@paroma.in এ

মনে রাখবেন, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন পাঠানোর ক্ষেত্রে রোগীর বয়স, উচ্চতা, ওজন, লিঙ্গ ও অন্য কোনও শারীরিক অসুবিধা থাকলে জানাতে ভুলবেন না। সেইসঙ্গে আপনার নাম ও ফোন নম্বর অবশ্যই দেবেন।

খামের উপরে লিখবেন, 'পলিক্লিনিক' বিভাগ



যুবরানি

নবকুমার বসু

কী কারণে কে জানে, সেরা হঠাৎ বলে বসেছিল, প্রিন্স চার্লস-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক টোট্যালি প্লেটোনিক। উনি আমার কাছে বড় ভাইয়ের মতো। এর সঙ্গেই সেরা যোগ করেছিল, যে হাজ়ব্যান্ড আমাকে ভালবাসতে পারবে না, আমার কাছে তেমন মানুষের ভূমিকা কিছু নেই— তা সে ঝাড়ুদার বা রাজা যেই হোক।

প্রিন্স চার্লস খবরের কাগজে সেরার মন্তব্য সম্পর্কে কোনও উক্তি করেননি। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা যে এরপর থেকে ফুরিয়ে যাচ্ছিল, সেটা খেয়াল করেছিলেন অনেকেই, বিশেষ করে যাঁরা রাজ পরিবারের সঙ্গে স্পেনসার পরিবারের সম্পর্ক নিয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। মনে মনে একটা সূক্ষ্ম কাঁটা ফোটার খচখচানি টের পায় ডায়ানা।

কেন যে পায়, সেটা এখনও ওর কাছে স্পষ্ট নয়। আবছাভাবে মনে হয়, ডায়ানার দিকে প্রিন্স চার্লসের তাকানোয় কিংবা মাঝে মধ্যে দেখা হওয়ার মধ্যে, জেন কি কোনও মুগ্ধতা আবিষ্কার করে! কিন্তু... ডায়ানার থেকে উনি তো বারো বছরের...।

থাক। এ ভাবনাটা নিয়ে ও সচেতন হতে চায় না। ফ্রান্সিসের কথা শুনে বলল, সেরার অনেক সমস্যা আছে মা। ও হচ্ছে বড্ড বেশি পারফেকশনিস্ট, তার উপর ঠোঁটকাটা। প্রিন্স চার্লস ইজ় আ জেন্টলম্যান, তার সম্পর্কে ওর অমন মন্তব্য করা উচিত হয়নি।

আমারও তাই মনে হয়, ফ্রান্সিস বললেন। কিন্তু পরের কথাটায় ডায়ানা একটু যেন মজাই পেল। ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলেন, তোর তো ছোটবেলা থেকে রানির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চেনাজানা... এখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়?

ডায়ানা মিটমিট করে হাসল। বলল, পার্টিকুলার কারওর কথা জিজ্ঞেস করছ? প্রিন্সদের কারও সঙ্গে?

ফ্রান্সিস এড়িয়ে গেলেন কথাটা। শুধু বললেন, দেখতে দেখতে তোমারও সময় হয়ে আসছে।

ডায়ানা বলল, ইয়েস আই নো। হেসে আবার বলল, সেইজন্যই তো লন্ডনে বাড়ি কিনতে চাইছি। তোমরা রাজি হচ্ছ না।

রাজি হওয়ার সময় হোক আগে। তবে আশা করি তুমিও সেরার মতো ভুল করবে না।

ভুল কেউ ইচ্ছে ক'রে করে না মা। কিন্তু আমার মনে হয় সেরার যে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা (ক্ষুধামান্দ্য) হয়েছিল, প্রচুর ওয়েট লুজ় করেছিল, সেগুলোও প্রিন্স চার্লস-এর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার একটা কারণ।

আমার তা মনে হয় না। কেননা সেরা যখন সাফার করছিল, চার্লস তখনও সিমপ্যাথেটিক ছিল ওর উপর।

মে বি... সেই সিমপ্যাথেটিক অ্যাটিচুডটাই হয়তো সেরা পছন্দ করেনি। ভালবাসা আর সহানুভূতি তো এক নয় মা।

ফ্রান্সিস একটু তাকিয়ে রইলেন কনিষ্ঠা কন্যার দিকে। তারপর বললেন, তোর তো এখনও কোনও লাভ অ্যাফেয়ার হয়নি। তুই এত

সব জ্ঞানের কথা জানলি কোত্থেকে।

কনসাসলি হয়নি, সাবকনসাসলি হয়েছে কিনা কে বলতে পারে!

আমার সঙ্গে হেঁয়ালি করছিস নাকি ডায়ানা?

না মা। যা আমার মনে হয় তাই বললাম। আমার বন্ধুদের তো অনেকেরই বয়ফ্রেন্ড হয়েছে, কারওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়ে আবার নতুন রিলেশনশিপও হয়েছে। মনে মনে ভাবি, আমার কি সত্যি সত্যি কোনও রিলেশনশিপ হয়নি? নাকি হয়েছে, কিন্তু আমি ঠিক চিনতে পারছি না!

ফ্রান্সিস বেজার মুখে বললেন, দেখো মা, তুমি যেন আবার প্লেটনিক লাভ-এর খপ্পরে পোড়ো না।

ওহ নো, ডায়ানা বলল, আমার ঠিকমতো বয়ফ্রেন্ড হলেই আমি বিয়ে করে ফেলব। বিকজ আই ওয়ান্ট মাই ওন কিডস।

শাট আপ ডাচেস। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! বি প্র্যাক্টিক্যাল।

অলরাইট মা। তা হলে সামনের বছর আমার বাড়ি কেনা হবে তো?

টক টু য়োর ড্যাডি। এখন এখানেই থাকো।

ড্যাডি অলরেডি আমায় গাড়ি কিনে দেবে বলে প্রমিস করেছে। ড্রাইভিং টেস্ট-এ পাশ করলেই...।

তবে আর কী! এবার লন্ডনে দাপিয়ে বেড়াও।

মাসে তিনেক কেটে যাওয়ার পরেও ডায়ানা বোঝে, লন্ডনে স্বাধীন জীবনযাপন বেশ দুরন্তভাবে শুরু হলেও এবং চললেও, কোথাও একটা নিঃসঙ্গতার অনুভব ওকে ছুঁয়ে থাকে। দিনের মধ্যে কিছুটা কাজ, আর বাকি সময় হইচই -আড্ডা-রেস্টোরান্ট-পার্টি দিনের পর দিন চলছে ঠিকই, তবু কোথাও যেন শূন্যতা আছে। অথচ সেই শূন্যতার কারণ ওর অজানা। একটু সময় নিয়ে তলিয়ে যে কারণটা নিয়ে ভাববে, তারই বা ফুরসত কোথায়! তবে মাথার উপর চাপহীন, মুক্ত বিহঙ্গের মতো এই স্বাধীন জীবনযাপনের যে আলাদা চার্ম আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চার্মটা নিশ্চয়ই আরও বাড়বে, একবার ড্রাইভিং টেস্টটা পাশ করলেই। এখন থেকে ও ভেবে রেখেছে, 'হন্ডা সিভিক' গাড়িটাই কিনতে হবে।

আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করে ডায়ানা। লন্ডনে বন্ধুদের সঙ্গে এই উদ্দাম জীবনযাপনেও ওর যেন একটু আলাদা ভূমিকা আছে। নিজেদের সার্কল-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে কেউই খুব একটা এলেবেলে নয়। হয় অর্থ, নয়তো আভিজাত্য কিংবা রাজনৈতিকভাবে বন্ধুদের সকলেরই কিছু-না-কিছু, যাকে বলে, ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। দিনে দিনে সার্কলটি যে বিস্তৃতি হচ্ছে তা-ও ঠিক। আর ঠিক যেন প্রাকৃতিক নিয়ম মেনেই, এর মধ্যে বেশ কয়েকজন ছেলের চোখে, আচরণে মুগ্ধতার বার্তাটিও ডায়ানা দিব্যি পড়ে ফেলেছে। খুব স্পষ্ট করে এখনও কেউ সেই অর্থে প্রপোজ না করলেও, ঢিলেঢালা মুহূর্তে কেউ কেউ যে ওর সঙ্গ কামনা করছে, চাইছে, সেটুকু না বোঝার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া নিজের রূপ এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে ও তো সচেতন হয়েছে আরও অনেক আগেই।

ড্যানিয়েল উইগিন নামের ছেলেটি ডায়ানার ভাই চার্লস-এর বন্ধু হলেও যেন হঠাৎ বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠল। বয়সে ডায়ানার থেকে তিন বছরের ছোট, ব্যারোনেট স্যার জন উইগিন-এর ছেলে ড্যানিয়েল। বয়স মাত্র চোদ্দো বছর হলেও ড্যানিয়েল-এর চেহারায় একটি অন্যরকম আকর্ষণ আছে। মাথায় সে এমন কিছু লম্বা নয়, কিন্তু রীতিমত পোক্ত চেহারা, গায়ের রং ডার্ক। তার হাবভাব, আচার-আচরণও আঠারো কুড়ি বছরের যুবকের মতো। ডায়ানার কাছে সম্ভবত একটু প্রশ্রয়ই পেয়ে থাকবে ড্যানিয়েল।

লেস্টার স্কোয়ার-এর কাছে কিন্ডারগার্টেনের কাজ থেকে বেরিয়ে ডায়ানা দেখল ড্যানিয়েল দাঁড়িয়ে আছে।

বিকেল চারটে। রাস্তার ভিড় তখনও শুরু হয়নি। জুন মাসের আকাশে মেঘ নেই, তাই ফটফটে দিন। ডায়ানার পরনে টাইট জিনস, হলুদ রঙের কটন শার্ট, পায়ে কেডস। ড্যানিয়েল-এরও পরনে জিনস। এগিয়ে এসে ডায়ানাকে বলল, হাই।

ডায়ানা কিছুটা অবাক এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে বলল, হাই... হোয়াট আ সারপ্রাইজ়! তুমি এখানে কী করছ?

জাস্ট ওয়েটিং ফর য়্যু।

তাই? তুমি কী করে জানলে আমি এখানে কাজ করি?

ড্যানিয়েল কাছে সরে এসে বলল, লেডি ডায়ানা স্পেনসার কোথায় যায়, না-যায় সে খবর অনেকেই রাখে। আমিও।

সত্যি! লেডি ডায়ানা তা হলে লন্ডনে পরিচিত হয়ে উঠছে?

উঠছে না, অলরেডি উঠেছে। তোমার কি কোনও এনগেজমেন্ট কিংবা প্রোগ্রাম আছে ডায়ানা?

উইম্বলডন-এর কাছে একটা কুকারি কোর্স-এর জন্য খোঁজ নিতে যাব ভেবেছিলাম। নাথিং আর্জেন্ট।

তা হলে কি আমরা কিছুক্ষণ আড্ডা দিতে পারি? আই ওয়াজ় কোয়াইট কিন টু হ্যাভ য়োর কম্পানি।

ডায়ানা আন্তরিক হয়ে বলল, সো নাইস অব য়্যু ড্যানি। কোথায় যাবে?

আই ক্যান গো টু এনিহোয়্যার উইথ য়্যু।

ডায়ানা ভ্রূ নাচিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে হাসল।— এনিহোয়্যার! আর য়্যু শিওর? তুমি জানো আমি কোত্থেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারি!

জানার দরকার নেই, সো লং য়্যু আর উইথ মি আয়াম রেডি টু গো।

পায়ে পায়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ডায়ানা বলল, আমার ফ্ল্যাট খুব দূরে নয়, ক্যাডোগান স্কোয়ার। আমাদের কমপ্লেক্সে খুব বড় বাগানও আছে, য়্যু আর মোস্ট ওয়েলকাম দেয়ার। একটু পরে আমার ফ্ল্যাটমেটরাও এসে পড়বে, আড্ডা দেওয়া যাবে।

ড্যানিয়েল বলল, চলো, দ্যাট উইল বি এক্সেলেন্ট। একটু থেমে আবার বলল, আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে একলা গল্প করতে চাইছিলাম।

ডায়ানা বলল, অফকোর্স, তার জন্য অনেক সময় থাকবে। তোমার কম্পানি আমিও খুব এনজয় করি। লেটস গো।

শহরের মধ্যেই ক্যাডোগান স্কোয়ার সুন্দর জায়গা। নিরিবিলি বাগানটিও শুধুমাত্র আবাসিকদের ব্যবহারের



জন্য নির্দিষ্ট। ডায়ানার ফ্ল্যাট থেকে আড্ডা দেওয়ার আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে এসে ওরা বাগানের ঘাসেই বসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে সোফি এবং লরাও যোগ দিল আড্ডায়। ডায়ানা নিজে ধূম অথবা মদ্যপান কোনওটিতেই অভ্যস্ত না। তাই বলে আতিথেয়তায় ত্রুটি নেই। যদিও বন্ধুদের সঙ্গে এমন আড্ডায় আতিথেয়তার প্রশ্নটি গৌণ। পর্যাপ্ত দিনের আলো এখন লন্ডনে। কিছুক্ষণ ফ্লাইংসসার নিয়ে খেলাধুলোও হল।

ডায়ানা খেয়াল করল চোদ্দো বছর বয়সেই ড্যানিয়েল যেন বেশ পুরুষালি হাবভাব প্রদর্শনে চৌকস হয়ে উঠেছে যেটা মেয়েদের কাছে আকর্ষণীয়। এই বয়সে ধূমপানেও অভ্যস্ত ড্যানিয়েল।

সন্ধ্যা নামার আগেই ফ্ল্যাটে ফিরে গেল বন্ধুরা। ড্যানিয়েল এল ডায়ানার সঙ্গে, সোফি এবং লরা একসঙ্গে থাকলেও ওদের ঘর আলাদা। সকলের কাছেই যার যার চাবি আছে এবং জীবনযাপনের নিজস্ব স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়ার কোনও কারণ ঘটে না। রাতে ডিনার খেয়ে ফিরবে ড্যানিয়েল। ডায়ানার ঘরের সোফায় হাত পা ছড়িয়ে বসে ও টিভি অন করে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ডায়ানা এসে পাশে বসতেই টের পেল, ড্যানিয়েলের গায়ে আগুন ছুটছে। বিকেল থেকে কাছাকাছি এবং একসঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটানোর পরে, এবার যে ড্যানিয়েল দুরন্ত এবং শারীরিক হয়ে উঠতে চাইছে, এই বোধ ডায়ানার আছে। কিন্তু একইসঙ্গে এখন থেকেই কোনও পুরুষের কামনার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেওয়ার জন্য ও প্রস্তুত নয়। কন্ট্রাসেপটিভ পিল-ও খায় না ডায়ানা।

ড্যানিয়েলের আদর চুম্বন এবং পৌরুষ কিছুক্ষণ উপভোগ করতে করতেই সচেতন হল ডায়ানা। এবার সাবধান না হলে, ও নিজেই সম্ভবত আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। ড্যানিয়েল ওর থেকে বয়সে এবং উচ্চতাতেও ছোট, কিন্তু শারীরিক শক্তিতে এই মুহূর্তে ও প্রায় একটি সিংহের ভূমিকা নিতেই উদ্যত। শরীর বিষয়ে ডায়ানা পটু না হলেও একেবারে অনভিজ্ঞ নয়। ড্যানিয়েলের লালা ঝরানো বিশ্লেষণ এবং আকর্ষণ থেকে কিছুটা জোর করেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করল। কোমল কণ্ঠেই বলল, ড্যানি য়্যু আর রিয়্যালি আ গুড ফ্রেন্ড, বাট ফরগিভ মি, আয়াম নট ইয়েট ফুললি প্রিপেয়ারড টু হ্যাভ সেক্স উইথ য়্যু...।

সম্পূর্ণ দিশাহারা ড্যানিয়েল। ফুটছে। ডায়ানা টুক করে ওর পাশ থেকে উঠে গিয়ে, ঘরের লাগোয়া বাথরুমের দরজাটা খুলে ধরল। মুখে কিছু না বলেই যেন ওকে নির্দেশ দিল— রিলিজ় ইয়োরসেলফ।

শরীরের অজস্র আকুতি সত্ত্বেও ড্যানিয়েল ভূতগ্রস্তের মতো বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ডায়ানা শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় দিল ড্যানিয়েলকে। তুষ্টি কিছু হয়নি, হল না। কিন্তু একক আর স্বাধীন জীবনযাপনে এই প্রথম ডায়ানা একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করল। নিজেকে কনফিডেন্ট মনে হল।

সোফি এবং লরা যথারীতি উৎসাহী ছিল পরের দিন সকালে ডায়ানার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য, গল্প শোনার জন্য। সোফি কাজে বেরিয়ে যায় সকাল আটটায়। লরা এসে ডায়ানার ঘরে নক করল ন'টার পরে।

গেট আপ লেডি ডাই-স্পেনসার। আ হ্যাভ গট য়োর বেডটি।

ডায়ানার কাজে বেরনোর তাড়া থাকে না সকালবেলা। সত্যি বলতে কী বেলা একটা থেকে চারটে পর্যন্ত কিন্ডারগার্টেনে বাচ্চাদের দেখাশুনা ছাড়া ওর আর কাজই বা কী! ড্রাইভিং লেশন বুক করা আছে এগারোটা থেকে বারোটা এক ঘণ্টার জন্য, সাড়ে তিন পাউন্ড চার্জ। মনে মনে এক বিশাল তুষ্টি ডায়ানার, অন্তত এই চার্জের টাকাটাও নিজের রোজগার থেকে মেটাতে পারে। কিন্তু আশা আছে, একবার কুকারি কোর্সটা শেষ করতে পারলেই, একটা রেগুলার শেফ-এর চাকরি ও নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু তা কি ও শেষপর্যন্ত করতে পারবে! নাকি লেডি ডায়ানা স্পেনসার পরিচয় জানার পরে কেউ ওকে শেফ-এর চাকরি দেবে! যাক, অদূর ভবিষ্যৎ এবং জীবনের আগামী কিছুদিনের প্রস্তুতি নিয়ে এই মুহূর্তে কোনও সিরিয়াস ভাবনা এবং প্ল্যান না করলেও চলবে। লন্ডনের এই স্বাধীন, ভারহীন, মুক্ত, নিরুদ্বেগ যাপন, চেখে-চেখে তাকে উপভোগ করা, সে-ও তো এক ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিল ডায়ানা। —গুড মর্নিং লরা, কাম ইন।

বলতে বলতেই আবার ধপাস করে বিছানায় গিয়ে পড়ল। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে, একটু যেন সতর্ক আর সঙ্কুচিত হয়েই ঘরে ঢুকল লরা। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ডায়ানা। উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে বালিশ চেপে হেসে বলল, ডোন্ট ওয়ারি, ঘরের কোথাও আর কেউ লুকিয়ে নেই। সিট ডাউন অ্যান্ড রিল্যাক্স।

ডায়ানার বিছানার পাশে টি পয়-এর উপর চা-এর কাপ রাখল লরা। দীর্ঘ জানলার ভারী পরদা সরাতে গিয়ে বলল, ঘরে নেই ঠিক আছে, তোর অন্তরে কেউ ঢুকে নেই তো?

প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। পরদা সরাতেই সকালের নরম আলোয় ঘর ভরে গেল। ঝকঝকে রোদ উঠেছে বাইরে, কাচের বাইরে ম্যাগনোলিয়া গাছের পাতা হাওয়ায় দুলছে। লরা ঘুরে এসে বিছানায় বসতে বসতে ডায়ানা বলল, কার কথা বলছিস? ড্যানি?

আবার কে? পা মুড়ে গুছিয়ে বসতে বসতে লরা বলল, কালকে তো মনে হচ্ছিল, ও আর রাতে ফিরবেই না।

উঠে বসল ডায়ানা। কোলের মধ্যে বালিশ টেনে নিয়ে চা-এর কাপ নিল। ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল, ওর হয়তো তাই ইচ্ছে ছিল। আমি এনকারেজ করিনি।

হোয়াই নট? ড্যানি তো বেশ এক্সপার্ট ছেলে দেখলাম।

মে বি। কিন্তু তার জন্য রাত্তিরে থাকতে অ্যালাউ করব কেন?

কপট রসিকতার ঢঙে লরা বলল, আহা অতক্ষণ তোর সঙ্গে কাটিয়ে আবার এগজস্টেড হয়ে ফিরবে...!

ডায়ানা শব্দ করে হেসে বলল, শাট আপ। তুই যা ভাবছিস তেমন কিছু হয়নি।

রিয়্যালি! ডিডনট য়্যু স্লিপ টুগেদার ফর



সামটাইম ইভন?

ওহ নো। অফকোর্স হি ওয়াজ় ইগার, কিন্তু একটু পরেই আমি ওকে বাথরুমের দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

এটা তোর খুব অন্যায় ডায়ানা।

চা-এর কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে ডায়ানা বলল, হোক। কিন্তু আমি ঠিক ওভাবে রেসপন্ড করতে পারি না।

ডু য়্যু বিলিভ ইন ভার্জিনিটি?

ওয়েল... অ্যাটলিস্ট আপ টু আ সার্টেন স্টেজ।

সেটা কি ম্যারেজ-রেজিস্টারে নাম সই করা পর্যন্ত?

হু নোজ়! কিন্তু তুই কি সেই আলোচনা করতে আমায় বেডটি দিয়ে ঘুম ভাঙালি?

পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে লরা বলল, পুরোটা তা নয়। তবে কালকে ড্যানিয়েলের হাবভাব দেখে... একটু কৌতূহল তো ছিলই।

ডায়ানা বলল, শোন, ড্যানি আমার ভাইয়ের বন্ধু, ইটনে পড়ে। একটু বড় বড় ভাব করে, হয়তো ও একটু বেশি এন্থুসিয়াসটিক... কিন্তু আমার তো কোনও রিলেশনশিপে ঢোকার ইচ্ছেই নেই এখনও।

থামল ডায়ানা, কারওর সঙ্গে রাত কাটানো মানেই রিলেশনশিপে ঢোকা নয়।

আই নো। কিন্তু রাত কাটাবার জন্যও তো মেন্টাল প্রিপারেশন লাগে। সেটা আমার এখনও নেই।

তোর কী প্ল্যান বল তো? কী করবি?

টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক... আই ডোন্ট নো। তবে আপাতত এখন কুকারি কোর্সটায় তিনমাসের জন্য ভরতি হব, তারপর নিজের বাড়ি কিনব... অ্যান্ড কন্টিনিউট অ্যাজ আ স্লোয়ান রেঞ্জার...। আর উইকএন্ডে আলথর্প কিংবা সান্ড্রিংহাম চলে যাব।... রন্ধন-প্রশিক্ষণ ব্যাপারটা বেশ ভালই লাগল ডায়ানার।

পুরো তিনমাস নয়, দশ-সপ্তাহের কোর্স, কিন্তু থিয়োরিটিক্যাল-প্র্যাকটিক্যাল সব মিলিয়ে এমনভাবেই ট্রেনিং দেওয়া হয়, যেন শেষ করার পরে, সার্টিফিকেট পাওয়া সদস্য কিংবা সদস্যারা, পাব-এ, রেস্টোরান্টে, এমনকী কোনও ভাল কোম্পানির কিচেনেও শেফ-হিসেবে কাজ করতে পারে। শ্রীমতী এলিজাবেথ রাসেল তাঁর উইম্বলডনের বাড়িতেই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। কোর্স শুরু হওয়ার প্রথমেই তিনি জানিয়ে দিলেন, কুকারি কোর্স-এর অর্থ শুধুমাত্র রান্না করতে শেখা নয়। এটা একটা শিল্প, অ্যান আর্ট, এবং যে কোনও আর্ট চর্চার জন্যই প্রয়োজন ভালবাসা-ডিভোশন এবং বিশেষ বিষয়টিকে আয়ত্তাধীন করার জন্য, তার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের দিকেও নজর দেওয়া।

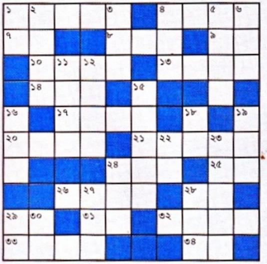
উদাহরণ দিয়ে শ্রীমতী রাসেল বোঝালেন, যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অন্য অনেক অভিনয় দেখতে হয়, উচ্চারণ স্পষ্ট হতে হয়, বিভিন্ন শারীরিক কুশলতাও প্রয়োজন। লেখককে অনেক বই পড়তে হয়, শুদ্ধ বানান লিখতে হয় এবং দীর্ঘ সময় টেবল-চেয়ারে বসার অভ্যাস করতে হয়। চিত্রকরকে রঙের তফাত চিনতে হয় গভীরভাবে, কাগজ-ক্যানভাস-তুলির কোয়ালিটি বুঝতে হয়। ভাল শেফ-কে কাঁচামালের কোয়ালিটি চিনতে হবে, মশলা এবং ইনগ্রেডিয়েন্ট সম্বন্ধে বুঝতে হবে, নাক খুবই সেনসিটিভ হতে হবে এবং শেষপর্যন্ত ভাল রান্না সুন্দর করে পরিবেশন করতে পারলে, তবেই...।

(চলবে)

অলংকরণ গৌরব ভট্টাচার্য



হযবরল



পাশাপাশি

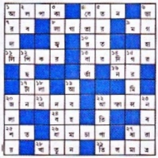
১) — বহিছে ভূবনে... (রবীন্দ্রনাথ)।
৪) ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ, তোরা।
৭) রেখা, চিহ্ন, মাত্রা, গণ্ডি।
৮) আলাপ, বিস্তার, গিটকিরি।
৯) শুষ্কতা, অনাদ্রতা, জলহীনতা।
১০) সদ্যাগত, নবজাতক।
১৩) মদগর্ব, লম্ফঝম্ফ, টেন্ডাইমেন্ডাই।
১৪) সুদীর্ঘ, আখাম্বা, অখর্ব।
১৭) হিমালয়, শীতাদ্রি, নগেন্দ্র.
২০) টুকরো টুকরো, খণ্ডিকরণ।
২১) বিবাহবাসরে বরকে বরণ করার মালা।
২৪) আঘাতন, ধ্বনন, আহনন, আহব।
২৫) মাথা — করে দাও হে তোমার... (রবীন্দ্রনাথ)।
২৬) অনেকের, — দুর্গোৎসব।
২৮) মন্থর, স্থির, গম্ভির।
২৯) নগদ টাকা, আটক, গর্ত।
৩১) — দরবার।
৩২) অবনতি, অবনমন, অসমৃদ্ধি।
৩৩) ফায়ারব্রিগেড-এর বঙ্গীকরণ।
৩৪) দাওয়া, ধারী, ধাপী।

উপর-নীচে

১) এই ঝাল কন্দটি রান্নায় ব্যবহৃত হয়।
২) পাহাড়ি নদী, গিরিতরঙ্গিনী।
৩) কুপিত, রোষিত, রুষ্ট।
৪) জোর, ক্ষমতা, বলবত্তা।
৫) প্রবাচক, প্রবক্তা, ক্রবাণ।
৬) দ্রবণ, বিগলন, নির্গলন।
১১) শিবাজির কাছে এই অস্ত্রটি আত্মরক্ষার জন্য সবসময় থাকত।
১২) কাকলক, গলগণ্ডি, ঘ্যাগ।
১৫) ঈগল, বাজবৈরি।
১৬) পাওনা, ভাগা, হক।
১৮) প্রতিজ্ঞা, যৌতুক, দর।
১৯) জলন্ত অঙ্গার।
২২) মদনপত্নী, ওজনের একক।
২৩) মানদ, সম্মানদাতা।
২৪) গা-ঘামানো, পরিশ্রম।
২৭) গোঁয়ারগোবিন্দ, জিদ্দিবাজ।
২৮) জেলে, মৎস্যজীবী।
২৯) ধূপ, আতপ, ভানুকর।
৩০) অল্প, মৃদু।

অরুণ

গত সংখ্যার সমাধান



গপ্পো

বিষাক্ত প্রেম

আবীর গুপ্ত



এক

যোধপুর পার্কের বেশ বড় একটি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবে ফোন করে সরিৎ বলেছিল ওর মা'র ব্লাড বাড়ি থেকে কালেকশন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সকালে ওদের লোক এসে নিয়েও গেছে ব্লাড। রিপোর্ট দেবে সন্ধ্যার সময়। সরিৎ অফিস থেকে ফেরার সময় তাই নেমে পড়েছে যোধপুর পার্কে। আকাশের অবস্থা বেশ খারাপ, যে-কোনও সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে। ও দ্রুত পা চালাল। রিপোর্টটা হাতে পাওয়ার পর খুলে পড়ল, হিমোগ্লোবিনটা কম আছে। এছাড়া, ওর মনে হল বাকি সব ঠিকই আছে। ল্যাবের বাইরে আসতেই খেয়াল করল ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। সেলিমপুর বাসস্ট্যান্ড মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। ও দ্রুত হাঁটা লাগাল। সবে খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হল। সরিৎ দৌড়ে সামনের অ্যাপার্টমেন্টের গেটের ভিতর ঢুকে পড়ল। ওর মতো আরও দু'একজন ঢুকে পড়েছে ভিতরে। সিঁড়ি ঘরে খাটিয়ায় বসে দারোয়ান ওদের দেখছে। সরিৎ অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরটা তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল — মনে হল একতলায় তিনটে ফ্ল্যাট। কারণ সিঁড়ির পাশে তিনটে দরজা দেখতে পাচ্ছে, সবগুলোতেই নেমপ্লেট লাগানো আছে। ডানদিকের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল, প্যান্ট শার্ট পরা একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। এগিয়ে এল দারোয়ানের পাশ দিয়ে দরজার দিকে। মেয়েটি অল্পবয়সি এবং বেশ সুন্দরী। সরিতের নজর পড়ল ওর ঠোঁটের নীচের তিলটির দিকে। মেয়েটিকে ও চেনে, ভুলবেই বা কী করে? মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠে চোখ সরিয়ে নিল— সরিতের মনে হল মেয়েটি সম্ভবত ওকে চিনতে পেরেছে। তাও— যদি না চিনে থাকে? একটু ইতস্তত করে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল— 'এক্সকিউজ় মি— ম্যাডাম, আপনি চন্দ্রা তো? সেই কাশ্মীরের গন্ডোলায়— আমি সরিৎ।'

মেয়েটি হাতের ছাতা খুলতে খুলতে কঠিন গলায় হিন্দিতে জবাব দিল— 'আপনি ভুল করছেন, আমি চন্দ্রা নই। ভবিষ্যতে আর ডিসটার্ব করবেন না।' সরিৎ, অবাক হয়ে তাকিয়েছিল— ও নিশ্চিত যে, এই মেয়েটিই চন্দ্রা। চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি লোকেরা ওঁর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে ও আর কথা না বলে চুপ করে গেল।

দুই

সরিৎ সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছেলে। আইটি সেক্টরে বেশ ভাল চাকরিই করে। মা ছাড়া ওর কেউ নেই। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ থাকলেও কখনও প্রেম করার চেষ্টা করেনি। কোনও মেয়ে প্রেমে পড়লে সযত্নে এড়িয়ে গেছে। তখন ওর উদ্দেশ্য ছিল একটিই
—অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট করা।

সরিতের নজর পড়ল ওর ঠোঁটের নীচের তিলটির দিকে। মেয়েটিকে ও চেনে, ভুলবেই বা কী করে? মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল—



চন্দ্রা হঠাৎ ওর গলা আরও জোরে জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে ওর ঠোঁটটা চেপে ধরল। দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা কিস করল — সরিৎ রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে, এরকম একটা পরিস্থিতির জন্য ও প্রস্তুতই ছিল না।

মাস তিনেক আগে হঠাৎ-ই ঠিক করল কাশ্মীরে বেড়াতে যাবে। বাস, একমাসের মধ্যেই মাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কাশ্মীর দেখার জন্য 'অনন্যা ট্রাভেলস'-এর সঙ্গে। কাশ্মীরে সে সময় বেশ অস্থির পরিবেশই চলছে— প্রায় প্রতিদিনই এখানে-সেখানে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় লোকজনও মারা যাচ্ছে। সরিতের এসব বিষয়ে ভয়ডর খুব একটা নেই, মা'র আপত্তিতেও তাই কান দেয়নি। শ্রীনগর থেকে ওরা গিয়েছিল গুলমার্গে। সরিৎ ঠিক করল গন্ডোলার কেব্‌ল কারে চাপবে। তেরো হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় যদি শ্বাসকষ্ট হয়, তাই ওর মা গেলেন না। সরিৎ একাই টিকিট কেটে মাকে নীচে একটি দোকানে বসিয়ে রেখে কেব্‌ল-কারে যাওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আর্মির লোকেদের তৎপরতা ওর অদ্ভুত লাগছিল। সারা রাস্তায় যেখানে-সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চেকিং হয়েছে। এখানেও অজস্র আর্মির লোক। গেটে বেশ কয়েক জায়গায় ওকে সার্চ করা হয়েছে, ওর ক্যামেরার ব্যাগও আগাপাস্তলা চেক করা হয়েছে। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় শুনল পাহাড়ের উপর থেকে নাকি গতকাল অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাই, এরকম চেকিং।

কেব্‌ল-কারে চেপে উপরে উঠতে উঠতে সরিৎ বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখছিল বরফে ঢাকা পাহাড় চূড়া আর উপত্যকা। একদম উপরে উঠে যখন কেব্‌ল-কার থামল, ও ধীরে সুস্থে নামল। এত উচ্চতায় বেশি তাড়াহুড়ো করতে গেলে নিঃশ্বাসে কষ্ট হতে পারে।

চারপাশে প্রচুর আর্মির লোকেরা ঘোরাফেরা করছে। ও সেসব পাত্তা না দিয়ে চারপাশের দৃশ্য দেখছিল আর পটাপট ছবি তুলছিল। এই জায়গাটা বেশ সমতল, অধিকাংশই অবশ্য বরফে ঢাকা। মাঝে মধ্যে পাথরও বেরিয়ে আছে। আরও একটু সামনে এই পাহাড়টার বরফে ঢাকা চূড়া সোজা উঠে গেছে। বেশ কিছু উৎসাহী মানুষ ওই বরফে লাফালাফি করছে, হাতের লাঠি আর স্পাইক লাগানো জুতোর সাহায্যে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। এই জায়গাটায় লোকজন প্রায় নেই। হঠাৎ, একটা পাথরের আড়াল থেকে হিন্দিতে একটি মেয়েলি গলা শুনল—'এক্সকিউজ় মি, মিস্টার– একটু এদিকে আসবেন।'

তিন

সরিৎ একটু ইতস্তত করে এগিয়ে গেল, দেখল পাথরের পিছনে একটি ২০-২২ বছর বয়সের মেয়ে, জিন্স আর লেদার জ্যাকেট পরা, পা চিপে বসে আছে। মুখটা বিকৃত করে মেয়েটি বলল— 'হঠাৎ পা মচকে গেছে, ভেঙেছে কিনা বুঝতে পারছি না, আমার সঙ্গে যারা ছিল তারা বোধহয় নীচে নেমে গেছে। যদি একটু সাহায্য করেন—সরিৎ মেয়েটির পায়ে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল কোথাও ফ্র্যাকচার হয়েছে কিনা। মেয়েটির চিৎকারে ভয়ে হাত সরিয়ে নিল। প্রথমে ভাবল, লোকজন ডাকার নাম করে কেটে পড়বে, তারপর মায়া হল। তা ছাড়া, মেয়েটির চোখদুটো ওকে— মেয়েটিকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। বারবার পড়ে যাচ্ছিল। ওর কাঁধে ভর দিয়ে বরফের উপর দিয়ে একপায়ে হাঁটতে পারছিল না। অবশেষে, প্রায় পাঁজাকোলা করে ওকে নিয়ে গিয়ে কেব্‌ল-কারে তুলল। মেয়েটি পরম নির্ভরতার সঙ্গে ওর গলা জড়িয়ে ধরে আছে। কথায় কথায় মেয়েটি নিজের নামও বলেছে— চন্দ্রা। শ্রীনগরেরই বাসিন্দা, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসে এই দুর্দশা। সেলফোনটাও পড়ে গিয়ে নাকি কাজ করছে না। সরিৎকে সেলফোনটা রাখতে দিয়েছিল, ওটা ও ক্যামেরার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছে।

নিজের মুখের সামনে চন্দ্রার মুখ, ঠোঁটের সামনে চন্দ্রার ওই সুন্দর ঠোঁট আর ঠিক তার নীচে একটু বাঁদিক ঘেঁষে একটা আঁচিল, সঙ্গে মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ— বহু কষ্ট করে সরিৎ নিজেকে সামলে রাখছিল।

একবার দু'জনের ঠোঁটও ছুঁয়ে গেল।

কেব্‌ল-কার নীচে পৌঁছেছে। মাঝে উপরের ধাপ থেকে নীচের ধাপে যাওয়ার জন্য কেব্‌ল-কার চেঞ্জ করতে হয়েছিল। সেখানেও অনেকটা পথ পেরিয়ে যেতে হয়েছিল, নীচে নামার পর সরিতের মনে হচ্ছিল— 'ইস যদি এই পথ শেষ না হত—'

কেব্‌ল-কার থেকে পাঁজাকোলা করে আবার পথ চলা। এবারে, প্রায় এক কিলোমিটারের মতো গেলে তবে গাড়ির স্ট্যান্ড। চন্দ্রা হঠাৎ ওর গলা আরও জোরে জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে ওর ঠোঁটটা চেপে ধরল। দীর্ঘক্ষণ ধরে একটা কিস করল — সরিৎ রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে, এরকম একটা পরিস্থিতির জন্য ও প্রস্তুতই ছিল না। মেয়েটি ওকে বলল— 'তুমি ভীষণ ভাল। আমি তোমায়— তুমি একদম অন্যরকম। আমায় এবার নামিয়ে দেবে? বোধ হয় চেষ্টা করলে হাঁটতে পারব। অনেকটা পথ।'

ভাগ্যক্রমে, একটা ঘোড়াও পাওয়া গেল। চন্দ্রাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে সরিৎ যখন যাচ্ছিল তখন ওর নিজেকে সিনেমার হিরোর মতো লাগছিল।

চার

গাড়ির স্ট্যান্ডে হঠাৎ চন্দ্রা দূরে দাঁড়ানো দু'তিনজনকে দেখিয়ে বলল— 'আমার বন্ধুরা। এখন মনে হয় নিজেই যেতে পারব।' সরিৎ আপত্তি জানিয়ে বলল— 'তোমার পা— তোমায় পৌঁছে দিয়ে তারপর আমার ছুটি।' চন্দ্রা ওকে কাতর স্বরে বলেছিল— 'প্লিজ, আর যেও না। ওরা দেখলে— আমি ঝামেলায় পড়ব— বুঝতেই পারছ তো, আমার বাড়ি ভীষণ কনজ়ারভেটিভ।' ওর কাছে রাখা সেলফোনটা নিয়ে চন্দ্রা খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ সরিৎ ওর দিকে তাকিয়ে রইল, চন্দ্রাকে গাড়ির পিছনে চলে যেতে দেখার পর সরিৎ দ্রুত হাঁটা লাগাল মা-কে যে-দোকানে বসিয়ে রেখেছিল সেইদিকে।

মা-কে নিয়ে গাড়িতে করে যখন ফিরছে তখন খেয়াল করল একটা টাটা সুমোর সামনে দু'টি ছেলে ও একটি মেয়ের সঙ্গে চন্দ্রা দাঁড়িয়ে হেসে হেসে গল্প করছে। হঠাৎ ওর প্যান্টের পকেট থেকে সেলফোনটা বার করে কথা বলতে বলতে বাকি তিনজনের থেকে দূরে চলে গেল। সরিৎ-এর কিছুই ভাল লাগছে না, মুখের ভিতরটা কেমন তেতো তেতো লাগছে। চন্দ্রার ফোন নম্বর অবশ্য ওর কাছে আছে, চন্দ্রাই দিয়েছে। চন্দ্রাকে ওর ভাল লেগেছে। বুঝতে পারছিল রীতিমতো চন্দ্রার প্রেমে পড়ে গেছে। গাড়ি থেকে শ্রীনগরে নেমে চন্দ্রাকে ফোন করল। উলটো দিক থেকে শুনল— 'দিজ় নম্বর ডাজ়ন্ট এক্সজ়িস্ট — এই নম্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই।' অনেক সময়ে ফোন খারাপ থাকলে বা টাওয়ার না থাকলেও এরকম উত্তর পাওয়া যায়। এরপর দু'দিন ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল— একই কথা ও প্রতিবারই শুনেছে। অর্থাৎ, চন্দ্রা যে সেলফোনের নম্বর ওকে দিয়েছে হয়

সেটা খারাপ আছে অথবা ইচ্ছা করেই ভুল নম্বর ওকে দিয়েছে। তাছাড়া, সরিতের নম্বরও তো ওর কাছে আছে, চন্দ্রাও তো ওকে ফোন করতে পারে। দুদিনেও যখন ফোন করেনি, তখন চন্দ্রা হয়তো ওর সঙ্গে যোগাযোগই রাখতে চায় না। ও মন থেকে গন্ডোলার স্মৃতি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু, জীবনে প্রথম কোনও মেয়ের প্রেমে যে পড়েছে, সে কী এত সহজেই সেই মেয়েটিকে ভুলতে পারবে!

পাঁচ

সরিৎও চন্দ্রাকে ভুলতে পারেনি। আরও প্রায় সপ্তাহ দুয়েক বেশ কয়েকবার ফোনে চন্দ্রাকে ধরার চেষ্টা করে না পেয়ে বুঝতে পেরেছিল চন্দ্রা ওকে ইচ্ছা করেই ভুল ফোন নম্বর দিয়েছে। অর্থাৎ, চন্দ্রা ওর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখতে চায় না। অনেকটা নিজেকে সামলেও নিয়েছিল। কিন্তু, যোধপুর পার্কে চন্দ্রাকে দেখার পর সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। আবার সেই পুরনো স্মৃতি ওকে পাগল করে তুলল। অফিসেও কাজে মন দিতে পারছে না। ঠিক করল চন্দ্রার সঙ্গে আবার দেখা করার চেষ্টা করবে। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করবে, কেন সেদিন ও ওরকম আচরণ করেছিল?

অফিস ছুটি নিয়ে সকাল থেকেই যোধপুর পার্কের ওই অ্যাপার্টমেন্টের একটু দূরে একটা চায়ের দোকানে বসেছিল। ঘণ্টাখানেক ধরে বসে বেশ কয়েক কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে। সাড়ে ন'টা প্রায় বাজে। খেয়াল করল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চন্দ্রা বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর উলটোদিকে যোধপুর মিনিবাস টার্মিনাসের দিকে এগোচ্ছে। ও দ্রুত পা চালাল।

পিছন থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে ওকে যখন ধরল ও তখন সেলফোনে কথা বলছিল। সরিৎ ঠিক ওর পিছনে এসে বলল— 'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আমি কি একটু আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

চন্দ্রা কথা বলতে বলতেই দাঁড়িয়ে ঘুরে ওকে দেখে থমকে গেল। ফোনে কী একটা বলে ফোনটা কেটে দিয়ে সরিৎকে অবাক চোখে দেখে বলল— 'আপনাকে আমি আগের দিনই তো বলেছি আমি চন্দ্রা নই। হোয়াই আর ইউ ডিসটার্বিং মি? আমি তানিয়া, তানিয়া থাপা। প্লিজ, ভবিষ্যতে এভাবে আর বিরক্ত করবেন না।' সরিৎ মনে মনে ভেবেই রেখেছিল এরকম কিছু একটা হতে পারে। তাই না ঘাবড়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল— 'আপনি দু'মাস আগে কাশ্মীরে যাননি? আপনি গুলমার্গের গন্ডোলার কেব্‌ল-কারে চেপে উপরে ওঠেননি?'

— 'আমি এই অ্যাপার্টমেন্টে তিনবছর ধরে আছি, কাশ্মীরেও আমি কোনওদিন যাইনি। আবারও বলছি, আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, যেতে দিন।'

সরিৎ পকেট থেকে নিজের ভিজিটিং কার্ডটা বার করে ওর হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে বলল— 'আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই। কাশ্মীর থেকে ফেরার পর বহুবার ফোনে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি বোধহয় আপনাকে— আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই।'

— 'সারি, সেটা সম্ভব নয়। এবারে পথ না ছাড়লে কিন্তু আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব।'

সরিৎ কোনও কথা না বলে উলটোদিকে হাঁটা লাগাল। চন্দ্রা বেশ খানিক এগিয়ে যাওয়ার পর ঘুরে একবার দেখল, সরিৎ কতটা দূরে, তারপর পাশেই একটা এসটিডি বুথে ঢুকে পড়ল।

ছয়

এসটিডি বুথটায় তানিয়া আগেও কয়েকবার এসেছে ফোন করার জন্য। বুথটায় তিনটে ছোট ছোট এনক্লোজারে ফোন রাখা। এনক্লোজারের ভিতর থেকে বললে বাইরে থেকে শোনা যায় না। ও একটা এনক্লোজারে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ডায়াল করা শুরু করল। প্রথমবারেই লাইনটা পেয়ে গেল। চাপা গলায় বলল— 'মনা বলছি। একটু সমস্যা হয়েছে। কাশ্মীরের গন্ডোলায় পাহাড়ের মাথায় দুটো স্পটে মাল রাখা হত, যার একটা স্পট থেকে মাল আনতে গিয়ে ফকির আর শামীম ধরা পড়ে যায়। তারপর চেকিং-এর বাড়াবাড়িতে ভয় পেয়ে পরদিন সকালে সেকেন্ড স্পট থেকে মাল নিয়ে আসার সময় ঝামেলায় পড়ে যাই। আসলে চেকিংটা হয় যাওয়ার সময়। ফেরার সময় কোনওদিন কখনও চেকিং আমাদের ফেস করতে হয়নি। মালগুলো হেঁটেই উপরে তোলা হয়েছিল। সমস্যায় পড়ে একটি বাঙালি ছেলের সাহায্য নিই। বুঝতেই তো পারছেন, একটু প্রেমের অভিনয়ও করতে হয়েছিল। এখানে, হঠাৎ ছেলেটি আমায় দেখে ফেলে এবং চিনতে পারে। আমি অবশ্য অস্বীকার করেছি। ছেলেটি আলাপ করতে চাইছে। কী করব?' উলটোদিকের কথা চুপ করে শুনে মেয়েটি আঁৎকে উঠে বলল— 'বস, এর কি কোনও দরকার আছে? ওকে যদি আরও দু'একবার কাটিয়ে দিই তা হলে মনে হয় না ঝামেলা হবে।' উলটোদিক থেকে ধমকের সঙ্গে যে কথাগুলো বলা হল তানিয়া অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে শুনে বলল— 'বস বুঝতে পারছি যে ভবিষ্যতে ছেলেটি এই কথাগুলো অন্য কাউকে বললে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু তাও, ছেলেটি যেভাবে আমাকে সেদিন— ও-কে— যা বলছেন করব।'

আবার উলটোদিকের কথাগুলো শুনে বলল— 'মাত্র দু'দিন সময়! ও-কে বস, চেষ্টা করছি। ওর ফোন নম্বর আছে। এমন কিছু করা চলবে না যাতে সবার সন্দেহ হতে পারে। তাই, হয়তো আরও এক-দু'দিন বেশি সময় লাগতে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আরও দু'জনকে দরকার, তরু আর শ্যামকে কাজে লাগাচ্ছি।'

ফোন রেখে বিল মিটিয়ে তানিয়া বুথ থেকে বেরিয়ে মিনিবাস টার্মিনাসের দিকে হাঁটা লাগাল। অনেকটা দূর থেকে সরিৎ ওকে বুথ থেকে বেরিয়ে এগতে দেখে উলটোদিকে ঢাকুরিয়া বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা দিল।

সাত

সন্ধ্যার সময় সরিৎ ফোনটা পেল। অচেনা ল্যান্ডলাইন নম্বর। সরিৎ ফোনটা ধরতেই উলটোদিক থেকে হিন্দিতে একটি মেয়ে বলে উঠল— 'আমি চন্দ্রা। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' সরিৎ একটু অবাক হয়েই বলল— 'তখন তুমি ওরকম ব্যবহার করলে! চন্দ্রা নও বলে জানালে! এখন বলছ কথা বলতে চাও! হোয়াই?'

— 'ওখানে সবাই আমার পরিচিত। আমার স্বামী প্রোমোটার শুধু নয়, সবাই ওকে বেশ ভয়ই পায়। তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে হয়তো নিজের লোকদের দিয়ে তোমাকে খুনই করে ফেলত। তাই— ওরকম ব্যবহার করেছিলাম।'



যোধপুর পার্কে চন্দ্রাকে দেখার পর সরিতের সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। আবার সেই পুরনো স্মৃতি ওকে পাগল করে তুলল। অফিসেও কাজে মন দিতে পারছে না। ঠিক করল চন্দ্রার সঙ্গে আবার দেখা করার চেষ্টা করবে। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করবে, কেন সেদিন ও ওরকম আচরণ করেছিল?

— 'বুঝলাম। কবে কোথায় দেখা করব?'

— 'কালকে সকালে আসতে পারবে?'

সরিতের ইচ্ছা করছিল তক্ষুনি দৌড়ে যেতে কিন্তু নিজেকে সামলাল। বলল— 'কাল তো হবে না, পরশু সকালে হতে পারে।'

— 'ঠিক আছে। তা হলে আগামী পরশু তুমি আসছ।'

— 'কোথায় যাব? যোধপুরে?'

— 'না-না, অন্য কোথাও।'

— 'তা হলে ঢাকুরিয়া লেকে চলে এস। ওটাই সবচেয়ে ভাল হবে।'

— 'না-না, ঢাকুরিয়া লেক নয়। আমার স্বামী দেখতে পেলে, আমায় খুন করে ফেলবে, দেশপ্রিয় পার্কের ঠিক পাশে সপ্তর্ষি অ্যাপার্টমেন্টের টপ ফ্লোরে আমার বান্ধবী মল্লিকা রাই থাকে, তুমি বরং ওর ওখানে চলে এস।'

— 'সপ্তর্ষি অ্যাপার্টমেন্ট? মল্লিকা রাই? সোজা ওর ফ্ল্যাটে ঢুকব তো?'

— 'না, যা বলছি মন দিয়ে শোনো। নীচে সিকিউরিটি স্টাফের কাছে রেজিস্টারে কিন্তু নিজের নাম লিখবে না, আমার স্বামী জানতে পারলে— যা হোক একটা নাম লিখে বলবে মল্লিকা রাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাও। লিফটে সোজা টপ ফ্লোরে উঠে আরেকটা ফ্লোর হেঁটে ছাদে চলে যাবে। ওখানেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

— 'তুমি ঠিক আসবে তো?'

— 'হ্যাঁ, ঠিক সকাল এগারোটার সময় আমি ওখানে যাব।'

চন্দ্রা ফোনটা কেটে দিল। সরিৎ চিন্তিত, অত্যন্ত চিন্তিত। ওর জীবনে প্রথম প্রেম চন্দ্রা। ওকে হারাতে চায় না। কোনওভাবেই না। অথচ— সরিৎ কী করবে? ওর এখন কী করা উচিত? চিন্তিত মুখে ফোনটা নিয়ে ডায়াল করা শুরু করল।

আট

সরিৎ সপ্তর্ষি অ্যাপার্টমেন্টের সামনে পৌনে এগারোটা নাগাদ পৌঁছে গেল। দু'রাত ভাল করে ঘুমোতে পারেনি। যতই চন্দ্রার কথা ভাবছে ততই মন ভরে উঠছে বিষাদে। চন্দ্রাকে বোধহয় কোনওদিনই ও নিজের করে পাবে না। বোধহয় নয়, ও এ ব্যাপারে নিশ্চিত। চন্দ্রাকে সত্যি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে। আস্তে আস্তে হেঁটে নীচে সিকিউরিটির কাছে গিয়ে নিজের নামের জায়গায় লিখল তপন দাস। সিকিউরিটির ছেলেটি ওকে জানাল মল্লিকা রাই ফ্ল্যাটেই আছে। সরিৎ লিফটে উঠে নাইনথ ফ্লোরে যাওয়ার বোতামটা টিপে দিল।

নাইনথ ফ্লোরে লিফট থেকে বেরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না, চন্দ্রার কথামতো সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদে যাওয়ার দরজাটা ভেজানো। ও দরজা টেনে খুলে ছাদে পা দিল। ছাদটা ন্যাড়া, কোনও প্যারাপেট ওয়াল নেই। ছাদের ঠিক মাঝখানে একগাদা বাঁশ, আবর্জনা



দ্রুত রিভলবার ঘুরল সরিতের দিকে। গুলি চালানোর আগেই অবশ্য দু'দিক থেকে গোটা চারেক গুলি ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলল।

রাখা, সেগুলো আবার ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। ছাদের এক কোনায় সিঁড়ি ঘরের উলটোদিকে একটা বিশাল উঁচু ট্যাঙ্ক। ও ছাদে উঠে চারপাশে যখন দেখছিল তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেল। চন্দ্রা দরজা খুলে ছাদে পা দিল।

দু'জনেই চুপ করে দু'জনকে দেখছে। সরিতের মনে হল চন্দ্রার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল বোধহয় চিকচিক করছে। চন্দ্রা মৃদু স্বরে বলল— 'কেন এলে এখানে?'

— 'শুধু একটা প্রশ্নের উত্তরের জন্য।'

— 'কী প্রশ্ন?'

— 'আমাকেই কেন বাছলে? আর কাউকে পেলে না? আমি তো সাহায্যই করেছিলাম— তাহলে কেন প্রেমের অভিনয় করেছিলে?'

অনেকক্ষণ বাদে চন্দ্রা উত্তর দিল— 'সরিৎ, আই অ্যাম স্যরি। আমার কিছু করার নেই। আমাকে কেন চিনতে গেলে?'

— 'ওখান থেকে কী আনার জন্য আমায় ব্যবহার করেছিলে?'

— 'এখন অবশ্য তোমাকে বলা যেতেই পারে। অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক।'

— 'ওই সেলফোনটা? যেটা আমায় রাখতে দিয়েছিলে?'

— 'হ্যাঁ।'

— 'একটা শেষ অনুরোধ রাখবে?'

— 'কী?'

— 'শেষবারের মতো একটা কিস করবে?'

চন্দ্রা বহুক্ষণ ধরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে যখন চুমু খাচ্ছিল তখনই সরিৎ সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পেয়েছিল। একটি মেয়ের গলার আওয়াজ

— 'হ্যাল্লো রোমিও কিসটা এবার শেষ করো। কাজের কথা আছে যে—'

নয়

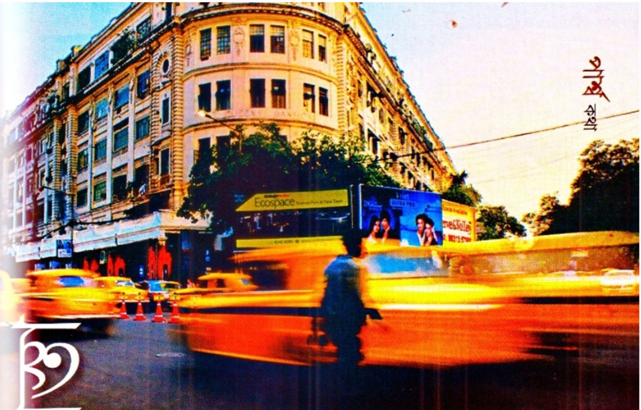
সরিৎ চন্দ্রাকে ছেড়ে ঘুরেই দেখল ওর বয়সি একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ওর দু'পাশে দাঁড়িয়ে। ছেলেটি হেসে জিজ্ঞাসা করল— 'তুমি কি নিজেই ছাদ থেকে লাফ দেবে? নাকি আমরা সাহায্য করব?'

ছেলেটা ওকে ঠেলা দিয়ে ছাদের ধারের দিকে নেওয়ার চেষ্টা করতেই সরিৎ দেখল ছাদের মাঝে ঢাকা ত্রিপল সরিয়ে দুটো লোক বেরিয়ে আসছে। দু'জনের হাতেই এলএমজি। ট্যাঙ্কের উপর থেকে একটা ভারী গলার আওয়াজ পেল— 'আমরা ক্রাইম ব্রাঞ্চের, কোনও চালাকি করতে গেলে গুলি চালাব। হাত সোজা উপরে—'

সরিৎ অবাক হয়ে দেখল ওর পাশের ছেলেটিকে, অতি দ্রুত পকেট থেকে রিভলবার বার করে গুলি করল সঙ্গের মেয়েটিকে। তারপর দ্রুত রিভলবার ঘুরল সরিতের দিকে। গুলি চালানোর আগেই অবশ্য দু'দিক থেকে গোটা চারেক গুলি ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। সরিৎ চন্দ্রার দিকে ব্যথিত চোখে তাকাল। চন্দ্রা ওকে অবাক দৃষ্টিতে দেখছিল— খুব ধীরে ধীরে বলল— 'তুমি ওদের?' সরিৎ চন্দ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল— 'আমার কাছে দেশ আগে। তারপর—।' ও কথা শেষ করার আগেই চন্দ্রা দ্রুত দৌড়ে গেল ধারের দিকে তারপর শূন্যে ঝাঁপ দিল।

সরিতের প্রথম সন্দেহ হয় ঠিক দু'দিন আগে। চন্দ্রার হাতে সেলফোন থাকা সত্ত্বেও ওকে এসটিডি বুথে ঢুকতে দেখে। তারপর, ওর মনে পড়ে গন্ডোলা থেকে নেমে এসে চন্দ্রাকে ওর সঙ্গীদের কাছে ছেড়ে মা-কে নিয়ে গাড়িতে যখন যাচ্ছিল তখন দূর থেকে চন্দ্রাকে দেখেছিল পকেট থেকে সেলফোন বার করে নর্মালভাবে হাঁটতে হাঁটতে ফোনে কথা বলতে। তখন ও একটা ঘোরের মধ্যে ছিল তাই এর গুরুত্বটা তখন বুঝতেই পারেনি। পরে চন্দ্রার ওকে চিনতে না পারা, হাতে সেলফোন থাকা সত্ত্বেও এসটিডি বুথে ঢোকা, ওকে চিন্তায় ফেলে দিল। একটু ভাবতেই কিছু একটা গণ্ডগোল আছে বুঝতে পারল। এই কারণে সন্ধ্যার সময় চন্দ্রা ওকে ফোন করে দেখা করতে বলায় ও পরদিন কাজ আছে বলে তার পরের দিন দেখা করার কথা জানাল। সোজা যোগাযোগ করল কলকাতা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চে। ওঁরা সব শুনে সিবিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল। মোটামুটি ওরা বুঝতে পারলেন কী হতে চলেছে। তাই, সেই মতো ব্যবস্থাও নিলেন। সরিতেরও প্রাণটা তাতে বেঁচে গেল। কিন্তু— সরিৎ? ও কি ভুলতে পারবে চন্দ্রাকে?

অলংকরণ **গৌরব ভট্টাচার্য**



মনকেমনের রাস্তা

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ চলে গেছে কবরখানায়। পায়ে-চলা সেই পথের নাম তাই বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড। নামটা অচেনা ঠেকছে তো? আজ সেই রাস্তাই কলকাতার ঝলমলে পার্ক স্ট্রিট। পায়ে-চলা সেই পথের পাশাপাশি আরও অনেক কিছু খুইয়ে সেজে উঠেছে আজকের মনকেমনের রাস্তা। লিখছেন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

যতই বয়স বাড়ছে, যতই আমার শরীরের রেখায় রেখায় স্পষ্ট ক্ষীয়মানতার অনিবার্য প্রকাশ, ততই কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যাচ্ছে বদলে। এই শহর হয়ে উঠছে আমার কাছে ঈর্ষনীয়। এই শহরের সঙ্গে তৈরি হচ্ছে আমার বিচ্ছিন্নতাবোধ। কলকাতার আধুনিক রৌনক, তার ফ্লাইওভার-মাল্টিপ্লেক্স-শপিং মল-সিটি সেন্টার-হাইরাইজ়-হোটেল-রেস্তরাঁ-নিশিনিলয়,— এই হঠাৎ খোলতাইয়ের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আজকাল যেন মনে হয় স্তিমিত, ম্লান, তমস্বান। অথচ ষাটের দশকে আমার যৌবনকে এই শহরই দিয়েছিল নিরন্তর সঙ্গ। কিন্তু এখন কলকাতার এই অঙ্কুরণ ও নবমঞ্জরীর মধ্যে আমি কিছুতেই খুঁজে পাই না একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনের আতপ। পিছন ফিরে তাকালে অনুভব করি, আমার যৌবনে কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অন্যরকম। কোনও নিহিত পীড়ন ছিল না সেই সম্পর্কে। এই শহরকে আমি বিশ্বাস করতাম। এখন যেন সমস্ত শহর জুড়ে উঠতি বৈভবের প্রতারক আড়াল। কোথায় রাখব আমার আস্থা, আমার প্রত্যয়? আমার আর আমার শহরের পারস্পরিকতা এখন সংকটময়।

এই কলকাতার কাছেই আমি অনেক পেয়েছি। এই শহরে আমার জন্ম, বড় হওয়া, শিক্ষাদীক্ষা, সুখ-দহন, আমার প্রেম-বিয়ে-বিয়েভাঙা-সোনাগাছি। এই শহরই তৈরি করেছে আমার মন, আমার নির্মমতা, আমার চরিত্র, আমার চরিত্রহীনতা। আমার জীবনের সব আলো এবং অন্ধকার, সব আশ্লেষ এবং প্রত্যাখ্যানের সঙ্গে মিশে আছে কলকাতা। আমার ভাবনাভুবনের অনেক তরঙ্গ ছড়িয়ে আছে এই শহরের পানশালায়।

পানশালা! অনিবার্যভাবে মনে এল পার্ক স্ট্রিট। পার্ক স্ট্রিটের 'অলি পাব'-এই তো প্রথম মদ খেতে শিখি! সংলাপমুখর রঙিন নষ্টামির বীজটি আমার মধ্যে প্রথম রোপণ করেছিল অলি পাব। যার ভাল নাম 'অলিম্পিয়া'। নিরঞ্জন মজুমদার, যিনি 'রঞ্জন' নামে দার্জিলিং-এর ওপর লিখেছিলেন 'শীতে উপেক্ষিতা'-র মতো এক অনন্য বই, যিনি আসলে ছিলেন প্রায় সর্বদা সুরাসান্দ্র এক বিদগ্ধ বর্ণময় বঙ্গ-ইংরেজ, যাঁর মুখের আর লেখার ভাষা সারাক্ষণই ছিল ইংরেজি, অথচ 'শীতে উপেক্ষিতা' লিখে যিনি দেখিয়ে দিলেন বাংলা ভাষার প্রয়োগেও তিনি হতে পারেন মর্মী ও মৌলিক— সেই



অবিস্মরণীয় নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পার্ক স্ট্রিটের অলি পাব-এই।
যৌবনপ্রান্তের সুরাসখা সোমদেব দাশগুপ্তকেও সৌভাগ্যের সৌজন্যে পেয়েছিলাম পার্ক স্ট্রিটের মধুশালাতেই। নিরঞ্জনের মতো সোমদেবও কলকাতার শেষ ইংরেজদের একজন। 'দ্য স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রে দু'জনেই তখন নিয়মিত লেখক। সোমদেবই আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় করাল 'অলি'-র অনির্বচনীয় বিফ স্টেক-এর। গোমাংসের সেই বিরল বন্দিশ কবে হারিয়ে গেছে শহর থেকে! সোমদেব আমারই মতো পছন্দ করত 'অলি'-র 'ওয়েলডান' স্টেক। যারা জীবনে কিঞ্চিৎ 'আন্ডারডান', যাদের প্রাত্যহিক যাপনপ্লেটে লেগে থাকে রক্তের ফিকে গোলাপি, তাদের 'ওয়েলডান'-এর প্রতি এই টান হয়তো স্বাভাবিক।

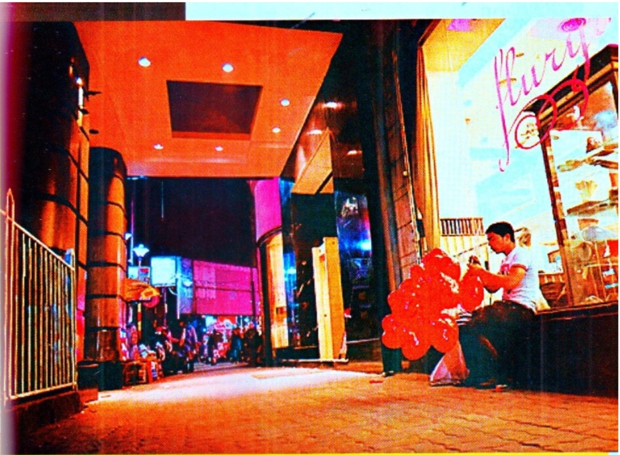
কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের জীবন গড়ে উঠেছে মিথ ও মিথ্যার অনর্গল পারস্পরিকতায়। এই নিজস্ব পুরাণ থেকে পার্ক স্ট্রিটের মুক্তি নেই। মিথ ও মিথ্যামুক্ত হয়ে পার্ক স্ট্রিট বাঁচবে না। একদিকে পার্ক স্ট্রিটের বর্ণময় আদি কাহিনি। অন্যদিকে নতুন পালিশের আলো। প্রাচীন ও সমকালের সহবাসের মধ্যেই এই শহুরে সরণির দ্বৈত চরিত্র। ব্রিটিশ রাজকাহিনির দীর্ঘ ব্যাপ্তি— তারই একটি পরিচ্ছেদ যেন পার্ক স্ট্রিট। কলকাতার ইংরেজ শাসনের অস্থি-মজ্জা-হাড়— সব পাওয়া যায় এই রাস্তায়। এই কঙ্কালের ওপরেই সমকালীন পার্ক স্ট্রিটের রক্ত-মাংস-অবয়ব। পার্ক স্ট্রিটের পরতে পরতে ঔপনিবেশিক অহমিকা। আবার আমাদের কলোনিক্লান্তির ছায়াও আছে এই রাস্তার মেজাজে। এইভাবেই পার্ক স্ট্রিটের চরিত্রে ঘটেছে পুরাণ ও আধুনিক শহরসংহিতার রসায়ন। এ কথা ঠিক, পার্ক স্ট্রিট হারিয়েছে তার অনেক স্বর্ণমুদ্রা। তবুও পার্ক স্ট্রিটের পুরাণগৌরব আজও মুগ্ধ করে আমাদের। পার্কপুরাণে এক অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছে সাঁ সুসি থিয়েটার। পার্ক স্ট্রিটের আদিকাল তাই জড়িয়ে আছে কলকাতার নাট্য-ইতিহাসের সঙ্গে। সাঁ সুসি পুড়ে ছাই হল। সেই আগুনেই পুড়ে মরলেন সাঁ সুসি থিয়েটারের সুন্দরী ইংরেজ নায়িকা। তাঁর সঙ্গেই নাকি গোপন সম্পর্ক ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথের। দ্বারকানাথ আর অভিনেত্রীর গল্প রইল পার্ক স্ট্রিটের মিথমিথ্যার অন্তরালে। সাঁ সুসি ছাই হয়ে তৈরি হল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

এবার আসা যাক, শেক্সপিয়রের গল্পে। তিনি উইলিয়ম নন। তিনি এইচ জে শেক্সপিয়র। কলকাতায় তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে না এলে আমরা কি পেতাম পার্ক স্ট্রিট?

একদা নামহীন গোত্রহীন পরাভবপরে ছিল পার্ক স্ট্রিট। চারধারে বনজঙ্গল। আর মাঝখানে এক বিপন্ন বিষণ্ণ পায়ে-চলা পথ। সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ৬৪ সালের মধ্যে কলকাতার একটি মানচিত্র প্রস্তুত করলেন 'লা মার্টিনিয়ার্স' স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড মার্টিন। এই মানচিত্রে অবিশ্যি কলকাতার কোনও রাস্তারই কোনও নাম নেই। যাঁর নামে আমাদের উড স্ট্রিট, সেই মার্ক উড ১৭৮৪-৮৫-র মধ্যে কলকাতার আর একটি ম্যাপ তৈরি করালেন। এই ম্যাপে কলকাতার রাস্তার নামের উল্লেখ পাচ্ছি। এরপর কলকাতার চিফ ইঞ্জিনিয়র কর্নেল টি কল শহরের আর একটি ম্যাপ প্রকাশ করলেন। ১৭৮৬-তে প্রকাশিত এই মানচিত্রে ভারী মজার ব্যাপার— দক্ষিণ কলকাতার একটি অংশের নাম কলিঙ্গ। তালপুকুর ছিল কলিঙ্গে। কলিঙ্গ অঞ্চলে মাত্র কয়েকখানি বাড়ি। আর সারা চৌরঙ্গিতে চারটে বাড়ি— সবই পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে। এই চৌরঙ্গি গ্রামে পার্ক স্ট্রিট তখনও ডাকাতিয়া জঙ্গল। তখনও পার্ক স্ট্রিট কিন্তু নামহীন অরণ্যসরণি।

পার্ক স্ট্রিটের প্রথম নাম 'বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড'। কেন? গল্পটা এইরকম:

পলাশির যুদ্ধের পর গোবিন্দপুরের জঙ্গল কেটে ইংরেজ কোম্পানি নতুন একটি দুর্গ তৈরি করতে চাইল। চৌরঙ্গিতে তখন ঘন বন। বাঘ-ভাল্লুকে মানুষ খায়। গোবিন্দপুরের জঙ্গল সাফ করা হল বটে, কিন্তু চৌরঙ্গির জঙ্গল থাকল একইরকম। গোবিন্দপুরের গরিবদের ইংরেজ মেরে তাড়াল চৌরঙ্গির জঙ্গলে। সাহেবরা



১৯৩০ সাল নাগাদ পার্ক স্ট্রিট (বাঁদিকে), আজকের ফ্লুরিজ় (উপরে)

চৌরঙ্গি অঞ্চলের অনেক জমির মালিক হলেন। সেই জমিতে তাঁরা তৈরি করলেন বনবস্তি। বনবস্তির ব্যবস্থা খুব সিম্পল। দুটি ভাগ। গরিব ব্রাহ্মণদের জন্যে বামুনবস্তি। আর অন্যান্য গরিবদের জন্যে কলভিনবস্তি। আর সাহেবরা মাথার ওপর আরামে ছড়ি ঘোরাবেন অভিজাত দূরত্ব থেকে। তবে চৌরঙ্গির জঙ্গলের প্রতিকূল পরিবেশে পটাপট সাহেব মরতে লাগল। তাদের জন্যে তৈরি হল বিরাট কবরখানা। যে-জঙ্গল পথ দিয়ে সেইসব শবদেহ যেত কবরখানায়, তার নাম হল 'বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড', আজকের পার্ক স্ট্রিট।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আবার হল বিরাট পরিবর্তন। ১৮১৭ সালে পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে বামুনবস্তি আর কলভিনবস্তি ভেঙে গরিবদের আবার তাড়িয়ে দেওয়া হল। সাহেবরা পুরোপুরি দখল নিল এই অঞ্চলের। তৈরি হল ইংরেজ পাড়া। বামুনবস্তি আর কলভিনবস্তির জায়গায় দেখা দিল পার্ক স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, মিডলটন স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, উড স্ট্রিট। হারিয়ে গেল চৌরঙ্গি জঙ্গলের গরিব মানুষরা। চৌরঙ্গি জঙ্গল আর গ্রাম জায়গা ছেড়ে দিল শহর চৌরঙ্গিকে। বাঘ-ভাল্লুকের বদলে এল ইংরেজ।

চৌরঙ্গির জঙ্গলকে যিনি নতুন নগরে রূপান্তরিত করলেন, যিনি পার্ক স্ট্রিটের রূপকার, তিনি এইচ জে শেক্সপিয়র। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যম, প্রেরণা, স্বপ্নদৃষ্টি ছাড়া পার্ক স্ট্রিটকে কি সত্যিই পেতাম আমরা? কলকাতায় উইলিয়ম শেক্সপিয়রের নামে রাস্তা আছে। এইচ জে শেক্সপিয়রকে বেমালুম ভুলে গেছি। মাঝেমাঝে আমার ভাবতে ভাল লাগে, কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি আসলে এইচ জে-র, উইলিয়মের নয়।

পার্ক স্ট্রিটের ইতিহাস, কলকাতার সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক, এই অনন্য সরণির পুরাণ, মিথ ও মিথ্যা, সবকিছুই ক্রমশ যেন ধূসর পাণ্ডুলিপি। যেমন হারিয়ে গেছে পার্ক স্ট্রিটের 'আরণ্যক', তার বামুনপাড়া আর কলভিনবস্তি, তার উন্নাসিক সাহেব-সংস্কৃতিও বদলেছে চরিত্র। একদা পার্ক স্ট্রিট জুড়ে ছিল সাহেবদের বাংলোবাহার। সেইসব বাংলোর একটিও নেই। নেই পার্ক স্ট্রিটের আর্ট গ্যালারি 'আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস'। নেই 'প্যাম ক্রেন'। নেই 'ব্লু ফক্স'। কোথায় সেই ডাভটন কলেজ— যে-জমিতে আজ দাঁড়িয়ে আছে পার্ক ম্যানসন। আমাদের যৌবনে যে-বাড়ি ছিল উজ্জ্বল ল্যান্ডমার্ক, এখন তা কিছুটা অজ্ঞ অবহেলাতেই ম্লান।

প্যাম ক্রেন আর পার্ক স্ট্রিট— আমাদের যৌবনে ছিল সমার্থক। পার্ক স্ট্রিট মানেই তো প্যামের গান, তার সুর ও শরীরের সমস্ত ইশারা। উষা উত্থুপ ভিন্ন জাতের। তবু এই শিল্পীর শিকড় পার্ক স্ট্রিটেই। আমার যৌবনের পার্ক স্ট্রিট-স্মৃতি প্যাম ও উষার কাছে নতজানু। প্যাম ক্রেন পার্ক স্ট্রিটের হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণমুদ্রা। হয়তো এ-যুগে অচল। তবু মেদুর হই তাঁর হিরণটানে। ব্লু ফক্স আর স্কাইরুম— পার্ক স্ট্রিটের দুই হারিয়ে যাওয়া রেস্তরাঁ। ব্লু ফক্স ফিরে এসেও আর খুঁজে পেল না নিজেকে। স্কাইরুম সেই যে গেল অকালমরণে, আর এল না কোনওদিন।

পার্ক স্ট্রিট বলতেই আমার মনকেমন করে 'Flury's'-এর জন্যে। আজকের 'ফ্লুরিজ়' নয়, আমাদের যৌবনের 'Flury's', যেখানে মাঝেমধ্যে যেতাম স্যান্ডউইচ আর ড্যানিশ পেস্ট্রি খেতে। তখন মাথার ওপর পাখা চলত। তারপর Flury's বন্ধ হয়ে গেল অনেকদিন। 'Flurys' ফিরে এসেছে ভিন্ন বিন্যাসে। কিন্তু ফিরে আসার পথে তার নাম কখন হারিয়ে ফেলেছে গৌরবের apostrophe! ওটাই তো ছিল তার বিজয়-trophy! আমার মনকেমন করে ওই apostrophe-টির জন্যেও।

রকমন্ত্রে অভিষেক

Rockstar জানাল



আজকে যখন কোনও তথাকথিত সঙ্গীতজ্ঞানী নিজের প্রয়োজনে মূর্খ সেজে বাংলা রককে এক কথায় নস্যাৎ করে দিতে চান দশ বছর পুরনো, ফেলে দেওয়া আপ্তবাক্যের ধুঁয়ো তুলে, সাংবাদিককুল বোবা হয়ে থাকেন।

ছোটবেলায় আমার এক অস্ট্রেলিয়ান বন্ধু ছিল। নাম জেসন। আমারই বয়েসি, কিন্তু পাশাপাশি দাঁড় করালে লম্বা চওড়া সবদিক থেকেই আমার দেড়া। আমাদের বন্ধুত্ব ছিল অনেকটাই সারদা মা আর ভগিনী নিবেদিতার বাক্যাতীত প্রথম সাক্ষাতের মতো। ওর সঙ্গে একদিনও কথা বলতে পারিনি আমি। অস্ট্রেলীয় উচ্চারণে জড়ানো ইংরেজি বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রত্যেকদিন ওদের বাড়িতে যেতাম। ও-ও আসত। আমরা ড্রাফস খেলতাম। জেসনের বাবা-মা আমার জন্য বেশ কিছু জিনিস সিঙ্গাপুর থেকে কিনে এনেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে এই ম্যাগনেটিক ড্রাফস সেটটিও ছিল। **'draughts'** এই শব্দটা পড়লে মনে হতে পারে ড্রটস উচ্চারণ হবে, তা কিন্তু নয়। অন্তত ওরা ড্রাফস-ই বলত। জেসনের মা আমায় এই খেলাটা শিখিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই এটাতে আমি বেশ পোক্ত হয়ে উঠলাম। ওদের গোটা ফ্যামিলিকেই হারিয়ে দিতাম ব'লে ব'লে। সেই জন্যই হয়তো ওরা খুব ভালবাসতেন আমায়।

জেসনদের বাড়ি অস্ট্রেলিয়ার কোথায় ছিল তা আজ আর মনে নেই। কলকাতায় ওঁরা মাঝে মাঝেই আসতেন জেসনের গ্র্যানির সঙ্গে দেখা করতে। গ্র্যানি ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। আমার দিদা আর জেসনের গ্র্যানির বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। আমিও গ্র্যানি বলেই ডাকতাম। খ্রিস্টমাস-এ খুব আনন্দ করা হত দুই পরিবারেই। যদিও ওঁরা ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক আর আমরা প্রোটেস্ট্যান্ট, আমাদের চার্চ আলাদা ছিল। কিন্তু আমার কাছে সেটাই ছিল বাড়তি আকর্ষণ। দুই পরিবার দু'রকম ভাবে বড়দিন পালন করত। ক্যাথলিকদের উদযাপনে আড়ম্বর বেশি থাকে, প্রোটেস্ট্যান্টরা সাদামাটা প্রার্থনাতেই বেশি বিশ্বাসী। খ্রিস্টমাস ইভে ওই বাড়ির জৌলুস বাড়ত, সমবেত ক্যারল সঙ্গীত গাইতে চলে আসতেন দলে দলে সাহেব-মেম। পার্টি শব্দটার সঙ্গে তখন পরিচয় ছিল না আমার, আজ মনে হচ্ছে, পার্টিই হত বোধহয়। কাজেই জাঁকালো সাংস্কৃতিক সংস্পর্শ যদি খোঁজেন, ক্যাথলিক মহলেই খুঁজতে হবে। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ আর বাহুল্য আসলে অনেকটাই হাত ধরাধরি করে আসে।

অবশ্য যখনই সংস্কৃতির অনুশীলনে কোনও নিয়ম তৈরি হয়, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে উলটো প্রবণতার চোরাস্রোত। রক যখন গরিষ্ঠের মদতপুষ্ট হয়ে বাজারের আনুগত্য পায়, সেই সাফল্যই তৈরি করে অলটারনেটিভ রক-এর পথ। অলটারনেটিভও আস্তে আস্তে সফটওয়্যার-কেন্দ্রিক মিউজ়িক আর হোম স্টুডিওর জোয়ার আসার পর বৃত্তটাকে আরও ছোট আর ব্যক্তিগত করে ঠাঁই নেয় ইন্ডি মিউজ়িক সিন-এ। এভাবেই অস্বীকার করতে চেষ্টা করে সংস্কৃতির সঙ্গে অলংকারের সাবেকি যোগাযোগ।

পার্টির আলোয় শব্দে উচ্চকিত উল্লাসে যে বাড়ি গমগম করত, একদিন সেই বাড়ির পাট চুকিয়ে ওঁরা সবাই অস্ট্রেলিয়া ফেরত চলে গেলেন। ওঁদের ঠিকানা কোন নোটবুকের পাতায় লুকিয়ে রেখে যে আমার মা-ও মারা গেলেন, তা মা-ই জানেন। আমাদের অদ্ভুত এবং অর্থেক বন্ধুত্ব কী বেখাপ্পা ভাবেই না শেষ হয়ে গেল! তাই ফসিল্‌স-এর অস্ট্রেলিয়া সফরের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যে এই হারিয়ে যাওয়া অস্ট্রেলীয়র কথাই বেশি করে মনে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী?

তবে জেসনকে খুঁজে পাওয়া না গেলেও এবারের ট্যুর সত্যিই ছিল আমার কাছে একটা পুনর্মিলনের সফর। অন্য দুই পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার ছিল এবার। একজন নঈম, যার সঙ্গে '৯২তে তৈরি করেছিলাম আমাদের

প্রথম ব্যান্ড। নঈম এখন থাকে ক্যানবেরায়, 'অস্ট্রেলিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট'-এর একজন ব্যুরোক্র্যাট বিশেষ। সিডনিতে ফসিল্‌স-এর অনুষ্ঠান হবে, আমার কাছে এই খবর পেয়ে বহুদিন আগে থেকেই টিকিট বুক করে রেখেছে সপরিবারে সিডনি আসবে বলে। অন্যজনের সঙ্গে আমার ততটা বন্ধুত্ব ছিল না, কিন্তু তার ভূমিকা আমার জীবনে অনেক বড় বন্ধুর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। নাম অভিষেক মিত্র। এখন অস্ট্রেলিয়া নিবাসী এক সাহেবকে বিয়ে করে সে পরিবর্তিত হয়ে পরিচিত হয়েছে অভিষেক মর্টিমার মিত্র এই নামে (হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া সরকারিভাবে গে ম্যারিটাল রাইট সমর্থন করে)। অভিষেক '৯৬-'৯৭ সালে স্টেটসম্যান কাগজে 'ইন ইউটেরো' বলে একটি ফিচার লিখত। সেখানে সে মূলত রক, মেটাল এবং অলটারনেটিভ মিউজ়িক-এ নতুন যারা প্রতিভাবান, তাদের কথা লিখত। আমি আমার ডেমো ক্যাসেট তৈরি করে এই অভিষেককে খুঁজে বের করি। তারপর পৌঁছে দিই তার হাতে আমার গানগুলো।

সেই সময় যাঁদের যাঁদের আমার ডেমো দিয়েছিলাম, বেশিরভাগই আমায় কোনওরকম পাত্তা দেননি। অভিষেক কিন্তু ডেমো শুনে রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে আমার বাড়ি চলে এল আরও গান শুনতে। আমার গানের সঙ্গে নিরভানার স্পিরিটের মিল যাঁরা পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে অভিষেক যেমন ছিল, আর ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত প্রাবন্ধিক এবং ঔপন্যাসিক ইন্দ্রজিৎ হাজরা। ইন্দ্রজিৎ অবশ্য টেলিগ্রাফ ছেড়ে দিল্লি চলে যান, তাই আমাকে নিয়ে লিখবার সুযোগ তাঁর আর হল না। অভিষেক আমার গানের সঙ্গে আরেকটি ব্যান্ডের কাজের মূল প্রবণতার মিল পেয়েছিল। সেই ব্যান্ডের নাম 'লাইভ'। ও বলত এদের গান আর আমার গান দুই-ই খুব ধীরে শুরু হয়ে বিরাট চিৎকার চেঁচামেচিতে পৌঁছে যায়। আমার অবশ্য বেশি 'লাইভ' শোনা হয়নি। কিন্তু হ্যাঁ, অভিষেক যেমন বলেছিল, আমার বেশিরভাগ গানেরই সেই প্রবণতা ছিল এবং আছে।

তো অভিষেক '৯৭ সালের গোড়ার দিকে আমাকে নিয়ে স্টেটসম্যান কাগজে একটি নিবন্ধ লিখল 'লাইনস অফ বিউটি' নামে। যদিও আমি তখন 'রূপম' নামেই গাইছি, তবুও আমার সবসময়েই মনে হত এটা একটা কালেক্টিভ এফর্ট। তাই আমি একার ছবি দিতে রাজি হলাম না। আমার যন্ত্রসঙ্গীত সহযোগী তারিক এবং তখনকার ম্যানেজার আরেক বাংলাদেশি বন্ধু বাচ্চুর ছবিও ছাপা হল। সেই নিবন্ধে আমার লেখা 'নতুন' গান অ্যাসিড-এ কীভাবে আমি সমাজ শুদ্ধতার ইচ্ছেকে, মাস্টারবেশনের রূপকে প্রকাশ করেছি, সে কথা লেখা হয়েছিল। অভিষেক এও লিখেছিল যে নেহাতই পয়সাকড়ির অভাবে আমি আমার গান নিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারছি না, যেখানে আমার ন্যায্য অবস্থান। অভিষেক, আজকে এ লেখা লিখতে লিখতেও চোখ ভিজে যাচ্ছে। সত্যিই তো, এরকম কত প্রতিভাই হয়তো টাকার জোগান না থাকার কারণে সামনে এসে পৌঁছতে পারে না। তাদের জন্য আজকের বাজারি সংস্কৃতির সর্বস্ব গিলে নেওয়া যুগে অন্য কোনও অভিষেক মিত্র-ও তো নিঃস্বার্থ ভাবে দাঁড়িয়ে নেই! আজকালকার সঙ্গীত লিখিয়েদের কনসার্ট-এ যেতেও কী প্রচণ্ড অনীহা! কতবার কতজনকে রকের আধ্যাত্মিক





যোগাযোগের মহিমা বোঝাতে চেয়ে কনসার্ট-এ আসার অনুরোধ করেও বিফল মনোরথ হতে হয়েছে! অথচ এঁদের কনসার্ট-এ আসার দায় কি আমার, নাকি এঁদের নিজেদের পেশার? আজকে যখন কোনও তথাকথিত সঙ্গীতজ্ঞানী নিজের প্রয়োজনে মূর্খ সেজে বাংলা রককে এক কথায় নস্যাৎ করে দিতে চান দশ বছর পুরনো, ফেলে দেওয়া আপ্তবাক্যের ধুঁয়ো তুলে, সাংবাদিককুল বোবা হয়ে থাকেন। আমার বিশ্বাস করে নিতে কষ্ট হবে না যে আজও এঁরা জানেন না সঙ্গীত জগতের প্রকৃত পরিস্থিতি। আমি এও ভেবে নেব যে এঁরা এই খবরও রাখেন না যে বাংলা ভাষাতে গড়ে ওঠা রকসংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল পুরোদস্তুর পেশাদারি জীবন গোটা ভারতেই অন্য যে-কোনও মাতৃভাষা অবলম্বী শিল্পের নিরিখে (অবশ্যই হিন্দি ব্যতীত) একটি অতিবিরল শ্রেষ্ঠত্ব! আমি এসব মেনে নেব আর চুপ করে থাকব কারণ গোটা সিস্টেমটাতেই পচন ধরে গেছে। এই পচন ওষুধ দিলেও আর সারবে না। এই পচন আমার মতো সিস্টেমের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যাওয়া একজন অপারেট করে বাদ দিতে পারবে না। তবে অভিষেক মিত্র, তুমি তো স্বাধীন সত্তা! আমি জানি তুমি যদি এই বাগাড়ম্বরসর্বস্ব সঙ্গীতহীন বিক্রি হয়ে যাওয়া সময়ে কলকাতায় থাকতে, তুমি একটা চেষ্টা হয়তো করতে! একজন দলমত নিরপেক্ষ সঙ্গীত সমালোচক, যে বাংলা রকের শুরুটা দেখে গেছে, তার পক্ষে এই দায়িত্ব নেওয়াটা মানাতও।

অভিষেকের এই লেখাটাই ছিল আমার নিজের লেখা গান নিয়ে কাগজে প্রকাশিত প্রথম আলোচনা। লেখাটা বেরনোর পর বাচ্চু বা অন্য কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলল: কী রে, তোকে নিয়ে এত বড় লিখল... ওকে খাওয়াবি না?

খাওয়াব... মানে?

মানে ওকে একদিন ডেকে কোথাও নিয়ে যা... খাওয়া... জানিস না, সাংবাদিকেরা ভাল লিখলে খাওয়াতে হয়?

আমি এরকম কোনও নিয়মের কথা আগে শুনিনি। ভাবলাম বলছে যখন, ঠিকই বলছে হয়তো। খাইয়েই দেব না হয়। সেই উদ্দেশ্যেই অভিষেককে ফোন করলাম। বললাম:

'অভিষেক, এই লেখাটার জন্য তোমাকে খাওয়াতে চাই।' আমি ভেবেছিলাম ও নিশ্চয়ই 'এসবের কী দরকার' এই ধরনের কিছু বলবে-টলবে। দেখলাম সেসবের মধ্যেই না ঢুকে বলল 'বেশ তো, বলো কবে খাওয়াবে...'

অভিষেক এল। ওকে নিয়ে সিরাজ-এ গেলাম। জায়গা পেলাম না। রাস্তার উলটো দিকে তন্দুর মহলে গেলাম। বিরিয়ানি খেলাম আমরা। সুস্বাদু খাবার, তাই গল্পগুজব বিশেষ হল না। খেয়ে-দেয়ে অভিষেক বাড়ি চলে গেল।

অভিষেক মিত্র আমাকে নিয়ে আর কোনওদিনই কোনও বড় আর্টিকল লেখেনি। এই কাস্টমারি খাওয়ানোর প্রথাটা ভীষণই আরোপিত লেগেছিল বলে আমিও আর কোনও নিবন্ধ লেখককে নিয়ে রেস্তরাঁয় যাইনি। তারপরে পুরোদস্তুর রক মিউজিক-এ চলে এলাম যখন, তখন তো ধরেই নিলাম ব্যর্থ হব, ব্যর্থ হব এবং রক-এর জন্য কাজ না থামিয়ে নাগাড়ে করে যাব... কাজেই আর খাওয়াব কাকে? খাওয়াব কেন?

'কিন্তু রক মন্ত্র শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি। একসময় আন্ডারগ্রাউন্ড-এ থাকবার ক্রমাগত উপেক্ষা আর 'বঙ্গ' সংস্কৃতির কিছু এঁচোড়ে পাকা স্বনিযুক্ত দারোয়ানের কূটনীতি আর শয়তানি পেরিয়ে আজ সে অনুষ্ঠান করতে মঞ্চে উঠছে অস্ট্রেলিয়ায়। মঞ্চ থেকে দেখতে পাচ্ছি অভিষেককে, নঈমকে। এসেছেন আরও কত মানুষ! অচেনা, কিন্তু রুচির প্রশ্নে একাকার। দুই গোলার্ধের ভেদাভেদ মুছে গিয়ে এদের সবার ঠিকানা আজ এই মুহূর্তে শুধুই বাংলা রক।



পানবাহার

চৈত্রেই চাঁদিফাটা গরমে প্রাণ হাঁসফাঁস! রোদে বেরলেই গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু ঠান্ডা হতে ডাব আর লেবুর জল তো অনেক হল, এবার চেখে দেখুন অন্য কিছু। চোখ বোলান সাইটে। নতুন রেসিপি মিললেও মিলতে পারে।

শরীরের প্রতিটি ভাঁজে লুকনো কত কী রহস্য! এতটাই স্বচ্ছ তার উপস্থিতি যে চোখ আটকায় না কোনও কিছুতেই। রঙের ছটায় নেশা লাগে। একটু ছোঁয়া পেতে মন দিশেহারা হয়ে ওঠে...

না, কোনও মায়াবিনী নয়, এমন ঘোর লাগাতে যথেষ্ট একটি মকটেলের গ্লাস। যা মুহূর্তে আপনার মন ভাল করে দিতে পারে। আর গরম পড়তে না পড়তেই নানা রকমের সরবত হয়ে ওঠে সব্বাইকার হট, থুড়ি, কুল ফেভারিট। রোদ-জ্বলা দুপুরে বা ফুরফুরে সাঁঝবেলায় মনের মতো এক গ্লাস পানীয় কে না পছন্দ করে। তবে রোজকার ক্লান্তি দূর করার জন্যই হোক বা সান্ধ্য মজলিস জমাতে, গতে বাঁধা ঠান্ডাইতে আজ আর কারওর মন ওঠে না। আর বাজার চলতি রঙিন জলে অনেকেরই অরুচি। তবে নিত্য নতুন পানীয়ের খোঁজ পাওয়াও খুব একটা সহজ না। সেই কথা মাথায় রেখেই এবারের ডট কম দিচ্ছে এমন কিছু ঠিকানার হদিস যেখানে পাবেন একাধিক সরবতের রেসিপি। বানিয়ে ফেলুন ঝটপট আর তাক লাগিয়ে দিন সবাইকে। হয়ে উঠুন এই গ্রীষ্মের সেরা হোস্ট।

http://indianfood.about.com/od/drinkrecipes/tp/topsummerdrinks.htm

আঙুরি লস্যি থেকে বাদাম মিল্ক কিংবা একটু অন্য স্টাইলের কোল্ড কফি। কী চাই আপনার? বাড়িতে হঠাৎ অতিথি এলেই কোনটা সার্ভ করতে চান? পছন্দ যা, বানিয়ে ফেলুন সেটাই। রেসিপির সম্পূর্ণ খোঁজ আছে এই পাতায়। যেটা বানাতে চান সেটায় ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন ডিটেল।

http://freeindiancookingrecipes.blogspot.in/2008/04/mocktails-non-alcoholic-mocktails-and.html

হঠাৎ বরের ফোন। সন্ধেবেলায় বাড়িতে পার্টি। বেশি লোকজন আসছে না, তবে বস আর তাঁর স্ত্রী স্পেশাল গেস্ট। ডিনার নয় ঠিকঠাক হয়ে গেছে, কিন্তু এই গরমে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক কী দেওয়া যায় ভেবেই পাচ্ছেন না! বসের বউ আবার খুব চুজ়ি! যেমন তেমন কিছু তাঁর একদম নাপসন্দ। আপনার সমস্যার সমাধান পাবেন এই ঠিকানায়। এখানে আছে কিছু অন্য ধরনের সামার ড্রিঙ্কের হদিস।

http://www.delish.com/entertaining-ideas/party-ideas/non-alcoholic-drinks#slide-1

২৫টি মন ভাল করা ঠান্ডা রেসিপি। যেটা পছন্দ সেটাতে ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন কী কী চাই আর কীভাবে বানাতে হবে। তারপর আর কী, শুধু ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল।

http://allrecipes.com/Recipes/Holidays-and-Events/New-Year/Non-Alcohol-Drinks/Top.aspx

সাদামাটা লেমনেড হোক বা কুল বানানা স্মুদি সবকিছুর রেসিপিই রয়েছে আপনার জন্য। পছন্দ করতে যা দেরি। তারপর নামে গিয়ে ছোট্ট টোকা, ব্যাস ডিটেল হাজির।

http://www.indobase.com/recipes/category/mocktail-17.php

অগুনতি মকটেলের নাম পরপর সাজানো। দেখে পড়ে বেছে নিন। জেনে নিন কী লাগবে এবং কীভাবে বানাতে হবে। তারপর আর কী, গরমের তেষ্টা মেটাতে শুরু হোক অবাক জলপান।

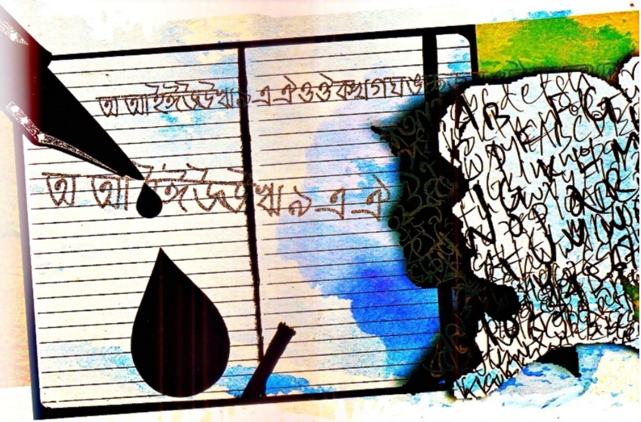
পিয়ালি দাস





স্কুলগুলি অবশ্যই কো এড়ুকেশন করে দেওয়া উচিত। তাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অসুস্থ কৌতূহল নিরসন হয়। যৌনতা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা কেটে যায়। পৃথিবীর সব দেশেই তো কো এড়ুকেশন স্কুল রয়েছে। সেখানে ছেলেমেয়েরা ছোট থেকে একসঙ্গে বড় হওয়ায় সুস্থ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর অনেকে অভিযোগ করতে পারেন, টিনএজ-এ ছেলেমেয়েরা খোলামেলাভাবে মিশলে ভুল পথে পা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের পরিবেশ কি আদৌ সুস্থ? যেখানে প্রাপ্তবয়স্করা একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছেন! ছোট ছেলেমেয়েরা যদি একটু আধটু ভুল করে, তাদের শাসন করে শুধরে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া স্কুলে জীবনশৈলি পাঠ আবশ্যিক করাও একান্ত প্রয়োজন।

পবিত্র সরকার
শিক্ষাবিদ





আমি তো নিজেই কো এড়ুকেশন স্কুলে পড়াশোনা করেছি। আমার মতামত তাই সবক'টি স্কুল কো এড করে দেওয়ার পক্ষেই। কারণ মেয়েদের বিষয়ে অহেতুক উৎসাহ, জানার সুপ্ত ইচ্ছে, এগুলো থাকে না। শুধু ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়লেই হবে না, স্কুলস্তরে সেক্স এড়ুকেশনও চালু করা উচিত। বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের জন্য লাইফস্টাইল এড়ুকেশনও অত্যন্ত জরুরি। তাতে স্কুলের সময় বাড়বে ঠিকই, কিন্তু ছেলেমেয়েদের মানসিক উত্তরণ হবে। তবে বিষয়টি পড়ানোর শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের বিষয়টি চালু করার আগ্রহ, দুটোরই একান্ত অভাব। সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন সব স্তরেই।

সোহিনী সেনগুপ্ত
নাট্যব্যক্তিত্ব



আমার ব্যক্তিগত মতামত, একেবারে ছোট্ট থেকেই ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াশোনা করা দরকার। আবার অনেক স্কুলে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে, কিন্তু ক্লাসে বসে আলাদা আলাদা। টিফিনের সময় খেলাধুলো করেও আলাদা আলাদা। তাতে কিন্তু আদপে কোনও লাভই হয় না। তাই ছেলেমেয়েরা যাতে মিলেমিশে বড় হয়ে ওঠে, সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই। অনেকে বলে থাকেন, ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়লে ফ্রি-মিক্সিং আরও বেড়ে যায়, অনেক বিপদও ঘটে যেতে পারে। তবে, এখন ছেলেমেয়েরা স্কুলের বাইরেও মেলামেশার যথেষ্ট সুয়োগ পায়। যারা বিপথে যাওয়ার, তাদের আটকানো কঠিন। বরং একসঙ্গে পড়াশোনা করলে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রথমা চৌধুরী
মনস্তাত্ত্বিক



আমি তো ছেলেদের স্কুলে পড়েছি। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ। সেখানে গিয়ে প্রথমবার ছেলে, মেয়ে একসঙ্গে পড়াশোনা। আমাদের মধ্যে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করাতে কত জড়তা ছিল! অথচ ছোট থেকে কো এড়ুকেশনে পড়ে আসা ছেলেরা কত সহজে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছিল মেয়েদের সঙ্গে। আসলে ছোট থেকে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়লে মেয়েদের নিয়ে ছেলেদের যে অদ্ভুত কৌতূহল, সেগুলো অনেক আগেই চলে যায়। মেয়েদের নানা বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসু মন ভুল দিকে চালিত হয় না। একটা পারস্পরিক সম্মানবোধ আসে। আমি তো বলব, বিশেষ করে ছেলেদের মানসিক বিকাশের জন্যই সব স্কুল কো এড়ুকেশন করে দেওয়া উচিত।

সুগত মার্জিত
অর্থনীতিবিদ

সব স্কুলই কো এড়ুকেশন করে দেওয়া উচিত

এই নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। যদিও সকলেই মানুষই মত দিয়েছেন কো এড়ুকেশনের পক্ষে। নিজের নিজের মত প্রকাশ করেছেন নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। নান্দীমুখ ও গ্রন্থনায় সমীর চট্টোপাধ্যায়

সব স্কুলগুলি কো এড়ুকেশন হয়ে গেলে কেমন হয়? এক কথায় ভালই হয়। হওয়া উচিতও। সব ক্ষেত্রেই তো লিঙ্গ বৈষম্য আছে, শিক্ষার অঙ্গনটা না হয় মুক্তই রইল। নারী শিক্ষা প্রচলন হওয়ার পরপর এর তো কোনও বিভাজন ছিল না। নারী-পুরুষ সমানভাবেই শিক্ষা নিতে পারতেন। পাঠশালার কথাই ধরুন না, ছেলে মেয়েরা কি আলাদা পড়তে যেত! আজও কর্পোরেট স্কুলগুলির বেশিরভাগই কো এড়ুকেশন। এর অনেক ভাল দিক আছে। আবার একেবারে খারাপ কিছু নেই, তা বলা যায় না। একই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এমন অনেক কিছু ঘটে যা শালীনতা বলে মানতে অসুবিধাই হয়। যা ঘটে তা তো কাম্য নয়। আজকের সমাজ, পরিবারকে সুন্দর রাখতে অনেক বেশি প্রয়োজন ঠিক শিক্ষার, লিঙ্গভেদের নয়। বিশেষজ্ঞরাও তাই-ই বলছেন।

অলংকরণ গৌরব ভট্টাচার্য



আমার মনে হয়, আলাদা আলাদা পরিবেশে পড়াশোনা করায় বা বড় হওয়ায় (যেহেতু স্কুলেই বাচ্চারা দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায়) বাচ্চাদের মনে এক অদ্ভুত কিউরসিটি জন্ম নেয়। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কৌতূহল বাড়তে থাকে, যা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিপথে ঠেলে দেয়। অজানাকে জানাতে কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু জানার পথ যদি ঠিক না হয় তাহলে কচি মনে কুপ্রভাব পড়তে দেরি লাগবে না। বরং কো এড স্কুলে শিশুরা প্রথম দিন থেকেই একসঙ্গে সময় কাটায়, পরস্পরকে জানতে পারে। তারা একে অপরের কাছে পরিবারের সদস্যের মতোই হয়ে ওঠে। ফলে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছনোর পর তারা অযাচিত কৌতূহলের শিকার হয় না বললেই চলে।

মার্গারেট নিয়োগি
প্রিন্সিপাল, মাদার্স কেয়ার প্লে হাউজ় ও মন্টেসরি



প্রথমত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কুণ্ঠাবোধ, কৌহল এবং ভুল ধারণা অনেকটাই কেটে যায় কো-এড স্কুলে পড়ার দৌলতে। দ্বিতীয়ত, ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা হেলদি কম্পিটিশন গ্রো করে। তারা পরস্পরের থেকে নিজেকে আরও বেশি যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পড়াশোনা, খেলাধুলো এবং এক্সট্রাকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিতে মনোযোগ দিয়ে থাকে। তৃতীয়ত, পরস্পরকে জানতে এবং সম্মান করতে শেখে। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে বুঝতে শেখে কোথায় লাগাম টানা উচিত। তেমনই ছেলেদের মনেও মেয়েদের প্রতি মানবিকতা এবং সম্মানবোধের বীজ রোপিত হয়। দুটি বিষয়ই তাদের আগামী দিনের সহায়ক হতে পারে। অনেকেরই বক্তব্য— একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের মধ্যে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বও তৈরি হয় সহজে, যা হয়তো দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ের মধ্যে বিরল।

সুপ্রতিমা ব্যানার্জি
টিচার ইন চার্জ, সিলভার পয়েন্ট স্কুল

৩ পর্ব

স্বল্পবাক মানুষটি ক্যানভাসেই বলে গিয়েছেন সারা জীবনের কথা। তাঁর স্থিরতা ও বিচ্ছুরণে বিস্মিত থেকেছেন মানুষজন। আজ তিনি না থাকলেও, তাঁর ছবি থেকে যাবে। দীর্ঘসূত্রী স্মৃতির অনুষঙ্গে শিল্পী গণেশ পাইনের ছবি আঁকলেন আরেক শিল্পী যোগেন চৌধুরী



গণেশদা

১৯৫৬ সন, আমরা তখন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে টুকটুক করে নেমে আসতেন গণেশদা। পরনে ধুতি আর গেরুয়া পাঞ্জাবি। ছোটখাটো মানুষটি। আধময়লা গায়ের রং। সঙ্গে মাঝেমধ্যে থাকতেন দেবীদা, অর্থাৎ সহপাঠী দেবীপ্রসাদ সাহা। দেবীদা অসাধারণ স্কেচ করতেন। দু'জনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কলেজ ক্যান্টিনে বসে চা এবং আড্ডা না দিলে তাঁদের চলত না। ডিজ়াইন ডিপার্টমেন্টের সামনে দিয়ে করিডোর পার হয়ে যেতে হয়। সে সময় আমার সঙ্গে গণেশদার প্রায়ই মুখোমুখি দেখা হত। আমাকে তখনই চিনে ফেলেছিলেন— ভাল ছাত্র হিসেবে। 'কী, কেমন আছ? কাজকর্ম কেমন চলছে?' এমনি দু'একটা কথা হত। এর বেশি নয়। অত্যন্ত মিতভাষী, বন্ধুত্বপূর্ণ। ছবি নিয়ে কোনও কথা হলে তার পিছনে থাকত অত্যন্ত স্পষ্ট ও আত্মপ্রত্যয়ী ভাবনা। হাবভাব তখনই বেশ আত্মমগ্ন।

সেই ডিজ়াইন ডিপার্টমেন্টের করিডোরের পাশেই সম্ভবত বাটিক-এর ক্লাসে ছাত্রী ছিলেন মীরা, তাঁর ভাবী স্ত্রী। তখন রোগা ছিপছিপে, সুডৌল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বড় বড় টানা চোখ। আমরাও তাঁকে না দেখে থাকতে পারতাম না এবং গণেশদা তাঁর দীঘল চোখের প্রেমে পড়েছিলেন। অবশেষে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছিলেন তাঁর জন্য।— সে সব আজ ইতিহাস হয়ে গেছে।

কলেজে আসার আগেই গণেশদা ভারতীয় চিত্রকলা, মিনিয়েচর ছবি এবং অবনীন্দ্র চিত্রকলা বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনো করতেন, খোঁজখবর রাখতেন। যা আর্ট কলেজীয় ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ছিল অভাবনীয় ব্যাপার। অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' বইটি তিনি সম্ভবত কলেজে ঢোকার আগেই পড়ে ফেলেছিলেন। রেমব্রান্টের ছবিরও তিনি ভক্ত ছিলেন— ওই সময় থেকেই। তাঁর আলোছায়ার স্নিগ্ধতা তাকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করেছিল। ওই সময়ে গণেশদার আঁকা 'ঝানসি রানি লক্ষ্মীবাই' ছবিটিতে তার স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাই। আর একজন পৃথিবীবিখ্যাত আধুনিক শিল্পী তাঁকে গভীরভাবে টেনেছিলেন। তিনি পল ক্লে। যিনি শিল্পকলার আঙ্গিক, অর্থাৎ রেখা, রং, স্পেস, এইসব মৌলিক বিষয় নিয়ে গভীর ভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর 'থিংকিং আই' পুস্তিকাটি গণেশদা অবশ্যই পড়েছিলেন এবং অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর অসংখ্য নোট বুকে 'Doodles' ধর্মী রেখাচিত্রতে তার পরিচয় পাই। তবে বলতেই হবে, গণেশদার ছবি কিংবা রেখাচিত্রের নিজস্বতা সেসব প্রভাবকে অতিক্রম করে এক নতুনতর স্বতন্ত্র সৃষ্টিশীল ভূমিতে পৌঁছে গিয়েছিল। একটি বিষয়ে খুব অবাক হই। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তাঁর আগ্রহ কিংবা আকর্ষণ কি ততখানি ছিল? যতদূর মনে পড়ে তিনি একবার যেন বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের ছবি তিনি ততটা বোঝেন না।

গণেশদার সঙ্গে নানা সময় নানা বিষয় নিয়ে কথা হত। বলা যেতে পারে চারুকলা— অর্থাৎ ছবি, গান, কবিতা, সাহিত্য, সিনেমা— এই সমস্ত বিষয় নিয়েই শুধুমাত্র তাঁর আগ্রহ ছিল তা নয়, রীতিমতো চর্চা করতেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনার বিস্তৃতি নবীন প্রজন্মের কোনও শিল্পী ধারণাও করতে পারবে না। সেসব তাঁর 'শিল্পচিন্তা' বইটিতে দেখতে পাই। তবে গল্প আলোচনার সময় তিনি অন্যান্যদের মতো এক নাগাড়ে কিছু বলতেন। সবার কথা শুনতেন এবং যেখানে দ্বিমত পোষণ করতেন তা অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দু'একটি কথায় প্রকাশ করতেন। মনে পড়ে, ধর্মতলার জি সি লাহার রঙের দোকানের উলটো দিকে— 'নিউ ইয়র্ক সোডা ফাউন্টেন' নামে একটি রেস্তরাঁ ছিল (বর্তমানে সেখানে একটি কাপড়ের দোকান হয়েছে), সেখানে শিল্পীরা সবাই জড়ো হত। বিশেষ করে কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে আসার পর, অর্থাৎ ১৯৬০-এর পর। বিকাশ, গণেশদা ছাড়া শান্তিনিকেতন থেকে ধর্মনারায়ণ, রামচন্দ্রন (মাঝেমধ্যে), এবং অন্যান্য সব শিল্পীদের আড্ডা-গল্প-গুজব হত। সন্ধ্যার পর। বিকাশ এবং ধর্মনারায়ণ খুব গলা ছেড়ে কথা

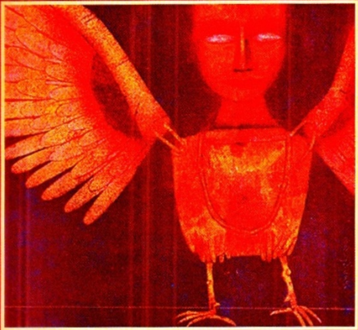
বলত। গণেশদা যথারীতি মাঝেমধ্যে দু'একটি কথা বলতেন। 'দেখো বিকাশ, আমার কিন্তু মনে হয়...' কিংবা 'যোগেন, তুমি কি সত্যিই তাই মনে করো... '— এভাবেই তিনি কথা শুরু করতেন। সত্যজিৎ কিংবা বার্গম্যানের ফিল্ম, আলি আকবরের বাজনা কিংবা শক্তি চট্টোজ্যের কবিতা— এ সব নিয়েই জোর তর্কাতর্কি, আলোচনা চলত আমাদের মধ্যে।

কলেজে ক্যানভাসে তেল রঙের ছবির শিক্ষানবিশ হলেও গণেশদার আন্তরিক আগ্রহ ছিল জল রং এবং টেম্পারা পদ্ধতিতে কাগজের উপর চিত্র রচনায়। তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করতেন। শুনেছি নন্দলাল বসুর ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। নীল নদের অববাহিকা ধরে জাহাজে করে মিশরের ঐতিহাসিক সভ্যতার বিস্ময়কর চিহ্নগুলি আমাদের এবং গণেশদাকে মুগ্ধ করেছিল। একবার তিনি গিয়েছিলেন বার্লিনে, সস্ত্রীক। সম্ভবত লন্ডন হয়ে। তখন আমি সপরিবারে তাঁদের সঙ্গে খুব আড্ডা দিই ও মিউজিয়ম দেখে বেড়াই।

নিজের প্রদর্শনী বিষয়ে তাঁর আগ্রহ বিশেষ ছিল না। দীর্ঘদিন কোনও একক প্রদর্শনী করেননি। সোসাইটি অফ কনটেম্পরারির সদস্য হিসেবে প্রথমদিকে প্রতি বছরই ছবি প্রদর্শন করতেন। সেই থেকেই তাঁর পরিচিতি। তবে এক সময় কোনও ব্যক্তিগত কারণে সোসাইটির বিয়ে করেন। খবরটা আমাকে জানান 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ। শুনে আমি খুশি হয়েছিলাম যতটা, ততটাই বিস্মিত হয়েছিলাম। বিয়ের পর গণেশদার নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। মীরা বউদি অত্যন্ত রুচিশীলা মহিলা। গণেশদাকে ছন্নছাড়া জীবন থেকে স্থিরতায় নিয়ে এলেন। তাঁর ঘরদোর সুন্দর করে সাজিয়ে তুললেন। শান্তিনিকেতনে নতুন আবাস গড়লেন। গণেশদা একবার বলেছিলেন, 'যোগেন, তোমরা কাজ করো। আমার আর নতুন করে কিছু করার নেই।' কিন্তু বিয়ের পর নতুন উদ্যমে আবার আঁকা-আঁকিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যদিও আঙ্গিকে বেশ খানিকটা



'হেড অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাক মুন', টেম্পারা অন ক্যানভাস



'দ্য ক্রিচার', টেম্পারা অন ক্যানভাস

বই-এ রং তৈরির যে পদ্ধতি ছিল তাকে অনুসরণ করেই তিনি ছবি আঁকতেন। তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলিতে রং ও তার ব্যবহারের চমৎকার উদাহরণ দেখতে পাই। শেষের দিকে বলা যায় প্যাস্টেল এবং মিশ্র পদ্ধতিতে ছবি আঁকতেন— সম্ভবত সময়ের সাশ্রয় হত এর ফলে।

সারা জীবন ধরে বহু ছবি এঁকেছেন। সেসব দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে নানা সংগ্রাহকের কাছে। বহু সম্মান পেয়েছেন। তবে কলকাতা ছেড়ে কোথাও খুব একটা যাননি। একবার আমরা দল বেঁধে মিশর, গ্রিস এবং টার্কি বেড়াতে যাই— তিন সপ্তাহ ধরে। সম্ভবত প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতাকে চাক্ষুষ দেখার প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা বন্ধ করে দেন। দিল্লির একটি গ্যালারিতে তার প্রথম প্রদর্শনী হয় ছোট ছোট ড্রইং-এর, অর্থাৎ Doodles এর। গণেশদাও জানতেন না ওই গ্যালারির মালকিনকে আমি দিল্লিতে থাকাকালীন তাঁর এবং কে জি সুব্রহ্মনিয়মের ছোট ছোট ছবির প্রদর্শনী করার কথা বলি। গ্যালারির সুন্দরী মহিলা কর্ত্রী সৌভাগ্যবশত প্রদর্শনীটি করতে গণেশদাকে রাজি করাতে পেরেছিলেন। অবশ্য পরে কলকাতার সিমা গ্যালারি গণেশদার অনেকগুলি বড় আকারের প্রদর্শনী করেছিল।

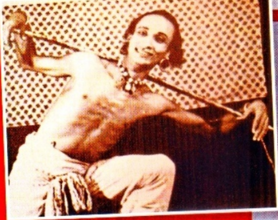
১৯৯০ এর গোড়ার দিকে গণেশদা দীর্ঘ ৩০ বছর অপেক্ষার পর, তাঁর ভালবাসার মানুষকে পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত ছবি এঁকে গেছেন। দিল্লি আর্ট ফেয়ারে সিমা গ্যালারি সেসব ছবির প্রদর্শনী করেছে।

জীবনের শেষ ১৫/২০ টা বছর বিবেকানন্দ পার্কের পাশে, ফ্ল্যাট বাড়িতেই তিনি থাকতেন। ঘরে ঢুকেই ডানদিকে বসবার ঘরের পাশে ৬ ফিট × ১০ ফিট মাপের একটি ছোট স্টুডিওতে বসে তিনি কাজ করতেন। দেওয়ালে আঁকিবুকি-ছবি আঁকা তাঁরই হাতে। সেখানে বসেই তিনি ছবি আঁকতেন।

আজ সেই স্টুডিওটি খালি। সেখানে আর কেউ বসবে না।

ছবি পাহাড়ি রায়চৌধুরি

আজ কালচার



রানার চলেছে রানার

এক হাতে বল্লম, আর এক হাতে লণ্ঠন, পিঠে খবরের বোঝা নিয়ে রানার ছুটে চলেছে। পায়ে তার হরিণের ছন্দ। উঁচুনিচু পথ ধরে ছোটার আনন্দ তার চলায়। ছুটতে ছুটতে একটা রাতের মধ্যেই আস্তে আস্তে তার বয়স বাড়ছে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে আসছে তার গতি, টান পড়ছে পেশিতে, পা টলছে, হাঁপ ধরছে, কিন্তু তাকে তো ছুটতেই হবে। নাচের মধ্যেই ঝরে পড়ছে অভিমান। সূর্য ওঠার আগেই ঘরে ঘরে তাকে যে পৌঁছে দিতে হবে মানুষের সুখ-দুঃখের খবর। 'রানার' শুধু কবিতা, গান বা নাচ নয়, যেন একটা গোটা জীবন, যেন একটা গোটা ইতিহাসের গল্প। আর এই গল্প একটা গোটা নিপীড়িত মানবজাতির জীবনধারণের লড়াইয়ের গল্প। সেই সব অভাবী নিচুতলার মানুষদের নিয়ে, যাদের মধ্যে নিত্যদিন বাস করেছিলেন এক প্রবাদপ্রতিম নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্য।

সম্প্রতি দু'দিন ধরে হয়ে গেল রানার ডঃ শম্ভু ভট্টাচার্য ডান্স ফেস্টিভাল। অনুষ্ঠানের আয়োজক 'শিঞ্জন' ও 'ইমপ্রেশন'-এর ছাত্রছাত্রীরা। প্রয়াত নৃত্যগুরু শম্ভু ভট্টাচার্যকে শ্রদ্ধা জানাতে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার, নৃত্যশিল্পী থাঙ্কমনি কুট্টি, তনুশ্রীশঙ্কর। ছিলেন কল্যান সেন বরাট, সুজয় মুখোপাধ্যায়, সুজয় ঠাকুর, কৌশিক সেনগুপ্ত, চন্দ্রোদয় ঘোষ ও শিল্পীজায়া চন্দ্রা ভট্টাচার্য। দুদিনের অনুষ্ঠানে থাঙ্কমনি কুট্টির 'কলামণ্ডলম' ও তনুশ্রীশঙ্করের 'তনুশ্রীশঙ্কর ডান্স কোম্পানি'র নৃত্য প্রদর্শন ছাড়াও ছিল মমতাশঙ্কর ডান্স কোম্পানি, সারস্বত, উপাসনা ডান্স পারফরমিং সেন্টার, কুথমপলম, ষড়ভুজ, দুর্বার, ক্যালকাটা কয়্যার, সিঞ্জন, পলি গুহ, গুরু কলামণ্ডলম ভেঙ্কিটের অনুষ্ঠান। ক্যালকাটা কয়ারের প্রাণপুরুষ কল্যাণ সেন বরাটের স্মৃতিচারণে উঠে আসে শিক্ষক, আপোসহীন নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্যের কথা। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন কৌশিক সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে থাঙ্কমনি কুট্টি ও তনুশ্রীশঙ্করকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

তারাদের কথা

সম্প্রতি 'স্টারগাইড'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্বোধনী পার্টিতে হাজির ছিলেন বাংলা সিনেমা ও টেলিভিশনের তারকারা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মিলিটারি প্রিন্টের ট্রাউজার পরে হাজির অভিনেত্রী ও সাংসদ শতাব্দী রায়। অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সোজা শুটিং থেকে হাজির হলেন বাংলা সিনেমার উজ্জ্বল তারকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তারপর একে একে হাজির চৈতি ঘোষাল, পাপিয়া অধিকারী, দোলন রায়, রূপাঞ্জনা মৈত্র, কাঞ্চনা মিত্র, রাত্রি ঘটক, সোনালি চৌধুরি, অর্পিতা চৌধুরি, সোমা চক্রবর্তী, চিন্ময় রায়, অনিন্দ্য সরকার, ঋজু বিশ্বাস, পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, রাহুল বর্মন, দেবদূত ঘোষ ও একঝাঁক মডেল কন্যা। 'স্টারগাইড'-এ পাওয়া যাবে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সব তারকাদের নাম, ঠিকানা, ইমেল ও যোগাযোগের নম্বর। সব প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংকলিত হয়েছে দুই মলাটের মধ্যে। ডঃ গুরুপদ দাশের সহায়তায় বইটি সম্পাদনা করেছেন অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রকাশনার দায়িত্ব বহন করেছেন এক্সিলেন্সি মিডিয়া গ্রুপের কর্ণধার অভিজিৎ গুপ্ত।

ঐতিহ্যের নতুন ঠিকানা

পাশ্চাত্য পোশাক ও অ্যাক্সেসরির বিখ্যাত বুটিক 'নাইন বাই নাইন'-এর পসরায় এবার লাগল ঐতিহ্যের ছোঁয়া। ভারতীয় বিয়ে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলোকে নজরে রেখে তাঁরা পেশ করলেন এক অন্য মাত্রার 'এথনিক ওয়্যার রেঞ্জ'। শিফন ও জর্জেটের মতো হালকা কাপড়ের উপর ভারী কাজই এই কালেকশনের বিশেষত্ব। মহিলারা পাবেন ঝলমলে শাড়ি, লেহেঙ্গা ও সালওয়ার স্যুটের ভ্যারাইটি। পুরুষদেরও হতাশ করবে না এই বুটিক। পাবেন চোখ ধাঁধানো সব শেরওয়ানি, কুর্তা ও ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক। থাকছে প্যাস্টেল ও উজ্জ্বল শেডের এই সম্ভারের সঙ্গে মানানসই এবং আকর্ষণীয় অ্যাক্সেসরি বেছে নেওয়ার ব্যবস্থাও।



লেখা অরুণ চট্টোপাধ্যায়, শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় ছবি অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সারস্বত

আলোচনা

মুগ্ধতা ও মনখারাপ

মল্লিকা সেনগুপ্ত ও জয়দেব বসু। অকালপ্রয়াত দুই কবির শেষতম দুটি গ্রন্থে স্থায়িত্বের দাবি

নাটক

আজকের পদ্মপুরাণ

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে আজকের প্রযোজনার স্পর্শ

পদ্য

সুদীপ চক্রবর্তী, রাকা দাশগুপ্ত

এবারের বাছাই

বইপাড়ায় টহল

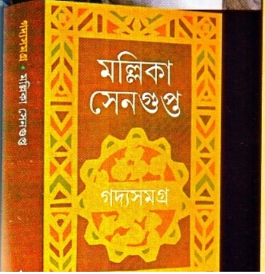
এই পক্ষের পছন্দে নানা বিষয়ের কয়েকটি সংগ্রহযোগ্য বই

আলোচনা

মুগ্ধতা ও মনখারাপ

দুই কবিই চলে গেছেন অসময়ে। অকালমৃত্যুর পর প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের রচনা— একজনের গদ্য, আরেকজনের পদ্য। শেষতম গ্রন্থে তাঁরা দাবি রেখে গেছেন দীর্ঘস্থায়ী প্রাসঙ্গিকতার, সমসাময়িকতার। লিখছেন শ্রীজাত





একজন আপাদমস্তক কবি যখন জেনে গেছেন, আর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু নির্ধারিত, তখন তিনি কী করবেন বা করতে চাইবেন? আমরা নিশ্চয়ই ভাবব, সারাটা জীবন যে-কাব্যসাধনায় কেটে গেছে তাঁর, শেষ কয়েকটা দিন আরও বেশি করে সেই কবিতারই সাহচর্যে কাটাতে চাইবেন তিনি। শারীরিকভাবে ফুরিয়ে যাওয়ার আগে কাগজে ধরে রাখতে চাইবেন আরও কিছু অব্যর্থ কবিতা-পঙক্তি। হয়তো এটাই স্বাভাবিক একজন কবির পক্ষে। কিন্তু মল্লিকা সে-পথে হাঁটেননি। মল্লিকা সেনগুপ্ত। গত শতাব্দির আটের দশকে বাংলা কবিতার মানচিত্রে উঠে আসা হাতে-গোনা উজ্জ্বল নামগুলির অন্যতম। ১৯৬০-এর জাতক মল্লিকা ২০১১ সালে এসে নিজের ৫১ বছর বয়সে যখন মৃত্যুশয্যায়, ক্যান্সার যখন এসে দাঁড়িয়েছে শিয়রে, তখনও তিনি নির্দ্বিধায় ডুবে রয়েছেন উপন্যাস রচনায়। 'হাঘরে ও দেবদাসী'র কবি, 'কথামানবী'র কবি, 'আমাকে সারিয়ে দাও, ভালবাসা'র কবি যখন এমন একটা সিদ্ধান্ত নেন, তখন বুঝে নিতে হয়, নেহাত সেই উপন্যাসের প্রতি তাঁর কমিটমেন্ট-এর জায়গা থেকেই জীবনের শেষ দিনগুলোতেও আরও কিছু কবিতা লিখতে পারার লোভ সামলাতে হয় তাঁকে। কী সেই উপন্যাস? 'কবির বউঠান'। ইতিমধ্যেই বহুল আলোচিত এই উপন্যাসে উঠে এসেছে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, একটি বিশেষ পর্যায়ের ইতিহাস এবং এক বিশেষ মানুষের জীবন ও ট্র্যাজেডি। এ নিয়ে আগে লেখা হয়নি, তা নয়। গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক অগণিত লেখার পাশাপাশি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবাদপ্রতিম মহা-উপন্যাস 'প্রথম আলো'তেও উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী ও তৎকালীন ঠাকুরবাড়ির প্রসঙ্গ। তাহলে মল্লিকা তাঁর অন্তিম সময়ে কেন বেছে নিলেন এমন একটি বিষয়, যা নতুন নয়? উত্তর লুকিয়ে রয়েছে তাঁর লেখার পরতে পরতে। ঠাকুরবাড়ি, যুবক রবি ও তাঁর পারিপার্শ্বিক এবং সর্বোপরি কাদম্বরী দেবীর উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অন্য এক দৃষ্টিকোণ, আলাদা এক অবস্থান থেকে দেখেছেন মল্লিকা। সে-দেখায় অবশ্যই মিশে রয়েছে তাঁর নারীত্বের দৃঢ়তা, তাঁর সমানাধিকারের দাবি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা অটুট রেখেও লেখার মধ্য দিয়ে মল্লিকা তাঁর অনুযোগ-অভিযোগ তুলে ধরতে পিছপা হননি। আর হবেনই বা কেন। সেটাই তো তাঁর প্রতিপাদ্য। সেখানেই কবি মল্লিকা চালিত করেন ঔপন্যাসিক মল্লিকাকে। সেখানেই জানা ইতিহাসও উঠে আসে অজানা সমৃদ্ধি নিয়ে, সেখানেই মল্লিকার শেষদিনগুলোকে ভরিয়ে দেয় 'কবির বউঠান'।

স্বল্পায়ু জীবনে সামান্য কয়েকবারই গদ্যে ডুব দিয়েছেন তিনি, তবে প্রতিবারই পাঠককে উপহার দিয়েছেন অন্য এক পাঠের স্বাদ— সে উপন্যাসই হোক, ব্যক্তিগত গদ্যই হোক বা হোক প্রবন্ধ। মল্লিকার ৫১ বছর আয়ুসীমার মধ্যে রচিত সব ধরনের এবং সবকটি গদ্যরচনাকে একত্রিত করে সম্প্রতি প্রকাশিত হল তাঁর 'গদ্যসমগ্র', প্রকাশক

আনন্দ পাবলিশার্স। 'উপন্যাস' ও 'প্রবন্ধ'— এই দু'ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যথাক্রমে তিনটি উপন্যাস—'সীতায়ন', 'শ্রীলতাহানির পরে' ও 'কবির বউঠান' এবং তিনটি প্রবন্ধ— 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', 'পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্র' ও 'বিবাহবিচ্ছিন্নার আখ্যান: বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে'। প্রথম দুটি উপন্যাসেই মল্লিকার পৃথক স্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাঠকমহলে। ইতিহাস থেকে বর্তমান সমাজে নারীজাতির প্রতি পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রের নির্যাতনের বিরুদ্ধেই গর্জে উঠেছিল তাঁর গদ্যের কলম। যেমনটা পাওয়া যেত তাঁর কবিতাতেও। প্রবন্ধতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কবিজীবন থেকে ছুটি চেয়ে নিয়ে গদ্যে বেড়াতে গেছেন যখনই, বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা তাঁর পিছু ছাড়েনি। মেয়েদের হয়ে, মেয়েদের জন্য কথা বলার যে-ব্রত নিয়ে পরিচয়ের শিলমোহর আদায় করেছিলেন মল্লিকা, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ব্রতই ছিল তাঁর ছায়াসঙ্গী। স্বাভাবিক আয়ু পেলে তাঁর কলম আরও কত লেখা উপহার দিতে পারত, সে-আক্ষেপ সত্ত্বেও বলা যায়, তাঁর গদ্যসমগ্র আজ ও আগামীর পাঠককুলের কাছে এক জরুরি দলিল হয়ে রইল, কবিতার পাশাপাশি যার জন্য মল্লিকা স্থায়িত্ব দাবি করবেন নিঃসন্দেহে।

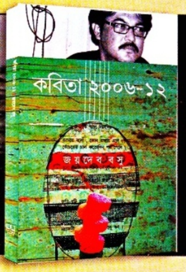
মল্লিকার পাশাপাশি আরও এক কবির অকালমৃত্যু বাংলা কবিতার গতিহ্রাস করেছে। ৫০-এ পা রাখার পরপরই ২০১২-য় চলে গেছেন জয়দেব বসু। আবারও, মল্লিকার মতোই, একেবারে গোড়া থেকেই জয়দেবের কলম ছিল দৃপ্ত, ক্ষুরধার এবং সর্বোপরি স্বতন্ত্র। লিখতে আসার পরপরই নিজস্ব ভাষা ও বক্তব্যের পরিচিতি তৈরি করতে পেরেছিলেন তিনি, যা কম কবিই পারেন। রোম্যান্টিকতার পাশাপাশি সমসাময়িকতা ও রাজনীতি, তাঁর কাব্যভাষা ও বিষয়ের অঙ্গাঙ্গী থেকেছে সারাটা সময়। এমনকী মৃত্যুর পরেও তার অন্যথা হল না। এ-বছর বইমেলায় সপ্তর্ষি প্রকাশন নিয়ে এল জয়দেব বসুর শেষতম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা ২০০৬-১২'। সম্পাদনায় শঙ্খ ঘোষ। বইয়ের নাম হয়তো এমন ধারণা তৈরি করে দিতেই পারে যে, জয়দেব বসুর জীবনের শেষ ছ'বছরের কবিতা থেকে বাছাই লেখা নিয়ে একটি সংকলনই প্রকাশ পেয়েছে। সম্ভবত সেই ধারণা দূর করতেই ভূমিকায় শঙ্খ ঘোষ লিখছেন— 'কবিদের প্রয়াণের পর তাঁদের ছড়ানো-ছিটোনো লেখাপত্র দিয়ে বই প্রকাশ করবার একটা রেওয়াজ সর্বত্রই আছে। এ-বইটি ঠিক তেমন-কোনো সংকলন নয়। একে বলা যায় জয়দেবের সম্পূর্ণ নতুন একটি কবিতার বই, প্রায় নতুন করে ওকে চিনে নেবার মতো।'

মল্লিকার পাশাপাশি আরও এক কবির অকালমৃত্যু বাংলা কবিতার গতিহ্রাস করেছে। ৫০-এ পা রাখার পরপরই ২০১২-য় চলে গেছেন জয়দেব বসু। আবারও, মল্লিকার মতোই, একেবারে গোড়া থেকেই জয়দেবের কলম ছিল দৃপ্ত, ক্ষুরধার এবং সর্বোপরি স্বতন্ত্র। লিখতে আসার পরপরই নিজস্ব ভাষা ও বক্তব্যের পরিচিতি তৈরি করতে পেরেছিলেন

শেষতম ও নতুন এই গ্রন্থেও জয়দেব প্রতিষ্ঠিত তাঁর অতিপরিচিত স্বরেই। 'এই যে একান্ত কথাগুলো লেখা হচ্ছে, গাওয়া হচ্ছে,/এমনকি বাজানোও হচ্ছে বিক্রির জন্য, বিক্রি বাড়ানোর জন্য.../অথচ আমাদের তো প্রেম জাগতে অসুবিধা হচ্ছে না,/অসুবিধা হচ্ছে না জাগাতে...'— 'তর্কে কিছু কাছে...' শীর্ষক এই কবিতার শেষে পৌঁছে জয়দেব লিখছেন — 'কিন্তু, মৃত্যুর পরেও এ-কথাটা— এই সামান্য কথাটা—/মানতে অসুবিধে হবে যে,/মানুষ কেনার জন্যই মুখিয়ে থাকে।' অথবা 'যে নিজে আনন্দ পায়নি' নামক কবিতায় লিখছেন — 'যে নিজে আনন্দ পায়নি/সে আমায় কী আনন্দ দেবে;/যে নিজে বিপন্ন/সে আমায় কী দেবে সাহস!/লক্ষ্য করছি, টেবিল বেয়ে উঠছে পিঁপড়েরা/মুখে ডিম/সহ্য করছি বাতাসে গুমোট;/তাহলে.../আজ অথবা কাল অথবা পরশু/জোর একটা বৃষ্টি আসছে।/এটা বুঝতে কোনো আবহাওয়া দপ্তর লাগে না,/যা বুঝতে লাগে তা হলো:/ঝড়টা কতক্ষণ চলবে!' ভাষার ইঙ্গিতের আড়ালে স্পষ্টতই নিজের সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক বোধ এবং বিশ্বাস চারিয়ে দিয়েছেন জয়দেব। কোনওদিনই উচ্চকিত ছিল না তাঁর স্বর, অথচ নিজের কমিটমেন্ট থেকে এক পা-ও পিছিয়ে আসেনি তাঁর কবিতা। এই গ্রন্থেও সেই সংযম ও দৃঢ়তার মিশেল ছড়িয়ে রয়েছে।

মুগ্ধতার পাশাপাশি একজন পাঠক হিসেবে একরকম মনখারাপেরও শরিক হতে হয় এই ভেবে যে, এমন জোরালো ও নিপুণ কলম অসময়ে থমকে গেল। কোথায় যেন মিলে গেলেন দুই কবি। যাঁদের শেষতম লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে মেধা ও মননের এই মিশ্রণ, রয়েছে এমনকী নতুন সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির চিহ্নও, তাঁদের অনস্তিত্বকে মেনে ও মানিয়ে নিতে সময় লাগবে বইকি।





জয় মা বিষহরি

দেবতার মহিমা-কীর্তন উপলক্ষেই বাংলায় মঙ্গলকাব্য তৈরি হয়েছিল। মনসামঙ্গল ব্যতিক্রম নয়। কবি বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ'কে অন্যভাবে সাজালেন নাট্যকার-পরিচালক এই প্রযোজনায়। কতটা দর্শকমনকে প্রভাবিত করতে পারল, সে-কথাই বলবেন **সমীর চট্টোপাধ্যায়**



নাটক মনসা কেত্তন
মূলসূত্র কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ
নাট্যরূপ সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
নির্দেশনা দীপঙ্কর সেনগুপ্ত
প্রযোজনা অগ্নীশ

মনসামঙ্গল কাব্য জুড়ে আছে মনসা ও চাঁদ সদাগরের দ্বন্দ্ব। দেবতা মানুষের এই অসম যুদ্ধে চাঁদ সদাগর প্রবল প্রতাপে মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়েছিলেন। সেই চাঁদকেও মাথা নত করতে হল। কারণ চাঁদ প্রবল প্রতাপশালী হলেও সে যে আসলে মানুষ। এই কাহিনির নায়ক শিব, নায়িকা মনসা। বিষহরি দেবী মনসা— যাঁর মাহাত্ম্য প্রচার উপলক্ষে তৈরি হয়েছিল মনসামঙ্গল কাব্য বা পদ্মপুরাণ। প্রচলিত মনসামঙ্গলের তিনটি অংশ। প্রথম অংশটি পৌরাণিক কাহিনির প্রেক্ষাপট। এখানে শিবের সঙ্গে মনসার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে চাঁদ সদাগর ও মনসার সংঘর্ষের কাহিনিই বিধৃত। তৃতীয় অংশ গড়ে উঠেছে বেহুলা-লখিন্দরকে ঘিরে।

এই প্রযোজনা প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশের খানিক অবলম্বনে তৈরি। শিবের চরিত্র স্খলনের ফলে মনসার জন্ম। নাগপুরীতে তার বাস। দায়িত্বজ্ঞানহীন শিব চারিত্রিক লাম্পট্যকে সঙ্গী করেই দিন কাটাচ্ছেন এখানে সেখানে। মনসার বেড়ে ওঠার পর্বে তাঁর কোনও হদিশ না পেলেও মনসার যুবতী পর্বে আবার কামুক শিবের আবির্ভাব। মনসার তন্বী যৌবন শিবকে আকৃষ্ট করে। মনসার সঙ্গে মিলন-ইচ্ছা প্রকাশের পূর্বেই শিব জানতে পারেন যে, মনসা আসলে শিবকন্যা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নগ্ন চেহারা ফুটে ওঠে সেই মুহূর্তে। দিল্লির দামিনীর ঘাতক বা সারা দেশ জুড়ে যে পুরুষ লালসার ছবি স্পষ্ট দেখতে পাই আমরা, তারই প্রতিনিধি যেন শিব। কী অদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থা! যেহেতু তিনি দেবাদিদেব মহাদেব (দু'একবার নিজমুখে উচ্চারণও করেন), তাই তাঁর এই চরিত্রে দোষের কোনও বিচার নেই। মনসাকে দেবতার উচ্চ আসনে বসাতে পারলেই তাঁর সব অপরাধ মাপ। তাই মনসা পুজো প্রচলনের জন্যে শিবের কী অপরিসীম শঠতা, মিথ্যাচার! দৃপ্ত পৌরুষময়



চরিত্র চাঁদ সদাগরের সঙ্গেও প্রতারণা করতে পিছপা হন না, অথচ এই শিব-ই তাঁদের কুলদেবতা! আসলে বিজয় গুপ্ত (পদ্মপুরাণের লেখক) একে প্রশ্রয় দিয়েছেন। যেহেতু তিনি মনসার উপাসক ছিলেন, তাই কাব্যে মনসাকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে গিয়ে চাঁদ সদাগরকে অনেকটা উপেক্ষাই করেছেন। পাশাপাশি শিবের চারিত্রিক ত্রুটি তাঁকে খুব একটা স্পর্শ করেনি। যদিও এই নাটকে নাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বিজয় গুপ্তের আধার থেকে খানিকটা সরে এসেছেন। বেহুলার অনুরোধে নয়, শিবের চক্রান্তে ও সরাসরি অনুরোধে (একপ্রকার আদেশে বা বাধ্য করে) চাঁদকে দিয়ে পুজোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বলদের (বাহক অর্থে) মতো অবস্থানে পৌঁছে চাঁদ শিবের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, 'আর কতদিন এভাবে চলবে?' এ প্রশ্নে দায়সারা ভাবই স্পষ্ট। নেই প্রতিবাদ, নেই ছিটে-ফোঁটা দায় বা দায়িত্ব। অনেকটাই গণতান্ত্রিক ভারতে সুবিচার পাওয়ার আশা করার মতো!

নাট্যকার অবশ্য সস্তায় বাজিমাত করতে চাননি। রোখা সংলাপ, চোখা দৃশ্যের আশ্রয় খুব একটা নেই। খুব স্পষ্ট না হলেও আধুনিক সমাজের জটিল অবস্থানের খণ্ড চেহারা আমাদের চোখে পড়ে।

নির্দেশক কিন্তু এ বিষয়ে অনেক সচেতন! গল্প পুরাণের হলেও মঞ্চভাবনা ও অভিনয়শৈলিতে আধুনিক জীবনের ছাপ রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। সুন্দর সুন্দর কম্পোজিশন! নাট্যমুহূর্ত তৈরিতে কোনও বাধাই আসেনি। প্রতিটি চরিত্রকে দিয়ে সাবলীল অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন। নাচ গানে জমজমাট, টানটান প্রযোজনা।



অভিনয়ের কথা উল্লেখ না করলে খানিকটা অবিচার হবে। চণ্ডী, যাঁর তর্জন-গর্জন করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না, সেই চরিত্রে গীতাঞ্জলি দাশগুপ্ত দর্শককে মুগ্ধ করে। মনসার চরিত্রে তনুশ্রী মিত্র যার-পর-নাই চেষ্টা করেছেন। তিনি উত্তীর্ণ হয়েওছেন। যেটুকু একঘেয়েমি, তা তাঁর চরিত্র রূপায়ণের গঠনগত ত্রুটি। পরিচালক বা অভিনেতার দায় নেই। ভৃঙ্গীর চরিত্রে সুমন দত্ত অসাধারণ, বরং নন্দী (মানস দে) কখনও কখনও অতি নাটকীয়তায় দুষ্ট। নারদ চরিত্রে স্বপন ঘোষ যথাযথ। যেমন শিবের চরিত্রে পরিচালক স্বয়ং, দীপঙ্কর সেনগুপ্ত দর্শকের ভাললাগার তালিকায়। বাকিদের সামগ্রিক অভিনয় মন্দ নয়। আলো, এই প্রযোজনার সম্পদ। জয় সেন এক্ষেত্রে অনেক বেশি নম্বর পাওয়ার যোগ্য। তড়িৎ ভট্টাচার্যের গানের সুর ও প্রয়োগ, সেই সঙ্গে আবহ বড় ভাল লেগেছে। এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই। এক্ষেত্রে গায়কির আরও একটু উন্নতির প্রয়োজন। শুভাশিস হালদারের পরিচ্ছন্ন মঞ্চ ব্যবস্থা। নিজেকে জাহির করার চেষ্টা নেই। সব মিলিয়ে নাটকটি দেখতে ভাল লাগবে এবং একের বেশি বার দেখতে ক্লান্তি আসবে না। অন্তত দর্শকদের দেখলে তেমনই মনে হয়।

পদ্য

বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত সবাই জেহাদি

সন্দীপ চক্রবর্তী

আনসেন্সার্ড সিনেমা

ভালবাসা নিয়ে আমিও দু'লাইন সহ্যগুণে
মহানদের বক্তৃতার মধ্যে রাতের শিয়ালদা
কোথায় ফিরছি আমি ফিল্ডার হয়ে?
কতদিন ধরে এইসব আলো গিলে খাচ্ছে কে জানে।
মাঠে বল কুড়িয়ে ক্লান্ত নাবিক,
তুমি কি জানো কোনও আনসেন্সার্ড সিনেমার ফসল?
হাসি-হাসি মুখে বিজ্ঞাপনে দাঁড়িয়ে যারা
নিজের জমি থেকে পালংশাক-বরবটি... কেন গঙ্গার
ধারে এত হাওয়া দেয়, ইটভাটায় তৈরি হয় ভবিষ্যৎ
ভালবাসার জন্য এই জানুয়ারিতে আমি গর্ত খুঁড়েছি।

শীতকাল শেষ

যে শপথ আমার বাজারের ব্যাগে, যে লজ্জা মাইনের কার্ডে।
হিংস্র জঙ্গলে একরাত কাটানো। দেশলাই ভিজে।
তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যেও এত কার্বন,
চোখের দিকে তাকালে কেঁপে উঠি। আয়নায় অপরিচিত।
না ভোলা সমস্ত প্রতিজ্ঞা। প্রিয় কারও স্মরণ অনুষ্ঠান।
বাতিল সমস্ত কিছু দিয়ে ঘর সাজানো। কিনে আনছি।
বাড়ি ফিরছি। শীতকাল শেষ। সামনে সব্বনেশে মার্চ।

চাবুকের দাগ

বোবা হয়ে যাও। চশমা পরো। কষ্ট হলে বেশি হাসো।
খুলে দাও পিঠ। যত খুশি চাবুকের দাগ। গৃহশোভা বাড়ুক।
খাপ খোলা তরোয়াল যখন তোমার দিকে নেমে আসছে
তুমি তখন বোকা আর্কিমিডিস কী অঙ্ক মেলাচ্ছিলে?
মুণ্ডু থেকে তোমার দেহ আলাদা হোক কেউ চায় না।
বেঁচে থাকো, আরও বেশি বাঁচো। যেভাবে জালে পড়ার পর
ছটফট করে মাছ। থলে হাতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি—
সুখী সংসারে খাদ্য হতে চলেছ নাকি মৃত্যুর জন্য ছটফট?

রঘু ডাকাতের স্পর্শ

এখনও সকাল হলে ইছামতীর পাড় ধরে ছুটে যায় সাহেবের ঘোড়া,
গয়া মেম রাত হলে আসে। বটগাছ এখনও চাঁদ গিলে খায়।
বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত সবাই জেহাদি। ঘরের চার কোণে চার কুম্ভ,
নিজের ধুনির আগুনে গুহাপথ আবিষ্কার সংসারের এক সন্ন্যাসী,
লঘু পাপে কী তার দণ্ড? অভিযান শেষে মরা মৌমাছি,
কী আর হবে কালকে, এমন পৃথিবীতে, এমনই রোজ-রোজ,
কতদূর থেকে শোনা যায় ট্রেনের হুইসেল, বন্দরে ওঠানামা,
মানুষই কি পালাতে চেয়েছে শুধু? ট্রেন-বাস-ট্রেকার
চায়নি কখনও?
জানালাটা বরাবর শিশুদের মহিলাদের সিট ছেড়ে দেওয়া,
যে বাড়িতে নতুন চুনকাম। নিশিরাতে কালীপুজো। ঢ্যাড়া কেটে
আসি।



পিয়ানোপথের স্বরলিপি

রাকা দাশগুপ্ত

১

রাস্তা জুড়ে উঁচু নিচু, সাদা কালো ধাপ কাটা।
এও এক আশ্চর্য পিয়ানো।

একে যদি সুর বলি, তুমি সুরে বয়ে যেতে জানো?

প্রথম অক্টেভ থেকে দ্বিতীয় অক্টেভমোড়ে যেতে
নদী পড়ে। ছোট ব্রিজ। দূরে এক দিগন্তবিস্তৃত শস্যখেতে
রাজকিশোরীর কণ্ঠ ভেসে যায় শান্ত স্বরগ্রামে

সে মেয়েটি তুমি নও। অথবা তুমিই, ভিন নামে
এসেছিলে এই দেশে। তারপর রাস্তা ভুলে, একা ঘুরে ঘুরে

নতুন প্যাটার্ন লিখছ দ্ব্যর্থহীন পিয়ানোর সুরে।

২

সমুদ্রের নীচ দিয়ে গভীর সুড়ঙ্গপথ। ভূগর্ভস্থ ট্রেন ছুটে যায়।
আমি তো নিশ্চিত জানি, ওই ট্রেনে স্লিপার কামরায়
আমিও টিকিট পাব একদিন, দৈব অজুহাতে

তারপর শুভলগ্নে বাধ্য ট্রলিব্যাগ টেনে
বার্থ খুঁজে উঠে যাব, কোনও এক পরিপূর্ণ অন্ধকার রাতে

ট্রেন ছেড়ে দেবে দ্রুত। সে ভারী রোমাঞ্চময় দেশ।
শীতালো আইসবার্গ। চতুর্দিকে পড়ে আছে বেহালার টুকরো গান,
টাইটানিকের দেহ, ভগ্ন-অবশেষ...

না-ভালবাসার পাঠ আমরাও আকৈশোর শিখেছি অনেক
নির্বিঘ্নে, পেরিয়ে যাব যাবতীয় দুর্ঘটনা, অসমহৃদয় প্রেম, অভিসার-ডেক...

৩

এতটা নির্ভার... যেন ভেসে চলে যেতে পারি আজই

আলোধোয়া এই পথ, এই যে অনন্ত বৃক্ষরাজি
কেউ যেন কিছু নয়। কোনও কিছু বাধা নয় আর

কী তবু অস্পষ্ট অঙ্গীকার
আমাকে রেখেছে ধরে... উড়ে যেতে দেবে না কিছুতে।

ঘড়িকাঁটা অর্ধরাত্রি ছুঁতে
সহকার তরুশাখে দোপাট্টা জড়িয়ে যাচ্ছে,
খসে যাচ্ছে কাঁথা স্টিচ হাতব্যাগ, চাবি রিং, রুমালের ফ্রিলও

এত জন্ম কেটে গেল... এত পিছুটান তবু আমার দু'হাতে গাঁথা ছিল!

৪

ফেরা, তবে কার কাছে? কার জন্য ছেড়ে আসি
সকালে প্রেয়ার লাইন, তুলে রাখি সান্ধ্য ঝিকিঝিকি?

তাকে বুঝি চিনি...
আকাশের মাপে গড়া কোনও এক আশ্চর্য পতাকা
তার ছাদে ওড়ে। তাতে নীহারিকা-উল্কাবৃষ্টি-চাঁদ-সূর্য আদ্যোপান্ত আঁকা

চিলেকোঠা ঘরে তার স্টাডিরুম। নিমগ্ন কাগজে
ছায়াগাছ, নদী আঁকে, হারানো পাখির ছানা খোঁজে,
মাঝেমধ্যে লিখে রাখে ছড়া...

ফেরা মানে আমি জানি... অতর্কিতে তার কোনও স্বপ্নে ঢুকে পড়া।

৫

বিকেলের লেন বেয়ে ফিরে গেছে হলুদ বাসেরা
উড়ে গেছে জীর্ণডানা প্রজাপতি। আমাদের আসা-যাওয়া, ফেরা
এখনও ঘুমিয়ে আছে বাস গুমটির আশে পাশে...

আপাতত ঘাসে
ছিঁড়ে কুচি কুচি করা টিকিটেরা গোল হয়ে বসে আছে। ওরা
বাসরুট ভুলে গেছে। খিদে, ঘুম, রাতের প্রহরা
জড় হয়ে পড়ে আছে ক্লান্ত ডাস্টবিনে...

আমি তো বিশ্বাস করি পৃথিবীশেষের দিনও
শেষ বাস ফিরে গেলে পায়ে হেঁটে যাওয়া যাবে তারা চিনে চিনে...





এবারের বাছাই

বইয়ের খোঁজে

ভাল বই পড়ার জন্যে মন এখনও ব্যাকুল। বই পাড়ায় মানুষের ঢল, বইমেলাতেও জনজোয়ার। বইবাজার ঘুরে পরমার 'এবারের বাছাই'তে থাকল বিয়ে বিষয়ে কিছু ভাল বইয়ের সুলুক সন্ধান। জানাচ্ছেন **সমীর চট্টোপাধ্যায়**

আমি শ্রেয়ান
শ্রেয়ান
সুনৃত প্রকাশনী, ৬৯/১ মণ্ডল পাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০৯০
দাম: ৩০ টাকা

এই বইটির অন্য একটা তাৎপর্য আছে। বইটির লেখক শ্রেয়ানের বয়স বারো বছর। আপন খেয়ালে জানলার ধারে বসে শ্রেয়ান সাজিয়ে চলে শব্দ। শব্দের পর শব্দ। তৈরি হয় লাইন, চরণ, স্তবক। একেকটি কবিতা। শ্রেয়ান বলে, 'পথে পথে ঘাস আছে/তারপর ছায়াবন—/সেখানে আমার মন।' ৪০ পাতা জুড়ে রয়েছে শ্রেয়ানের কবিতা। চারটি পর্যায়ে বিভক্ত কবিতাগুলি, 'প্রকৃতি' এসে যেভাবে ধরা দেয়, 'সময়'-এর কাছাকাছি যেভাবে মানুষের উপলব্ধি পৌঁছে দেয়, 'দেশ'-এর প্রতি ভালবাসা, সর্বোপরি নিজেকে দেখা 'আমি ও সে'-এর মধ্যে— তা অবাক করে দেওয়ার মতোই। কী অসম্ভব কল্পনাশক্তি! তার সঙ্গে মিশেছে জীবন্ত বাস্তববোধ। কখনও কখনও এলোমেলো অনুভূতি, 'আকাশ রোদের টিপ পরেছে।/ সাদা মেঘের নাম কুয়াশা।' আবার, হেমন্ত ঋতুর প্রসঙ্গে শ্রেয়ানের উপলব্ধি, 'হেমন্তের দিন মানে,/ ফুল ফোটে না।/হেমন্তের দিন মানে,/কুয়াশা'—কবির এই উপলব্ধি প্রকৃতি পর্যায়ে। ছাপানো কবিতার পাতায় মাস ও সালের উল্লেখ আছে কিন্তু স্পষ্ট কিছু বলা নেই। মনে হয় এটা সৃজন-সময়কে চিহ্নিত করার জন্যেই। যদি তাই-ই হয়, সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ, কবির বয়স যখন ছয়, তখনকার ভাবনা, 'বৃষ্টি দেখতে হলে—/ আমার ঘরে আয়।/বিছানায় শুয়ে থাকবি।/ভিজে হাওয়ায় মেঘের



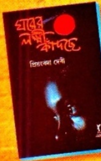
শৈশবের কাঁচা মনের ছোঁয়া যেমন আছে, তেমনই আছে, পরিণত বৌদ্ধিক সত্তার পরিচয়। 'তুমি আমি দু'দিকেই যাব।/ তুমি যাবে লাল দেশে/আমি যাব নীল দেশে— বাড়ি খুঁজে পাব না।' এখানে যেন ধরা পড়ে ছোট্ট অপুর সেই কল্পনা।
ছোট্ট ছোট্ট অনুভূতি, 'আমি আগে না তুমি আগে/তুমি আগে না আমি আগে/ যেতে যেতে বলা হল/চলা হল না।' কিংবা 'কাকে খুঁজছো তুমি, এবার নিজেকে খোঁজ.../তারপরে আর কিছু নেই।'— পড়ে পাঠক কিঞ্চিত বিস্মিত হবেনই। 'দেশ' পর্যায়ের 'নাগানারী—' পড়লে পাঠক কি একবারও ভাববেন না! লেখা হচ্ছে, 'শুনেছিলাম লজ্জা নারীর অলঙ্কার/কিওয়েমা গ্রামের নাগা নারী/হাজার অনুরোধে— ফেরায়নি মুখ/লেস বন্দি করতে পারিনি হাজার বছরের বলিরেখা। কিংবা 'জোয়ার-ভাটা' কবিতায় লেখা হয়েছে, 'জাহাজের জেটিতে বসে অনেক গল্প করেছি,/ভাসিয়েছি কাগজের নৌকা।/মাঝে মাঝে ভাটা আসতো/ দেখতে পেতাম জোয়ারের আড়ালে থাকা/ পলিগুলো!' অনেক পরিণত লেখা। 'প্রমোটারের জাল থেকে ছেঁকে তুলে স্বপ্নগুলো/বাস্তব করেছি মনে মনে।' কবিতাগুলো গুণগত উৎকর্ষতার নিক্তিতে মাপলে চলবে না। এর মধ্যে আসলে আছে একটা কাঁচা মন। আছে তার ভাললাগা, খারাপলাগার অনন্ত অনুভূতির ছোঁয়া! সম্ভাবনা আছে, আরও বেশি বিকশিত হওয়ার।

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত: এক মেধাবী বাউল
ঋতম মুখোপাধ্যায়
ভাষা ও সাহিত্য, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯
দাম: ১২৫ টাকা



'আমায় নিয়ন্ত্রণ করতে না চেয়েও তিনি তাঁর ঈশ্বার হাতে আমাকে ছুঁয়ে আছেন, নাকি ধরে আছেন। আমাকে তিনি দিগ্বলয়ব্যাপী স্বাধীনতার আস্বাদ জুগিয়ে দিয়েছেন বলেই তো তাঁকে আমি এমন আঁকড়ে ধরে আছি, আর থাকব।'
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবি অলোকরঞ্জনের উপলব্ধি। আসলে অলোকরঞ্জনের শৈশব মানেই তো শান্তিনিকেতনের পাঠভবন। বেড়েও ওঠা সেই রাবীন্দ্রিক বলয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আচ্ছন্ন করেছেন, আলোড়িত করেছেন, প্রেরণা দিয়েছেন স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে নিয়ে এমনই নানা তথ্য তুলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যের কৃতী ছাত্র, গবেষক ঋতম মুখোপাধ্যায়। ঋতম নানাভাবে কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ঈশ্বর-প্রতিমার ভাঙা-গড়া, তাঁর দর্শন, তাঁর কাব্যসৃষ্টির নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন। ঋতমের কাজে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত নির্জনতার কবি। তাঁর পাঠকের সংখ্যা যে বিপুল সমুদ্রের মতো, এমনটা ভাবলে বোধহয় বাড়িয়েই বলা হবে। তবে যতজন পাঠক আছেন, তাঁরা ঋদ্ধ হন কবিকে পাঠ করে। কারণ তাঁর কবিতাতেই আছে, বিশ্বসাহিত্যের অসংখ্য মণি-মুক্তো! তাকে সংগ্রহ করে, নিষ্ঠার সঙ্গে তার বিশ্লেষণ করে এক পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন ঋতম। এমন মেধাবী আলোচনা এই প্রথম, যেখানে মননশীল কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের আদ্যন্ত মৌলিক মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়েছে বলা যায়। এই বই কবি অলোকরঞ্জনকে জানতে সাহায্য করে, বুঝতে সাহায্য করে।

ঘরের লক্ষ্মী কাঁদছে
প্রিয়ংবদা দেবী
কলকাতা প্রকাশন, ৪৮/১২, এন এস সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪০
দাম: ১৫০ টাকা



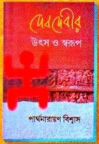
একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। কিন্তু অন্য আর-পাঁচটা উপন্যাস থেকে একেবারে আলাদা। সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ নয়। অথচ প্রতিটি চরিত্রই যেন আমাদের দেখা চারপাশ থেকে উঠে আসা। লেখিকার জীবন বিচিত্র রঙে ভরা। ছোট্টবেলা থেকে দেখে আসা পুরুষশাসিত সমাজের ভয়ঙ্কর রূপ— তারই কথা উঠে এসেছে উপন্যাসের অবয়বে। ছাপা হওয়া এটাই লেখকের প্রথম উপন্যাস। তার আগে কখনও সাহিত্য নিয়ে খুব একটা চর্চা করেছেন বলে শোনা যায় না। তাই প্রিয়ংবদা-র উপন্যাসে নেই নাগরিক কৌলিন্য। নেই ভাষার চাকচিক্য। একেবারেই সাদামাটা। কিন্তু এর মধ্যে আছে সততা। আছে সরলতা। আছে সমাজকে কাছ থেকে দেখার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আর তাই ওঁর কলমে ঝরে পড়ে যন্ত্রণা, ঘৃণার নির্যাস। নারী ধর্ম মেরে উল্লাস করার পৈশাচিক চেহারার মুখোমুখি হওয়ার সুবাদেই উপন্যাসের ঘটনা বা ছবি এত বেশি প্রাণবন্ত। সমাজকে তিনি ঠিক যেভাবে দেখেছেন, সেইভাবেই বলতে চান। বোঝেন না কোনও রং, কোনও হাওয়া। তাই তো তাঁর উপন্যাস হৃদয়কে স্পর্শ করে। পড়তে ভাল লাগবে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুল্পি থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের অভাবী ঘরের মেয়ে শিখা মণ্ডল থেকে সাহিত্যিক হয়ে ওঠা প্রিয়ংবদার লেখা পড়ে। নির্ভীক এই মানুষটির লেখা উপন্যাসের পাতায় পাতায় আছে অন্য সমাজের ছবি। যা আপনাকে ভাবাবে। মুখোশের অন্তরালে থাকা মুখগুলোর সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে।

আমার শিক্ষক
সম্পাদনা মারুফ হোসেন
অভিযান পাবলিশার্স, বনমালিপুর, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন ০৩৩-২২৫৭-৩১৮৭
দাম ১৫০ টাকা



৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন ৫ সেপ্টেম্বর। তাঁর জন্মদিন পালনের লক্ষ্যেই ১৯৬২ থেকে এই দিনটি শিক্ষক দিবস রূপে পালিত হয়। শিক্ষক হলেন, মানুষ গড়ার কারিগর। আমাদের পথপ্রদর্শক। আমাদের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করান তাঁরাই। সেই জায়গা থেকেই নিজের নিজের শিক্ষকের কথা বলেছেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাদল সরকার, সরদার ফজলুল করিম, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, হাসান আজিজুল হক, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সুমন চট্টোপাধ্যায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মারুফ হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।
'কলেজে তখন নামী ও দামি অধ্যাপকদের ভিড়। প্রথম সপ্তাহেই ক্লাস নিতে এলেন শঙ্খ ঘোষ— ১৯৬২ সাল সেটা। তিরিশ বছরের যুবা। তিনি, আমি এক বিমুগ্ধ কিশোর, চারপাশে শুধু স্বপ্নের ভিড়। সেই শুরু— তারপর কেটে গেল পঞ্চাশ বছর।'— এমন স্মৃতিচারণা সাতষট্টিতে কবি সব্যসাচী দেবের। এমন অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি রোমন্থন, সেই সঙ্গে সেই ছোটবেলায় ফিরে দেখার এক রসদ 'আমার শিক্ষক' বইটি।

দেবদেবীর উৎস ও স্বরূপ
পার্থনারায়ণ বিশ্বাস
রূপা প্রকাশনী, ৩৭/৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
দাম ২০০ টাকা



মানুষের প্রয়োজনে ঈশ্বরের সৃষ্টি। প্রাথমিক অবস্থায় অগ্নি, বায়ু, বরুণ এবং পরবর্তীতে বৃক্ষ, চন্দ্র ইত্যাদিকে দেবতারূপে মেনে এসেছে সবাই। কিন্তু মানুষের চিন্তাধারার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দেবতাদেরও ক্রমোন্নতি ঘটেছে। সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তি ঈশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর— সেই ব্যক্তি-ঈশ্বরের প্রতীক। লেখক জানাচ্ছেন, হিন্দুধর্মের সমস্ত দেবদেবীরা সূর্য ও বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন। ঈশ্বর একটি তত্ত্ব, তিনি নিরাকার, অনন্ত, অপরিণামী ও নির্গুণ। মানুষের মন কখনও কোনও দৃশ্য পদার্থ ছাড়া চিন্তা করতে পারে না। অতএব, অনন্ত ঈশ্বরকে চিন্তা করার জন্যেই আকারযুক্ত বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করা হয়েছে। দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি ধর্মের অবনত ভাব। এইভাবে লেখক বর্ণনা করেছেন দেবদেবীর বিভিন্ন উৎস, বেদের দেবদেবী, পৃথিবীর দেবতা, অন্তরীক্ষের দেবতা ও স্বর্গের দেবতাদের কথা। ধর্মীয় দিক থেকে আলোচনা করেছেন অবতার তত্ত্ব, শিবের লীলাপ্রকাশ, দুর্গা, কার্তিক ও গণেশের জন্মকথা, বিষ্ণুর লীলাপ্রসঙ্গ, গঙ্গাদেবী, তুলসীদেবী, ইত্যাদি বিষয়ে। নানা পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থের তাত্ত্বিক আলোচনা থাকায় খানিকটা ভারী হয়েছে বটে কিন্তু ধৈর্য ধরে পড়লে অনেক কিছু জানা যাবে।


তারা
Tara Muzik
চোখ মেললেই ছবি,
কান পাতলেই গান !
www.taratv.com


teen
অরমা
টিন রূপ
গেট সেট go
টিন রেসিপি
Fun Day সানডে
টিন হেলথ
Hormonal ইমব্যালেন্স
টিন কেরিয়ার
ইন্টিরিয়ার designing
টিন ক্যাম্পাস
চন্দননগর govt. college

teen
রূপ

গেট সেট go...



এ বছর বিয়ের সিজ়নে চড়া মেকআপ একদম নয়, বরং লাইট মেকআপ লুকই হয়ে উঠুক তোমার স্টাইল মন্ত্র। বিয়েবাড়ির হাজার ভিড়েও লাইমলাইটে থাকার টিপস রইল এবারের পাতায়।

কিছুদিন আগেই পড়াশোনার জন্য ইউকে চলে গেছে সৃজার দিদি। এতদিন দিদিই ছিল ওর ফ্রেন্ড, ফিলজ়ফার অ্যান্ড গাইড। সবকিছুতেই সে হেল্প করত সৃজাকে। সামনেই কয়েকটা বিয়েবাড়ি আর গেট টুগেদার লাইনড আপ রয়েছে সৃজার। কীভাবে নিজেকে তৈরি করবে সেটা ভাবতে ভাবতেই মনে হল, দিদি কাছে নেই তো কী, ইমেল-এ তো পাওয়াই যায়! সঙ্গে সঙ্গে নেট খুলে লিখে ফেলল দীর্ঘ চিঠি। পরদিনই মেল-এ দিদির সাজেশনস পেয়ে এক্সাইটেড সৃজা।

দিদি: হাই সৃজা! খুব কনফিউজ়ড বুঝি? বিয়ে মানেই তো একগাদা চেনা-অচেনা মানুষের মুখের ভিড়। এরকম ঝলমলে অনুষ্ঠানে কীভাবে সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন হয়ে উঠবি তার টিপস দিলাম, যা ক্যাজুয়াল পার্টিতেও ইকুয়্যালি ইউজ়ফুল।

চুল

পার্টি বা হ্যাংআউট সকালে হলে আগের দিন আর রাতে হলে সেই দিন সকালে প্রথমে ভাল করে শ্যাম্পু করে ডিপ কন্ডিশনিং করে নিস। চুল শুকিয়ে নিয়ে ভল্যুমাইজ়ার লাগিয়ে সেট করে ফ্যাল। ইউ আর লাকি, তোর চুল স্ট্রেট। ইচ্ছে হলে খোলা ছাড়তে পারিস বা হালকা কার্ল কিংবা ওয়েভ খেলিয়ে নিতে পারিস। স্টাইলিং চাইলে সামনের দিকে অল্প চুল টুইস্ট করে নিয়ে স্টোন সেটিং ক্লিপ, ফ্লাওয়ার ক্লিপ বা অন্য কোনও হেয়ার অ্যাকসেসরি লাগিয়ে নিতে পারিস।

বেস মেকআপ

মুখে ব্লেমিশেজ় থাকলে কনসিলার দিয়ে হাইড করবি, না থাকলে তো কথাই নেই। এবার বেস মেকআপের জন্য চাই ফাউন্ডেশন, যা অবশ্যই ম্যাচ করতে হবে তোর স্কিন টোনের সঙ্গে। ফাউন্ডেশনের সঙ্গে লাইট ময়েশ্চারাইজার মিশিয়ে নিয়ে পুরো মুখে ফোঁটা ফোঁটা করে লাগিয়ে নে। তারপর হালকা হাতে স্কিনের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নে। মিনিট তিন-চার পর কমপ্যাক্টের পাফ বুলিয়ে নিতে হবে মুখে। চোখের তলায়, ঠোঁটের দু'পাশে আর নাকের পাশগুলোয় ভাল করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। হয়ে গেলে ব্রাশ দিয়ে অতিরিক্ত পাউডার ঝেড়ে ফেলিস।

চোখ

দিনের বেলা হলে চোখের নীচের পাতায় মোটা করে কাজল লাগিয়ে ইয়ারবাড দিয়ে হালকা হাতে স্মাজ করে নিস। রাতের অকেশন হলে চোখের উপরের পাতায় সরু করে লাইনার লাগিয়ে নে। সেটা ব্ল্যাক বা ব্রাউন কিংবা ড্রেসের সঙ্গে মানানসই রঙেরও হতে পারে। ব্যস্, আর কী চাই? চোখের ইশারায় সবাই ঘায়েল।

ঠোঁট

লিপ লাইনার দিয়ে সরু করে আউটলাইন করে নিয়ে ঠোঁটে লিপগ্লস মাখিস। সকালে হলে লাইট কালার এবং রাতে হলে একটু ডিপ কালার। তবে শাইনিং বা গ্লিটারিং গ্লস হলে রাতের বেলাতেই লাগানো উচিত। অবশ্যই হ্যান্ডব্যাগে লিপগ্লসটি নিয়ে নিস। মাঝেমধ্যেই এক কোট বুলিয়ে নিতে পারিস ঠোঁটে।

ড্রেস

শর্ট ড্রেস পরলে পেনসিল হিল না পরে ওয়েজ় হিল ট্রাই করে দেখতে পারিস। সিকুইনড লং টপের সঙ্গে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে লেগিংস বা জেগিংস পরতে পারিস রাতের পার্টিতে। ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং ব্যাগ এবং জুতো কিন্তু মাস্ট। একই কালারের হতে হবে সবকিছু, এই কনসেপ্টটা এখন ব্যাকডেটেড। তবে, এমন ব্যাগ এবং জুতো নিতে হবে যা ড্রেসের সঙ্গে যায়।

অন্যান্য

বন্ধু মহলে ফ্যাশন আইকন হতে চাইলে হালকা মেকআপের সঙ্গে বড় কালারফুল ইয়াররিং বা বড় দুল পরতে পারিস। নখের রং নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করাই যায়। তিন-চার রকম উজ্জ্বল রং দিয়ে মনের মতো করে ডিজ়াইন করে ফেলতে পারিস। একটা আঙুলে দুটো রং দিয়ে ডিজ়াইন করে, পরের আঙুলটিতে অন্য দু'টি রং ব্যবহার কর। পায়ের নখকেও একইরকমভাবে কালারফুল করে তুলতে পারিস। ফর দ্যাট স্টানিং লুক, ছোট্ট একটি স্টোনও সেট করতে পারিস নখের উপর। একটা জিনিস ভুললে চলবে না, গ্লোয়িং স্কিন ইজ় দ্য কি টু ইয়োর বিউটি। তাই স্নানের পরে ময়েশ্চারাইজ়ার বা স্নানের সময় বডি অয়েল মেখে নিবি। টেক কেয়ার... ইউ উইল রক দ্য পার্টি!

লেখা সোমা মিশ্র





আইসক্রিম মানেই জিভে জল! যা খাওয়ার জন্য কেন, কখন, কোথায় শব্দগুলোর প্রয়োজন হয় না। আর এক ঢিলে দুই বা তিন পাখি মারতে হলে 'সানডে' আইসক্রিমের বিকল্প নেই। রেডিমেড সানডে একঘেঁয়ে লাগলে বানিয়ে ফ্যালো নিজের মতো। দেওয়া হল তেমনই তিনটি রেসিপি।

teen
রেসিপি

Funday সানডে

রঙের উৎসবের জন্যই অনেকদিন পর বাড়ি ফিরছে কোয়েলের দাদা। মা'র রান্নাঘরে দাদার জন্য থাকছে ফিঙ্গার লিকিং মেনু চার্ট। কিন্তু নিজের হাতে কিছু একটা স্পেশ্যাল বানিয়ে ভোজনরসিক দাদাকে চমকে দিতে চায় কোয়েলও। কী করবে ভাবতে ভাবতেই মনে এল গরম শুরুর এই সিজ়নে ডেসার্ট হিসেবে আইসক্রিম করলে কেমন হয়! মাকে বলতেই তিনি আইডিয়া দিলেন সানডে আইসক্রিমের তিনটে দারুণ রেসিপির।



চকো ভ্যানিলা ডুয়েট সানডে

ইনগ্রেডিয়েন্টস— চকলেট (স্কুপ করে নিতে হবে) ও ভ্যানিলা আইসক্রিম বার, ডার্ক চকলেট কুকিজ় (ভেঙে ঝুরো করে নিতে হবে), চকলেট সস, চকো চিপস, ড্রায়েড ফ্রুটের ছোট করে কাটা টুকরো।

মেথড— প্রথমে আইসক্রিম বোলের মধ্যে কুকিজ়ের গুঁড়োটা দিয়ে দাও। এবার তার উপরে চকলেট আর ভ্যানিলা বার থেকে একটু বেশি করে স্কুপ করে নিয়ে সাজিয়ে নাও। আইসক্রিম বোলটা এমন হতে হবে যাতে তার মধ্যে অন্তত তিনটি স্কুপ ফিট করে যেতে পারে। দুটো চকো, একটা ভ্যানিলা স্কুপ নাকি উলটোটা নেবে সেটা তোমার উপরেই ছেড়ে দিলাম। স্কুপ নেওয়া হলে উপরে চকলেট সস ভাল করে ছড়িয়ে দাও। টুকরো করে রাখা ড্রায়েড ফ্রুটস ও চকো চিপস দিয়ে সাজিয়ে নাও। এবার এনজয় করো ডিলিশিয়াস ডুয়েট টেস্ট।



ম্যাঙ্গো মজা

ইনগ্রেডিয়েন্টস— ম্যাঙ্গো ও ভ্যানিলা আইসক্রিমের বার, চকো ফ্লেকস, স্ট্রবেরি সিরাপ, চেরি (সাজানোর জন্য)।

মেথড— সোডা মাগ নাও। ভ্যানিলা আইসক্রিমের ছোট স্কুপ করে গ্লাসের ঢালে রাখো। বড় চামচ দিয়ে আইসক্রিম-এর লেয়ার সমান করে নাও, যাতে গোল হয়ে ফুলে না থাকে। এর উপর চকো ফ্লেকস দাও। ম্যাঙ্গো আইসক্রিম স্কুপ করে গ্লাসে দিয়ে আবার আগের মতো চামচ দিয়ে সমান করে দাও। এর উপর অল্প ভ্যানিলা আইসক্রিম দিয়ে তার উপরে স্ট্রবেরি সিরাপ দাও তিন টেবিল চামচ। অল্প চকো ফ্লেকস ছড়িয়ে দাও। এবার ম্যাঙ্গো আইসক্রিমের একটা বড় স্কুপ কেটে উপরে বসিয়ে দাও। স্কুপটির অর্ধেক যেন গ্লাসের মধ্যে থাকে। উপরে চেরি বসিয়ে মজা নাও ম্যাঙ্গো-ভ্যানিলা সানডের।



ভ্যানিলা ভেঞ্চার

ইনগ্রেডিয়েন্টস— ভ্যানিলা আইসক্রিম বার, স্ট্রবেরি সস বা সিরাপ, ম্যাঙ্গো সিরাপ, ছোট কিউব করে কাটা আমের টুকরো (আমের বদলে আমসত্ত্বের টুকরোও নেওয়া যেতে পারে), একটা চেরি (সাজানোর জন্য)।

মেথড— একটা লম্বা গ্লাস নাও। প্রথমে দু'টেবিল চামচ স্ট্রবেরি সিরাপ দাও। এরপর ভ্যানিলা আইসক্রিম স্কুপ করে নিয়ে গ্লাসে রাখো। এর উপরে ম্যাঙ্গো সিরাপ এবং আম বা আমসত্ত্বের কয়েক টুকরো ছড়িয়ে দাও। আবার একটা আইসক্রিম স্কুপ করে রাখো। উপরে অল্প ম্যাঙ্গো ও স্ট্রবেরি সিরাপ ছড়িয়ে দাও এবং আরও কয়েকটি আমের টুকরো সাজিয়ে দাও। শেষে আরেকটা স্কুপ করে গ্লাসে রাখো। স্কুপগুলো ক্রমশ সাইজে বড় হতে থাকবে। এই স্কুপটির উপরে আমের টুকরো ছড়িয়ে দাও। এক চামচ ম্যাঙ্গো সিরাপ নিয়ে চারপাশে অল্প অল্প করে ছড়িয়ে দাও। এবার চেরিটি একদম উপরে বসিয়ে নাও এবং চলে যাও ভ্যানিলা অ্যাডভেঞ্চারে।

রেসিপি সংকলন সোমা মিশ্র

teen
হেলথ

Hormonal ইমব্যালেন্স

হরমোন— ছোট্ট সহজ শব্দ, কাজ অত্যন্ত জটিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীর চালনার গুরুদায়িত্ব তারই কাঁধে। সে বিগড়োলেই বিপদ! বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— সবই প্রশ্নের মুখে। হরমোনের ইমব্যালেন্স নিয়ে নানা কথায় আইএলএস হাসপাতালের কনসালট্যান্ট গাইনোকোলজিস্ট **অরুণা তাঁতিয়া**

কদিন ধরেই খাওয়া-দাওয়াতে রুচি নেই সৌমিলির। মেজাজটাও যেন খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। আর চেহারা? মুখ ভরতি ব্রণ। সবকিছুই কেমন ইরিটেটিং লাগছে। সদ্য কলেজে পা রেখেছে সে। বাঁধাধরা রুটিনের বাইরে সবেমাত্র পাখা মেলেছে ওর ইচ্ছেগুলো। কিন্তু এ কী! হঠাৎই সবকিছু পালটে গেল। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। জ্বরজারি হলে না হয় বুঝত, কিন্তু কী হচ্ছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পিরিয়ড নিয়ে আরও এক জ্বালা! নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। কখনও এগিয়ে আসছে, কখনও-বা পিছিয়ে যাচ্ছে। কম খেয়েও ওজন বাড়ছে লাফিয়ে। কোন ডাক্তারের পরামর্শ নেবে, কী করবে, কিছুই মাথায় ঢুকছে না সৌমিলির।

পরমা— সমস্যা সত্যিই জটিল! তবে ভয় না পেয়ে, মেজাজ ঠান্ডা রেখে কারণটা জানার চেষ্টা করো। পিউবার্টির সময় থেকে মেয়েদের শরীরে ওভারি থেকে নিঃসরণ হওয়া ইস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টেরন নামের হরমোন দু'টি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে, শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। এছাড়া মস্তিষ্ক থেকেও থাইরয়েড, প্রোল্যাকটিন-এর মতো বেশ কিছু হরমোন তৈরি হয়ে শরীরে কাজ করে। এই সব হরমোনের মাত্রা কম-বেশি হলে শুরু হয় নানা রকম প্রবলেম। আগে বেশি বয়সে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিত। কিন্তু আজকাল টিনএজারদের মধ্যেও এটা খুব কমন হয়ে উঠেছে।

সিম্পটম

● অনিয়মিত পিরিয়ড ● মুখে ও শরীরের অন্যান্য জায়গায় অবাঞ্ছিত লোম ● ঘন ঘন মাথাধরা বা মাইগ্রেন ● অবসাদ ● ব্যাক পেন ● শ্বাসকষ্ট ● তলপেটে ব্যথা বা ক্র্যাম্প ধরা ● ব্রণ ● মাথাঘোরা

ফল কী হতে পারে

● ডায়াবেটিস ● সমস্যা দীর্ঘদিন চললে পরবর্তী সময়ে কনসিভ করায় অসুবিধা ● ওবিসিটি ● থাইরয়েড সংক্রান্ত সমস্যা ● খসখসে ত্বক ও চুল ● হার্টের অসুখ ● ব্রেস্ট ক্যানসার ● সাইনাসাইটিস ● ঘুমের অসুবিধা ● ব্রেস্ট টেনডারনেস কিংবা নিপল থেকে রস জাতীয় কিছু বের হওয়া

কারণ

● প্রধান কারণ হল হরমোন সিক্রেশন-এ গণ্ডগোল। এই বয়সে শরীরে সক্রিয় হয়ে ওঠা হরমোনগুলোর বেশি বা কম নিঃসরণই এই ইমব্যালেন্সের জন্য দায়ী।

● আরেক কারণ, ইনঅ্যাকটিভনেস। আধুনিক লাইফস্টাইলে খেলার মাঠ নয়, টিনএজারদের বন্ধু কমপিউটার, ভিডিও গেম, টিভি বা মোবাইল ফোন। তাই পরিশ্রম নয়, কাউচ পোট্যাটো হয়ে বসে থাকাই তাদের একমাত্র অপশন।

● বড় সমস্যা 'ওবিসিটি'। ইনঅ্যাকটিভিটি এবং ফাস্ট ফুডের আসক্তির ফলে শরীরে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়ে। জিনগত কারণেও অনেকে ওভার ওয়েট হয়। শরীরে জমে থাকা এই ফ্যাট এক ধরনের হরমোনে কনভার্ট হয়ে যায়। ফলে সেই হরমোনের পরিমাণ হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে।

● আর আছে দূষণ। খাবারের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত ঢুকছে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল, ফুড প্রিজার্ভেটিভ, ফুড কালার কিংবা কীটনাশক।

● আমাদের বড় শত্রু 'স্ট্রেস'। বর্তমানে টিনএজ থেকেই মানসিক চাপ দেখা দেয়। কেউ ডিপ্রেসড তো কেউ ফ্রাস্ট্রেটেড। এর কারণেও হরমোন নিঃসরণে তারতম্য ঘটে।

● পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা PCOS থাকলে হরমোনের সমস্যা হতে পারে। আবার হরমোনাল ইমব্যালেন্স থেকেও PCOS হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

কী করবে

● যে-কোনও সিম্পটম দেখা দিলেই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলো। অসুখ প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে ওষুধের সাহায্যে সেটা ঠিক করা সম্ভব। ● নিয়মিত এক্সরসাইজ় তোমাকে এসব সমস্যা থেকে দূরে রাখতে পারে। ● মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হল হেলদি ডায়েট। কম জাঙ্ক বা ফাস্ট ফুড, বেশি শাকসবজি ও ফল। ● জল বেশি করে খাও যাতে শরীরের টক্সিন ফ্লাশ আউট হয়ে যায়। ● কফি খাওয়া কমিয়ে দাও। ● ঘুমের সঙ্গে নো কম্প্রোমাইজ়।

পিয়ালি দাস



ডাক্তারের যোগাযোগ
০৩৩ ৪০২০ ৬৫০০



ইন্টিরিয়র designing

নিজের বাড়ি সাজাতে কে না ভালবাসে। অন্যের বাড়ি তাঁরই পছন্দমতো সাজিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়াই আসল চ্যালেঞ্জ। নিতে রাজি থাকলে পাড়ি দাও ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনিং-এর জগতে।

র পাঁচটা টিনএজারের থেকে একটি বিষয়ে কেবারে উলটো টিনা। অগোছালোভাবে নয়, ড়িঘর পরিপাটি রাখতেই পছন্দ করে সে। ট্টবেলায় মায়ের হাতে হাতে ঘর গোছাতে য়েই ঘরসজ্জায় হাতেখড়ি। আগামী দিনে সে ফেশনাল ইন্টিরিয়র ডেকরেটর হবে বলেই দ্ধান্ত নিয়েছে। তাকে দেখে আগ্রহী হয়েছে াসমেট পম্পাও। ডিটেলস জানতে বান্ধবীর াছে পম্পা ছুড়ে দিল বেশ কিছু প্রশ্ন।

■ কাজটা ঠিক কেমন রে?

জার। তোর যদি ঘরদোর গোছানোয় ন্যাক াকে তাহলে ইউ উইল এনজয় ইট ভেরি মাচ। ায়েন্টের প্রয়োজন ও পছন্দের কথা মাথায় রেখে এবং তাঁর বাজেট অনুযায়ী একটি 'স্পেস' এমনভাবেই সাজিয়ে তুলতে হয় যাতে তা আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনকও হতে পারে। কখনও সম্পূর্ণ নতুন করে সাজাতে হয় তো কখনও পুরনো সাজের চেহারা বদলাতে হয়। মূলত নিজের আর্টিস্টি মেলে ধরতে হবে ফার্নিচার, রং ও ডিজ়াইনের মাধ্যমে, যেখানে থাকবে তোর অভিনবত্বের ছোঁয়া। অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ির আর্কিটেক্ট-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে এই কাজ।

■ প্রসপেক্ট কেমন বল তো?

স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে চাইলে এবং পুঁজি থাকলে নিজের ফার্ম খুলে নিতে পারিস। চাকরি করতে চাইলে নানা সেক্টরে কাজ পাবি। হতে পারে মল, হোটেল বা কোনও কোম্পানি ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে বড় বড় আর্কিটেকচারাল ফার্মেও কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। প্রথম কয়েক বছর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সময়টুকু হাজার দশেকের কাছাকাছি স্যালারি হলেও কাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাসিক আয় ৭৫-৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

■ কোনও কোর্স করা দরকার?

ডেফিনিটলি! যতটা ইকুইপ্‌ড হবি, ততটাই উন্নতি করবি। আর্কিটেকচার ও ডিজ়াইন পড়ানো হয়, এমন কলেজগুলোতে ডিপ্লোমা কোর্স থাকে। এছাড়াও কোনও পলিটেকনিক বা প্রাইভেট কলেজ থেকেও বিষয়টির নির্দিষ্ট কোনও বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করা যায়। শুধু তাই নয়, আর্কিটেকচার, ফাইন আর্ট, ডিজ়াইন কিংবা এনভায়রনমেন্ট প্ল্যানিং-এ পোস্ট গ্র্যাজুয়েটরাও এই কাজে যুক্ত হতে পারে। তবে কোনদিকে স্পেশালাইজ় করবি তা সম্পূর্ণভাবে তোর ইচ্ছের উপর। হতে পারে— রেসিডেনশিয়াল কিংবা বিজনেস অথবা ল্যান্ডস্কেপ ডিজ়াইন। কনসেনট্রেট করতে পারিস বেডরুম বা লিভিংরুম কিংবা বাথরুম ডিজ়াইনিং-এও।

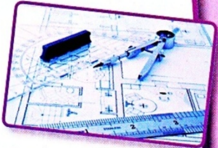
■ কোথায় করা যায় এই কোর্স?

কয়েকটা নাম বলে দিতে পারি, আমিও সেখানে ট্রাই করব ভাবছি:

- আর্চ অ্যাকাডেমি, জয়পুর (রাজস্থান)
ফোন: ৯১-১৪১-৪০৬০৫০০ /০২ /০৩
http://www.archedu.org
- অস্টিন কলেজ, বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক)
৯১-৮০-২২৪২ ১০৭৬
http://osteencollege.com/
- প্রিয়দর্শিনী ইন্সটিটিউট অফ আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিজ়াইন স্টাডিজ়, নাগপুর (মহারাষ্ট্র)
(০৭১০৪) ২৩২১৬৪/২৩৭৪০৪
http://www.piads.ltjss.net
- লিঙ্গায়া ইউনিভার্সিটি, ফরিদাবাদ (হরিয়ানা)
১২৯-২৫৯৮২০০/১
www.lingayasuniversity.edu.in
- জিআইএফটি, কলকাতা (পশ্চিম বাংলা)
০৩৩-২২৮০-৯৬১৩
www.giftinstitute.org

■ এলিজিবিলিটি আর খরচের কথাটা বলবি তো?

এই সাবজেক্ট নিয়ে পুরোদস্তুর পড়াশোনা করতে বেসিক কোর্স থেকে শুরু করা উচিত। এর জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হওয়া চাই। তবে হ্যাঁ, এন্ট্রান্স এগজ়াম-এর মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে ড্রইং ও ডিজ়াইনিং-এ নিজের দক্ষতা। নিজের ক্রিয়েটিভিটির একটি পোর্টফোলিও তৈরি করে অ্যাডমিশনের সময় পেশ করতে পারলে খুবই ভাল হয়। অনেক ক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েশন বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন-এর পরও এই বিষয় নিয়ে পড়া যায়



(ডিপ্লোমা)।
তবে শর্ট বা লং— সব ধরনের কোর্স করতেই খরচ পড়বে আনুমানিক ১৫ থেকে ৫০ হাজার টাকার মধ্যে। কোনও কোনও ইন্সটিটিউশনে স্কলারশিপের ব্যবস্থাও থাকে। তবে মনে রাখতে হবে, পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি থাকতে হবে নিজস্ব কিছু গুণ। যেমন ধর— নতুন নতুন ডেকরেটিভ আইটেম-এর বিষয়ে আপডেশন, আর্কিটেকচারের টুকিটাকি জ্ঞান, ক্রিয়েটিভ থিংকিং এবং ডিজ়াইনে নিজস্বতার ছোঁয়া। ক্লায়েন্টের চাহিদা বুঝতে চাই কমিউনিকেশন স্কিলও।

শুভলক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

teen ক্যাম্পাস

চন্দননগর Govt. College

১৮৬২ সালে শুরু। তারপর পালাবদলের ইতিহাসে পালটেছে অনেককিছু। ফ্রেঞ্চ প্রাইমারি স্কুল বদলেছে নিজের নাম। শুধু বদলায়নি পরিচয়। পুরনো দালান, ফরাশে এখনও লেগে আছে সেই কবেকার ফরাসি গন্ধ। চন্দননগর গভর্নমেন্ট কলেজের সেই অদল-বদলের গল্প নিয়ে হাজির এই কলেজের ছাত্রী মৌভি চক্রবর্তী





একাল-সেকাল

চন্দননগর স্টেশন থেকে অটোয় মিনিট পনেরো। তারপরে দু'মিনিট হাঁটলেই গঙ্গা-লাগোয়া প্রাসাদপ্রতিম কলেজ। লম্বা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতেই পথ আগলে দাঁড়ায় বড় বড় থাম। মাথার উপর উঁকি মারে খড়খড়ি দেওয়া জানলা। কয়েক পলকের অপেক্ষার পরেই ফ্ল্যাশব্যাকে পরাধীন ভারত। স্বদেশী আন্দোলনে তখন উত্তাল কলেজ চত্বর । সেই লড়াইতে যুক্ত থাকার অপরাধে গ্রেফতার হন তখনকার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল চারুচন্দ্র রায়, বন্ধ হয়ে যায় কলেজ। অবশ্য প্রমাণের অভাবে কিছুদিনের মধ্যে ছাড়াও পেয়ে যান। শুরু হয় চন্দননগর গভর্নমেন্ট কলেজের নতুন অধ্যায়।
হঠাৎই ঘোর কাটে। গুটিগুটি পায়ে ভিতরে ঢুকতেই বোঝা যায়, বদলায়নি কিছুই। পুরনো দেওয়ালে নতুন রং ধরলেও স্মৃতির আঁচড় এখনও অক্ষত। ফেলে আসা সময় এখনও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে কলেজের প্রতিটি ইঞ্চি।

প্রথম সেই দিনের কথা

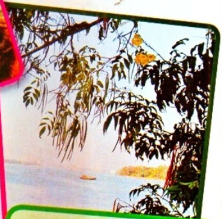
ছোটবেলা থেকেই এই কলেজ সম্পর্কে জেনেছিলাম অনেক কথা। ভয় ছিল কীভাবে অ্যাডজাস্ট করব! তাই একটু চাপেই ছিলাম। প্রথম দিন কলেজে ঢুকেই চমকে উঠেছিলাম। বিরাট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংটা দেখে তাক লেগেছিল। অজস্র ডিপার্টমেন্ট আর তার থেকেও বেশি স্টুডেন্ট! সবকিছুই যেন অচেনা। দুরুদুরু বুকে এদিক-ওদিক করছি, এমন সময় দেখা সৌমিতার সঙ্গে। প্রথম আলাপেই বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিল। ভনিতা না করেই ও আমায় বলেছিল, 'চা খাওয়াবি?' আমিও গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ওকে বলতে পেরেছিলাম মনের কথা। ব্যাস, তারপর থেকে ওর খামখেয়ালিপনা আমাকেও পেয়ে বসেছিল। অদ্ভুতুড়ে সেই দলে পরে যোগ দিয়েছিল রিয়া আর ঋতু। সেই থেকে সিনেমা হোক বা ক্লাস-বাঙ্ক, সবকিছুই করেছি একসঙ্গে। তবে হ্যাঁ, এত কিছুর পরেও কোনও দিন রৌদ্রদার ক্লাস মিস করতে পারিনি। কেউই হয়ত পারে না। কারণ? চুপিচুপি বলে রাখি রৌদ্রদার প্রতি আমাদের অনেকেরই ক্রাশ আছে। তবে তাদের নাম বলা, বারণ!





নতুন বিভাগ নতুন খোঁজ

জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের সুদীপ্তা। এবারে সেকেন্ড ইয়ার। নাচ, ওর জীবনের একমাত্র প্যাশন। কলেজের যে-কোনও অনুষ্ঠানে ওর পারফরমেন্স মাস্ট। টিচার থেকে শুরু করে স্টুডেন্ট, সবাই সুদীপ্তার ফ্যান। তিন বছর বয়সে নাচে হাতেখড়ি। তারপর থেকে জীবনের নানা ভাল-মন্দ ও অবসর সময়ে একমাত্র সঙ্গী নাচ। সুদীপ্তা মূলত কত্থক শিল্পী। বিরজু মহারাজ ওর জীবনের আইডল। পড়াশুনোর পাশাপাশি নাচটা চালিয়ে যেতে চায় আজীবন। ভবিষ্যতে নিজেকে দেখতে চায় একজন ডান্স টিচার হিসাবে। খুলতে চায় নিজের নাচের স্কুল। তবে শুধু গম্ভীর মুখে লেখাপড়া আর নাচগানই নয়, বন্ধুদের সঙ্গে দেদার মজা করতেও ভালবাসে সুদীপ্তা।





লাভ স্ট্যান্ড

কলেজ থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে গঙ্গা। তার ধারের 'স্ট্যান্ড'ই হল আড্ডা মারার আইডিয়াল প্লেস। সকাল-বিকেল সেখানেই ভিড় জমায় পড়ুয়ারা। এখানেই জমে ওঠে মন-মজলিশ। দু'জনার নিরালাই হোক বা দলের দামালপনা, সবই চলে এখানে। ক্লাসের একঘেঁয়েমি কাটাতে আমরাও রোজ হাজিরা দিই। আর এই স্ট্যান্ডের একচেটিয়া রাজা সুদীপ্ত। ক্লাসে ওকে কখনও দেখা যায় না, কিন্তু স্ট্যান্ডে পাবেই পাবে। ছেলেমেয়েরাও নিজেদের প্রবলেম নিয়ে হাজির হয় ওর কাছে। এই স্ট্যান্ডকে সাক্ষী রেখেই চলে মন দেওয়া-নেওয়া। চলে প্রেমের ভাঙা-গড়া। অনন্যা আর সৌভিকের লাভ স্টোরির শুরুটাও হয়েছিল এখানেই। তবে কলেজ গ্রাউন্ডে শুরু হওয়া অনেক প্রেমের ইনিংসই ফাইনাল পর্যন্ত গড়ায় না। কিন্তু তাতে মোটেই দমে না এখানকার জনতা। একটু থমকেই আবার শুরু হয় দেখা-দেখির টেস্ট ম্যাচ। চিঠি দেওয়া-নেওয়া, ফোন নম্বর লেনদেন, এসএমএস। ঘুরে ফিরে আবার নতুন জুটি ভিড় করে এই স্ট্যান্ডেই।

অনুলিখন ও ছবি জিনিয়া সরকার

আগডুম বাগডুম থেকে ভূতের রাজ্যি

কলেজ লাইব্রেরি। আলো আঁধারিতে ঘেরা সেই বই-মহলে ক্লাস করতে মন্দ লাগে না। তবে লাইব্রেরিয়ানদের সঙ্গে বনিবনা নেই আমাদের কারওরই। থাকবেই বা কী করে, যে বই-ই চাও, সোজাসাপটা উত্তর, নেই। আর ক্যান্টিন? পিএনপিসি, আড্ডা আর জমিয়ে খাওয়াদাওয়ার তীর্থক্ষেত্র। এখানেই প্রথম দেখা বোবোর সঙ্গে। কোন ইয়ার, কোন ডিপার্টমেন্ট, তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। মুরগি বোবো সবার বন্ধু। আমারও বন্ধু বাপেরও বন্ধু।

কলেজের একদিকে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। সেখানে মিস্ট্রির কোনও খামতি নেই। শোনা যায় সেই কবে কী যেন হয়েছিল কেমিস্ট্রি ল্যাবে। তারপর থেকে ওখানে একলা গেলেই গা ছমছম করে। রাতবিরেতে ও-পথে পা বাড়ায় না কেউ।

'টিন ক্যাম্পাস'-এ পাঠাও আড্ডা, গান, গল্পগাছা থেকে ক্যাম্পাসের সব ইনফো। সঙ্গে তোমার নাম, ইয়ার আর কলেজের নাম। 'পরমা', নলেজ হাব, ডি এন ২৩, কলেজ মোড়, সেক্টর ফাইভ, কলকাতা-৯১ মেল: paroma@paroma.in



স্মাইলিজ়



এক দোকানে আগুন লেগেছে। সেটা দেখে গাবলু চিন্তা করল, দোকানের ভিতরে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করতে হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। গাবলু আগুন পেরিয়ে ছ'জনকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে পুলিশ এসে গাবলুকে ধরে নিয়ে গেল। পরে গাবলুর বন্ধু পুলিশকে জিজ্ঞাসা করল, 'গাবলু তো আগুন থেকে মানুষকে উদ্ধার করেছে। সে তো কোনও অপরাধ করেনি।'

কথা শুনে পুলিশ রেগে টং, 'অপরাধ করেনি মানে? সে দোকান থেকে যাদের বাইরে এনেছে সবাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মী।'



সেলুনে ঢুকেই একটা লোক বললেন, 'ভাই, আমার চুলটা মাইকেল জ্যাকসনের মতো করে দিন তো।'

একজন কাঁচি নিয়ে চুল কাটতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে দেখলেন, চুলের যাচ্ছেতাই অবস্থা। রেগে গিয়ে বললেন, 'সে কী! আমি না বললাম মাইকেল জ্যাকসনের মতো করে দিন। আপনি এ কী হাল করেছেন!'

লোকটি বললেন, 'ভাই, মাইকেল জ্যাকসন তো আর আমাদের এখানে চুল কাটান না। কাটালে ওঁর চুলেরও এমন স্টাইলই হত!'

এবারের পরমা

বড় অশান্ত সময়েই নিজের রাস্তাটা বেছে নিয়েছিলেন তিনি। তারপরেই হাত বাড়িয়েছিলেন তাঁদের দিকে যাঁদের লড়াই করার বোধটাই তৈরি হয়নি। আজ তিনি সফল। তাঁর সাহসে সাহসী এই শহরের বহু নারী।



শান্তশ্রী চৌধুরি

ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। উৎকণ্ঠিত আওয়াজ। আর অপেক্ষা করতে পারছেন না ভদ্রমহিলা। বললেন, অনেকবার হেরে গিয়েছেন। আজ তিনি প্রায় নিঃস্ব। তবু ন্যায় পাওয়ার শেষ চেষ্টা করতে চান তিনি। বিনীতা দুবে।

অনেক আশা ভরসা করে সেদিন ফোন করেছিলেন শান্তশ্রী চৌধুরিকে। এ শহর শান্তশ্রীকে চেনে আঁত্রেপ্রেনার ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। কিন্তু তার থেকেও বড় তাঁর গণ্ডি, তাঁর কাজের পরিসর। সেই ভরসাতেই শান্তশ্রীর দ্বারস্থ হন বিনীতার মতো অনেকে।

একদিন দুপুরে গাড়ি থেকে নামলেন বিনীতা। সঙ্গে পাঁচ-পাঁচটি বস্তা।

'কী আছে ওতে?'

কাগজপত্র। আইনি নথি। শেষ পাঁচ বছর মার্কিন আদালতে বিনীতার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের প্রমাণ। ন্যায় মেলেনি। এনআরআই স্বামী ছুটিতে এসে বিয়ে সেরে সেই যে গিয়েছেন, আর আসেননি। বিনীতাকে দেননি তাঁর স্ত্রী'র স্বীকৃতি। মার্কিন আইন সায় দেয়নি বিনীতার দাবিতে। শেষ আশা নিয়ে তিনি এসেছিলেন শান্তশ্রীর কাছে।

তিনিও হাল ছাড়ার পাত্রী নন। থানা-পুলিশ থেকে আদালত, সর্বত্র বিনীতার সঙ্গ দিয়েছেন শান্তশ্রী। অবশেষে একদিন ফোন এল তাঁর স্বামীর। সরাসরি শান্তশ্রীর কাছে।

"কী চান, টাকা? কত? এক কোটি? টাকাপয়সা নিয়ে ঝামেলা মেটান!"

ব্যস। অস্ত্র পেয়ে গেলেন শান্তশ্রী। এই কথা রেকর্ড করে আদালতে হাজির হলেন। বাধ্য করলেন ওই ভদ্রলোককে বিনীতার দাবি মেনে নিতে।

শান্তশ্রী এমনই। কোনও লড়াইতেই তিনি হাল ছাড়েন না। সে-লড়াই যত কঠিনই হোক না কেন! সমাজের নিচু স্তরের মহিলারা যখন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হন, তখন অনেক এনজিও তাঁদের পাশে এগিয়ে আসে। কখনও কখনও আইন দিয়ে তাঁদের বাড়ির লোকেদের ভয় দেখানো যায়, কিন্তু ধনী শ্রেণির মানুষ ততটা ভয় পান না আইন বা পুলিশকে। তাই সেসব পরিবারের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ অনেক সময়ই চাপা পড়ে যায়, পয়সার দাপটে। সেইসব ক্ষেত্রে ন্যায় দেওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ। সেটা নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছেন শান্তশ্রী।

বয়স তখন বড্ড কম। হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিয়ে করার। নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে, তারপর অপ্রাপ্তবয়সেই সন্তান। যতটা স্বপ্ন নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন শান্তশ্রী, বাস্তব তাঁকে তা দেয়নি। সে-সময় থেকেই নিজের লড়াই নিজে লড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ছোট্ট ছেলেকে মানুষ করাই তখন তাঁর স্বপ্ন। সাংসারিক প্রতিকূলতার মধ্যেই শুরু করলেন কাজ। তাও যে-সে কাজ নয়, ইন্টার ন্যাশনাল কারগো হ্যান্ডলিং-এর কাজ। সে তো প্রায় মহিলাবর্জিত জায়গা। কতিপয় মহিলার দেখা যদিও বা মেলে, তাঁরা আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী জাহাজ সংস্থার চাকরিজীবী। সে-সময় দাঁড়িয়ে নিজস্ব কোম্পানি চালু করেন শান্তশ্রী চৌধুরি। আপাদমস্তক পুরুষশাসিত পরিবেশে লড়াই করে দখল করে নেন নিজের জায়গা। পেশাগত কৃতিত্ব ও সমাজসেবা তাঁকে এনে দেয় ন্যাশনাল উওম্যান এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড, মহিলা শিরোমণি অ্যাওয়ার্ড, ইন্দিরা গান্ধী প্রিয়দর্শিনী অ্যাওয়ার্ড-এর মতো জাতীয় সম্মান।

এত মনোবল পেলেন কোথা থেকে?

"বুদ্ধ। বুদ্ধদেবের আদর্শই আমাকে প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে শিখিয়েছে।" বলছিলেন শান্তশ্রী। বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশ্বাস থেকেই তাঁর তৈরি সংস্থার নাম রেখেছেন 'বোধি ট্রি', যা একাধারে শিল্পচর্চার কেন্দ্র, অন্যদিকে অতিথি আবাস। বিদেশ থেকে আসা মহিলা ভ্রমণার্থীদের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়। কয়েক বছর আগে এক জাপানি মহিলা এ শহরে বেড়াতে এসে নির্যাতিত হয়েছিলেন। সেই ঘটনাই নাড়া দিয়ে যায় শান্তশ্রীকে। সেই ভাবনা থেকেই 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া'র স্বীকৃতি নিয়ে 'বোধি ট্রি' অতিথি আবাস তৈরি করেন তিনি। এই বাড়িটির অন্দরসাজ জুড়ে আছে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির চিহ্ন।

চাইলেই তিনি গড়ে তুলতে পারতেন কোনও এনজিও। পেতেন সরকারি বা আন্তর্জাতিক সাহায্যও। কিন্তু তাতে তিনি বিশ্বাসী নন। বরং নির্যাতিত মহিলাদের সাহায্য করতে চান নিজের সাধ্যের মধ্যেই। তাই কখনও খিদিরপুর অঞ্চলের মাজ়হারে পৌঁছে যান দুস্থ বাচ্চাদের জন্য ডিম, কলা ইত্যাদি নিয়ে। কখনও আবার মহাজনের কাছ থেকে ধার করে আইনি লড়াই লড়তে আসা বিপন্ন মহিলার দিকে বাড়িয়ে দেন আর্থিক সাহায্য।

বিদেশি শক্তির অত্যাচারে বিপন্ন তিব্বতিদের জন্যও সরব হয়েছেন তিনি। কেন নিজেদের মাটিকে বাঁচাতে আগুনে আত্মাহুতি দিতে হবে তাঁদের? হিংসার পথ না নিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন বলেই কি তাঁরা থেকে যাবেন অবহেলিত? তিব্বতিদের এই লড়াইয়ে বরাবর পাশে আছেন শান্তশ্রী। থাকবেনও, অঙ্গীকার তাঁর।

নিবেদিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি শান্তনু সরকার


₹২৫০ থেকে শুরু
Gossip
Costume Jewellery
ফাটাফাটি
গয়নাগাটি
SENCO G·O·L·D®
প্রতি মুহূর্ত হোক সুন্দর
Kolkata Showrooms: Jadavpur Megashop (Near Sulekha Bus Stop): Ph: 033-40664000/4003/4004/4005 • Bowbazar (Oldest Shop Below Bowbazar High School): Ph: 22419022/7958 • Bowbazar (New Shop Opposite Bank of India): Ph: 40661000 • Moulali Megashop: Ph: 40215001, 22847811/7812 • Lake Market Megashop: Ph: 24669407/9408 • Behala Megashop: Ph: 65005292/93 • Howrah Maidan Megashop: Ph: 65003612 • Dalhousie Megashop (Beside Passport Office): Ph: 64534212 • Barasat: Ph: 25844961 • Gariahat: Ph: 24408445/5687 • Kanchrapara: Ph: 25850103 • New Town: Ph: 40622030 • Shyambazar: Ph: 25553740, 25308138. Eastern India Showrooms: Arambagh: Ph: 03211256270 • Asansol: Ph: 03412316090 • Barracpore: Ph: 32567155/65480836 • Burdwan: Ph: 03422568400 • Burdwan (Feather Gold): Ph: 03422664536 • Bolpur: Ph: 03463252354 • Bankura: Ph: 03242240122 • Berhampore: Ph: 03482258437 • Chinsurah: Ph: 65224454 • Coochbehar: Ph: 03582229545 • Dankuni: Ph. : 03212 269666 • Durgapur (Benachity): Ph: 03432584506 • Durgapur (City Centre): Ph: 03433209224/2542526 • Dhanbad: Ph: 03262300374 • Jalpaiguri: Ph: 03561222286 • Katwa: Ph: 03453255581 • Khardah: Ph: 25235272 • Kolaghat: Ph: 03228256140 • Krishnanagar: Ph: 03472223325 • Malda: Ph: 03512253253 • Raigunj (Thana Road Ukilpara): Ph: 03523242323 • Rampurhat: Ph: 034612555752 • Ranigunj (N.S.C. Bose Road): Ph: 03412442700 • Rupnarayanpur: Ph: 03412530120 • Seerampur: Ph: 26628497 • Siliguri: Ph: 03532520421 • Suri: Ph: 03462250061 • Tamluk: Ph: 03228266251 • Uttarpara: Ph: 26642933 • Bhubaneshwar: Ph: 0674-2744470/80 • Silchar: Ph: 03842221817. Delhi Showroom : Ph: 011 4241 4500, 4155 5700, 4155 5710.
www.sencogold.co.in • Helpline: 40215000 • For Franchise contact: +91 9874027010



www.anjali.bz
অঞ্জলি জুয়েলার্স®
সবার জন্য
জুয়েলপ্লাস স্কীমে
মাসে মাসে ১০০, ২৫০, ৫০০,
১০০০ টাকা বা তার বেশীর
কিস্তিতে ধাপে ধাপে টাকা জমান।
১২ মাসের কিস্তি দিন
১ মাসের কিস্তি পান
ডিসকাউন্ট!
এবার আপনি জুয়েলপ্লাস স্কীম
করতে পারেন ১৮ বা ২৪ মাসের জন্যেও!!
ECS-এর সুবিধাও আছে।
গোল্ড কালেকশন
নতুন শোরুম
বহরমপুর - ৩১৪/এ/জি/১ নেতাজী রোড, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩
ফোন: (০৩৪৮২) ২৫৮ ৪৯৮
গোলপার্ক - ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ১৭৯২ | শোভাবাজার - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক বি.ই. - ২৩২১ ২৭৮৬ | সল্টলেক এইচ.এ. - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ | হাওড়া পঞ্চাননতলা - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১
বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২
শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া (রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠের বিপরীতে) - ০৩৫৩-২৬৪৩৩৩৫
বৌবাজার - ২২৬৪ ১১৯৫ | এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।
উপহার কেনা
আর সময়সাপেক্ষ নয়।
Gifty
GIFT VOUCHER
যেকোনো মূল্যের পাওয়া যায়।
সবরকম গয়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
যোগাযোগ করুন স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে।
Mayurakshi/628/13